বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১৭ ॥ ০৩ মে ২০২৫ ॥ ২০ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৪ জিলকদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সস্ত্রীক জাপান সফরে যাচ্ছেন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনবিষয়ক উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও তাঁর স্ত্রী ১১ থেকে ১২ মে জাপান সফরে যাচ্ছেন। শুক্রবার জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাপানের ওসাকায় চলমান 'এক্সপো ২০২৫' প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

দলে পদ ফিরে না পেলে স্বেচ্ছায় জেলে যাবো: গাজী সালাউদ্দিন তানভীর

স্টাফ রিপোর্টার : পাঠ্যবই ছাপার কাজে কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব গাজী সালাউদ্দিন তানভীরকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে দলটি। একই সঙ্গে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। গত সোমবার (২১ এপ্রিল) জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত একটি চিঠি গাজী সালাউদ্দিন তানভীরকে পাঠানো হয়।

যদি কিন্তু অথবা ছাড়া আ. লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে শুক্রবার (২ মে) মাঠে নামছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)। রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে এনসিপির ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে সমাবেশটি আয়োজিত হবে।

উত্তরায় হোটেল থেকে নারীসহ গ্রেপ্তার ১৮

স্টাফ রিপোর্টার : অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে রাজধানীর উত্তরার হোটেল গ্র্যান্ড ইন থেকে নারীসহ ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। প্রায় দুই ঘণ্টার অভিযানে আট জন নারী ও ১০ জন পুরুষকে আটক করা হয়। পরে যাচাই-বাছাই শেষে তাদের অসামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়। উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এবি সিদ্দিক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হোটেলটিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অসামাজিক কার্যকলাপের সত্যতা মিললে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েক জনকে আটক করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে, কেবল তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজধানীর বিভিন্ন হোটেল ও গেস্ট হাউজে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলি হামলা চলছেই এক দিনে নিহত আরও ৩১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় আরও অন্তত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় চালানো হামলাতে এসব প্রাণহানি ঘটে। শুক্রবার (২ মে) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে। চিকিৎসা সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১ মে) গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩১ জন নিহত হয়েছেন ও শুক্রবার ভোরে হামলায় আরও মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। প্রতিবেদন বলছে, ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্র এবং কুদস নিউজ নেটওয়ার্কের তথ্য অনুসারে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মধ্যাঞ্চলে বুরেইজ শরণার্থী শিবিরে আবু জেইনা পরিবারের বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে, এতে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গোলাবর্ষণ করছে। গাজায় থাকা আল জাজিরার আরবি সংবাদদাতার তথ্যমতে, খান ইউনিসের পূর্বে শেখ নাসর পাড়ায় ইসরায়েলি বাহিনী একটি বাড়িতে গোলাবর্ষণ করেছে, এতে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এর পাশাপাশি উত্তর গাজার শেখ রাদওয়ান এলাকার একটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। উভয় ঘটনায়ই এখনও পর্যন্ত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয় এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। সেই থেকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৫২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে উপত্যকাটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চাইলেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আমি আবারও বলতে চাই, সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করুন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামে এবি পার্টির পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে জনগণের আদালতের মুখোমুখি করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্যোগ নিতে হবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে। জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সংসদ...সরকার গঠিত হলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুসংহত থাকবে। রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে সরকার গঠন এবং পরিবর্তনে জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো অভ্যস্ত হয়ে উঠলে বাংলাদেশকে আর কেউ তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে রাখতে সক্ষম হবে না। নতুন রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পতনের পর এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫টি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনীতির ময়দানে আমরা তাদের স্বাগত জানাই। গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি, দেশের স্বার্থের প্রশ্নে বাংলাদেশের পক্ষের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অবস্থান এক ও অভিন্ন। উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য এক ও অভিন্ন। কী সেটি? সেটি হলো, দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং অবশ্যই জনগণের কল্যাণ সাধন। তবে যে রাজনৈতিক দলটি গণতন্ত্র হারিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী শাসনের জন্ম দিয়েছিল, মানুষের অধিকার হরণ করেছিল, গুম-খুন-অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিল, বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, গণঅভ্যুত্থানে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। গণতন্ত্রকামী জনগণ দেশের স্বার্থবিরোধী অপশক্তিকে কখনোই মেনে নেবে না। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, সংবিধান লঙ্ঘন করে পলাতক স্বৈরাচার জনগণের ভোট ছাড়াই তিনবার অবৈধ সরকার গঠন করে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ আজ জানতে চায়, সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্তদের আগামী দিনের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে অন্তর্বর্তী সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্লেইম গেম দিয়ে কিন্তু দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই। অন্তর্বর্তী সরকার পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার আগামী দিনে অবশ্যই সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্তদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে মন্তব্য করে তিনি বলেন, পলাতক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে যারা জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কথা বলছেন তাদের বলতে চাই, লুটপাট ও দুর্নীতির শত শত কোটি

২-এর পাতায় দেখুন

ফজলুর রহমানের মন্তব্য তার একান্ত ব্যক্তিগত: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আ. ল. ম. ফজলুর রহমানের মন্তব্য তার একান্ত ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে সরকারের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। শুক্রবার (২ মে) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার স্পষ্ট করে বলতে চায় যে ফজলুর রহমানের ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে করা সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো কেবল ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই মন্তব্য বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান বা নীতির প্রতিফলন ঘটায় না এবং তাই সরকার কোনোভাবেই এই ধরনের বক্তব্যকে সমর্থন করে না। একইসঙ্গে বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে ফজলুর রহমানের ব্যক্তিগত মন্তব্যের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারকে যুক্ত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

মহান মে দিবস পালিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকাসহ সারাদেশে নানা আয়োজনে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ০১ মে, বৃহস্পতিবার মহান মে দিবস পালিত হয়েছে। 'মহান মে দিবস ২০২৫' এর প্রতিপাদ্য ছিল -'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে'। ১৮৮৬ সালে মে মাসের ১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমের মূল্য এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নেমে শ্রমিকেরা যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে মহান মে দিবসটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃত। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। জেলা সংবাদদাতাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢাকাসহ সারাদেশে নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে মহান মে দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, পথ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। শ্রম অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, শ্রমিক সংগঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে সারাদেশে দিবসটি পালিত হয়। মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৫ উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, শ্রমিকদের আগের অবস্থায় রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। এজন্য তিনি শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় দিবসটি পালিত হয়। প্রতিনিধিরা জানান- এ উপলক্ষে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের মোক্তারপাড়া মাঠ থেকে মহান মে দিবসের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি জেলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় পাবলিক হলে এসে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে নিহত সকল শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পটুয়াখালীতে মহান মে এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার' এই প্রতিপাদ্যে নরসিংদীতে মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার

২-এর পাতায় দেখুন

এবার নতুন সিদ্ধান্ত নিলো পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছেই। পেহেলগামে হামলার ঘটনার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সীমান্তে গোলাগুলি হচ্ছে। যুদ্ধের যে আশঙ্কা করা হচ্ছে তা দিনদিন বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে। যেকোনো সময় সামরিক সংঘাতে জড়াতে পারে দুই দেশ। এমন অবস্থায় নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বৃহস্পতিবার (১ মে) এক প্রতিবেদনে জানায়, হামলার আশঙ্কায় পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সব মাদরাসা ১০ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গরম ও তাপপ্রবাহের জন্য মাদরাসা ছুটির কথা বলা হলেও পাকিস্তান কাশ্মীরের ধর্মবিষয়ক দপ্তরের পরিচালক হাফিজ নাজির আহমেদ রয়টার্সকে জানান, হামলার আশঙ্কা থেকেই মূলত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে

২-এর পাতায় দেখুন

এনসিপির সমাবেশ

আওয়ামী লীগের বিচার ও সংস্কারের আগে এই দেশে কোনো নির্বাচন হবে না

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের বিচার ও সংস্কারের আগে এই দেশে কোনো নির্বাচন হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। রাজধানীর গুলিস্তানে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ফটকে চলমান সমাবেশে এই ঘোষণা দিয়েছেন দলটির নেতারা। শুক্রবার জুমার নামাজের পর থেকে বায়তুল মোকাররমের সামনে এই সমাবেশ চলছে। সমাবেশে এনসিপির ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানার নেতা-কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতারা এখন সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন। এনসিপির নেতারা বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে শুরু করে

২-এর পাতায় দেখুন

এখনও কাশ্মীরেই লুকিয়ে হামলাকারীরা, দাবি ভারতীয় গোয়েন্দাদের!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়ে ২৬ জনকে হত্যার ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত চারজন এখনও দক্ষিণ কাশ্মিরের জঙ্গলেই লুকিয়ে আছে বলে দাবি করেছে দেশটির জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সেনা ও পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালালেও এখন পর্যন্ত এ হামলাকারীদের ধরা যায়নি। এনআইএর দাবি, হামলাকারীরা সম্ভবত কয়েক দিনের খাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্র মজুত রেখেছেন। ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর নজর এড়িয়ে তারা এখনও লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হচ্ছে। একইসঙ্গে যোগাযোগের জন্য তারা এমন কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার করছে, যাতে সিম কার্ড নেই। এর ফলে তাদের গতিবিধি বা কথোপকথন ট্র্যাক করা সম্ভব হচ্ছে না। শুক্রবার (২ মে) আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে

২-এর পাতায় দেখুন

ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবনার অনৈক্যে পিছিয়ে যেতে পারে নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরে চলমান মতপার্থক্য, অবিশ্বাস এবং সংঘাতের আবহকে একটি কার্যকর সমঝোতার রূপ দিতে চলতি বছর ১২ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন'। নির্বাচন পদ্ধতি ও সংবিধান সংস্কার নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবনার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিছু বিষয়ে একমত হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এখনো মতভেদ রয়ে গেছে। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরস্পরের অবস্থানে স্পষ্ট ফারাক থাকায় সংশয় তৈরি হয়েছে কমিশনের কার্যকারিতা ও সম্ভাব্য নির্বাচনী রূপরেখা নিয়েও। আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ছয়টি খাতে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য

২-এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার পহেলা মে রাজধানীর পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান।

নিরাপদ স্থান ছাড়াই চার লাখ ২৩ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি আবারও বাস্তুচ্যুত: জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলি সামরিক অভিযান তীব্রতর হওয়ায় গাজায় মানবিক প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কোনো নিরাপদ স্থান ছাড়াই চার লাখ ২৩ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি আবারও বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির মানবিক বিষয়ক সমন্বয় অফিস সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজার অভ্যন্তরে চলাচলের কঠোর বিধিনিষেধ, সেই সঙ্গে (ইসরায়েলি) সামরিক তৎপরতা, সাহায্য কর্মীদের এবং তাদের প্রাঙ্গণগুলোর নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে এমন আক্রমণের কারণে মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, "সাম্প্রতিক হামলাগুলো আবাসিক ভবনগুলোতে আঘাত

২-এর পাতায় দেখুন

ফের সংঘাতে জড়ালেন ভারত-পাকিস্তানের সেনারা, ব্যাপক গোলাগুলি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। এরই মধ্যে কাশ্মীর সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলওসি) টানা অষ্টম বারের মতো গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার (১ মে) রাতে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। তবে, এতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে টানা আট রাত ধরে কাশ্মীর সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের সেনাদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটল। শুক্রবার (২ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ইন্ডিয়া টুডে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) বরাবর পাকিস্তান সেনাবাহিনী টানা অষ্টম রাতেও বিনা উসকানিতে গুলি চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তানের বিভিন্ন চৌকি থেকে ছোট অস্ত্র দিয়ে গুলি চালানো হয়। মূলত, জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুলা, পুঞ্চ, নওশেরা ও আখনুরে অবস্থিত ভারতীয় চেক পোস্টগুলো লক্ষ করে এ হামলা চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীও গুলির মাধ্যমে পাল্টা জবাব দিয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বা দেশটির সংবাদমাধ্যমে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত। এর আগে, বৃহস্পতিবারই চলমান উত্তেজনার মধ্যে ভারতের সঙ্গে সীমান্তবর্তী লাইন অব কন্ট্রোলের (এলওসি) কাছে পূর্ণমাত্রার সামরিক মহড়া চালিয়েছে পাকিস্তানের সেনারা। অত্যাধুনিক ট্যাংক, কামান, গোলা ও তাজা গুলি নিয়ে মহড়া দেয় তারা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সূত্র জানিয়েছে, শত্রুপক্ষের যেকোনো ধরনের হামলার কঠোর জবাব দেওয়ার জন্য সাজানো হয়েছে এই মহড়া। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ সেনারাও অংশ নেন এতে। অন্যদিকে, সীমান্তে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় এরই মধ্যে নিজের তিন বাহিনীকে অভিযানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর কাশ্মীরে এটিই সবচেয়ে বড় হামলা। পরোক্ষভাবে পাকিস্তান এ হামলায় জড়িত, এমন অভিযোগ তুলে বুধবার দেশটির সঙ্গে ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে ভারত। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় দেশটি। জবাবে সিমলা চুক্তি স্থগিত ও ভারতীয় বিমানের জন্য

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভুয়া তথ্য প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে: রিউমার স্ক্যানার

স্টাফ রিপোর্টার : গত বছর থেকে ভারতীয় গণমাধ্যম এবং ভারত থেকে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভুয়া তথ্য প্রচারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে রিউমার স্ক্যানার। বাংলাদেশে চলমান গুজব এবং ভুয়া খবর, অপতথ্য প্রতিরোধ এবং জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ায় দায়িত্বে নিয়োজিত রিউমার স্ক্যানারের অনুসন্ধানে এই তথ্য উঠে এসেছে। এই সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমার স্ক্যানার। এপ্রিল মাসে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ২৯৬টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে বাংলাদেশের

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যিক সংঘাত ক্ষতির শঙ্কায় অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কয়েক মাস ধরে চলা বাকযুদ্ধের পর প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও ভারত একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েন এখন সরাসরি প্রভাব ফেলছে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিশেষ করে পোশাক শিল্পে। বাংলাদেশ সরকার গত মাসে ভারত থেকে স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়, দেশীয় শিল্প রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে। এর আগে হঠাৎ করেই বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বন্ধ করে দেয় ভারত, যার আওতায় বাংলাদেশ ইউরোপ ও আমেরিকায় পণ্য পাঠাতে ভারতীয় বন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহার করত। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশটি ২০২৩ সালে ৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে, যার একটি বড় অংশ ভারতীয় পথ ব্যবহার করে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হত। এমজিএইচ গ্রুপের প্রধান আনিস আহমেদ বলেন, ভারতের পথ ব্যবহার করে মালামাল এক সপ্তাহে পৌঁছানো যেত, এখন সমুদ্রপথে তা আট সপ্তাহ পর্যন্ত সময় নিচ্ছে। এটি

২-এর পাতায় দেখুন

তিন বিভাগে বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের তিন বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল শুক্রবার এসব তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ অবস্থায় গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো অথবা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা

২-এর পাতায় দেখুন

অনুমতি ছাড়া হজ পালন না করার অনুরোধ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : হজ পারমিট (অনুমতি) ছাড়া হজ পালন না করার জন্য অনুরোধ করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনা, হজযাত্রীদের কল্যাণ এবং বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিবেচনায় দেশে ও সৌদিতে অবস্থানকারী বাংলাদেশিদের প্রতি ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এ অনুরোধ জানানো

২-এর পাতায় দেখুন

দুই বাংলাদেশিকে নিয়ে গেল বিএসএফ, প্রতিবাদে দুই ভারতীয়কে ধরে আনলো গ্রামবাসী

দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরলের ধর্মজৈন সীমান্ত থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদে দুই ভারতীয় নাগরিককে ধরে এনে আটকে রেখেছেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। শুক্রবার (২ মে) দুপুরে বিরল উপজেলার ধর্মজৈন সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটেছে। বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশিরা হলেনড়ওই এলাকার ইসরায়েল ইসলামের ছেলে এনামুল ইসলাম (৫০) ও এনামুল ইসলামের ছেলে মাসুম (১৫)। স্থানীয়রা জানান, বিরলের ধর্মপুর ইউনিয়নের ধর্মজৈন সীমান্তে ধান কাটছিলেন

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ ০৩ মে ২০২৫ ॥ ২০ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

বাজারে সবজির দাম চড়া মুরগির দামও বাড়তি

স্টাফ রিপোর্টার : বাজারে গ্রীষ্মকালীন সবজির সরবরাহ কম, যে কারণে বাড়ছে দাম। বাজারে এখন কম দামে সবজি পাওয়া যায় না। এখন প্রায় অধিকাংশ সবজি কিনতে কেজিপ্রতি গুনতে হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা ওপরে। ঈদের পর থেকে ভোক্তাকে স্বস্তি দেওয়া মুরগির বাজারও এ সপ্তাহে বাড়তি। শুক্রবার (২ মে) সকালে রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে ঘুরে দেখা গেছে। মানভেদে প্রতি কেজি করলা ৬০ থেকে ৭০ টাকা। বেগুন ৭০ থেকে ৮০ টাকা, বরবটি ৭০ টাকা, কহি ৬০ টাকা, লতি ৭০ টাকা, কাঁকরোল ১০০ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৫০ টাকা, ঝিঙে ৭০ টাকা ও টমেটো ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর প্রতি কেজি পেঁপে ৭০ টাকা, গাজর ৫০ টাকা, শসা ৫০ টাকা, পটোল ৬০ থেকে ৭০ টাকা ও সজনে ডাটা ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বাজারে প্রতি পিস চালকুমড়া ৪০ টাকা ও লাউয়ের জন্য গুনতে হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা। পেঁপের দাম প্রসঙ্গে রাজধানীর কারওয়ানবাজারের এক সবজি বিক্রেতা বলেন, প্রতিবছর এই সময়ে দাম বাড়ে পেঁপের। সপ্তাহ ব্যবধানে কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে পেঁপে বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। এবার বৃষ্টি কম হওয়ায় পেঁপের উৎপাদন কম হয়েছে। তাই সরবরাহ ঘাটতি দেখা দেওয়ায় দাম বেড়েছে। তবে সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যাবে। ক্রেতাদের দাবি, গরমকে পুঁজি

করে শাক-সবজিসহ অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। যাতে পকেট কাটছে ভোক্তার। রমিজ হোসেন নামে এক ক্রেতা বলেন, সব জিনিসের দাম বাড়তি। তবে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া, কিছু করার নেই। নতুন করে না বাড়লেও আগে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে কাঁচা মরিচ। খুচরা পর্যায়ে মানভেদে প্রতিকেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকায়। পাইকারি পর্যায়ে যা কেনাবেচা হচ্ছে ৭০ টাকায়। আর কেজিতে ৫০ টাকার বেশি বেড়ে প্রতি কেজি ধনেপাতা বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। বিক্রেতাদের দাবি, এবার মৌসুমের শুরু থেকে বৃষ্টিপাত কম হলেও গত মাসের শেষদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। এতে মরিচ ও ধনেপাতা পচে যাচ্ছে। ফলে দাম কিছুটা বেড়েছে। এদিকে ঈদের পর থেকে ভোক্তাকে স্বস্তি দেওয়া মুরগির বাজার চড়তে শুরু করেছে। সপ্তাহ ব্যবধানে দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে কিছুটা সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের এক মুরগি বিক্রেতা বলেন, বাজারে মুরগির সরবরাহ কম। মূলত খামারিরা কম মুরগি সরবরাহ করায় বাজারে কিছুটা সরবরাহ কমেছে। এতে দাম বেড়েছে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির। বাজার ঘুরে দেখা যায়, কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে প্রতিকেজি ব্রয়লার মুরগি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর কেজিতে ১০-৩০

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারতবাংলাদেশ বাণিজ্য বিধিনিষেধের মূল্য গুনছেন ব্যবসায়ীরা

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনার পতনের পর বিভিন্ন ইস্যুতে কূটনৈতিক পর্যায়ে বাগ্‌যুদ্ধের পর প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশ সম্প্রতি পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য বিধিনিষেধ আরোপ করছে। এতে উভয় দেশের ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত মাসে বাংলাদেশ স্থানীয় শিল্পকে সস্তা আমদানি থেকে রক্ষা করার জন্য ভারত থেকে আসা তুলা সুতার স্থলপথে আমদানি সীমিত করে দিয়েছে। ঢাকার এই পদক্ষেপের কয়েক দিন আগে ভারত 'জট'-এর কারণ দেখিয়ে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেওয়া জাহাজীকরণ (ট্রানশিপমেন্ট) সুবিধা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়। ব্যাপক বিক্ষোভের পর গত আগস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। বর্তমানে তিনি ভারতে আশ্রিত। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর থেকে ঢাকা হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ, অর্থ পাচার এবং দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে আসছে। দিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে এই দাবির প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ভারত বারবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে সমালোচনা করছে। বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম শুক্রবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে 'জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশ: গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ'শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

অপতথ্য ছড়াতে আ.লীগ সহায়তা করছে ভারতীয় মিডিয়াকে: প্রেস সচিব

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিদেশি মিডিয়া ও আওয়ামী লীগ অপতথ্য ছড়িয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। মানুষ এখন ভিডিও দেখেন বেশি, নিউজ পড়েন কম। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের পান্ডারা একটি ভিডিও দিয়ে ছড়াচ্ছিল- এক ছেলেকে জবাই করছে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ল্যাটিন আমেরিকায় ড্রাগ নিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এগুলো মানুষতো বিশ্বাস করছে। প্রতিনিয়ত অপতথ্য, মিস ও ডিজ ইনফরমেশন আসছে। এর মাধ্যমে সমাজের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত লাগানো হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের জুলাই বিপ্লব স্মৃতি হলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন আয়োজিত 'জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশ: গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার আমলে সাংবাদিকদের ভূমিকা মূল্যায়ন করে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে জাতিসংঘের সহায়তা চাওয়া হবে বলে জানান শফিকুল আলম। তিনি বলেন, জাতিসংঘকে অনুরোধ করা হবে- বিশেষজ্ঞ একটি প্যানেল করে গত ১৫ বছরের তিন নির্বাচনসহ সব বড় বড় ঘটনায় কেমন সাংবাদিকতা হয়েছে, সাংবাদিকদের ভূমিকা কেমন ছিল, তা অনুসন্ধান করে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে। জাতিসংঘ জুলাই গণহত্যা নিয়ে একটি চমৎকার প্রতিবেদন দিয়েছে। সেখানে আওয়ামীলীগের নেতা, মন্ত্রী কে কোথায়, কোন ভূমিকা রেখেছে, সেগুলো উল্লেখ করা আছে। এরকম একটি প্রতিবেদন যেন গত ১৫ বছরের সাংবাদিকতা নিয়ে করা হয়, সে বিষয় জাতিসংঘ সহায়তার জন্য লিখব। দেখি তারা কী বলে। জুলাই আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে সাংবাদিকরা আন্দোলনকারীদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বারবার উঠে আসে আলোচনা সভায়। প্রেস সচিব বলেন, এ ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেস ক্লাবের উচিত

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশজুড়ে অভিযানে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১২৫৫ জন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে এক হাজার ২৫৫ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ৭৩৯ জন। গতকাল শুক্রবার পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স) ইনামুল হক সাগর গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি জানান, দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে এক হাজার ২৫৫ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৭৩৯ জন ও অন্যান্য অপরাধে গ্রেপ্তার আরও ৫১৬ জন। এ ছাড়া অভিযানকালে পিস্তল, দেশীয় তৈরি এলজিসহ নানা রকম অবৈধ জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়।

আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে : নাহিদ ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করে অতিদ্রুত তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটি রায় দিয়েছে যে তারা এ দেশে আর কখনো রাজনীতি করতে পারবে না। আমরা যখন বলি জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে তখন উপায় হচ্ছে একটি ভোটের মাধ্যমে, অন্যটি রাজপথে তাদের অবস্থান জানান দিয়ে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে, তা ৫ আগস্টে হয়েছে। শুক্রবার (২ মে) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এবি পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, একটি গণঅভ্যুত্থান দেশে হয়েছে, সেখানে এদেশের জনগণ মুজিববাদ ও আওয়ামী লীগকে অস্বীকার করেছে। জনরোষে পড়ে আওয়ামী লীগের নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এরপরে আওয়ামী লীগ এদেশে রাজনীতি করতে পারবে কি পারবে না এ আলোচনা আসতে পারে না। তারা রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি হারিয়েছে। এখন তার আইনি বন্দোবস্ত কী হবে, সেটাই বিষয়। এ বিষয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে পারি সে পথ আমাদের উত্তোরণ করতে হবে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করে অতিদ্রুত তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বিচারের মাধ্যমে আমরা তাদের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা পাবো। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সময় এবি পার্টি আমাদের সাহায্য করেছে। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলও সহযোগিতা করেছে। তিনি আরও বলেন, যে আলোচনা নিয়ে রাজনীতি সামনে এগোচ্ছে সংস্কার, নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের বিচার। এর কোনোটিই একে-অন্যের বিরোধী নয়। বরং এ তিনটির মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব। সংস্কার

৭-এর পাতায় দেখুন

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলের দাবি এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের

স্টাফ রিপোর্টার : নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধবিরোধী, সংবিধান পরিপন্থি, বৈষম্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান ও কমিশনটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। সংগঠনের আইন উপদেষ্টা কাউসার হোসাইনের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল কারীম আবরার, জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী সভাপতি প্রদীপ কুমার পাল, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যালবার্ট পি কস্টা, এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাদিম প্রমুখ। বক্তব্যে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার বলেন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে প্রকৃত নারী

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রতিশোধপরায়ণ না হতে খালেদা জিয়ার নির্দেশ: শিমুল বিশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাড. শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেছেন, জনগণ বেগম খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক মনে করে। তিনি অবিসংবাদিত নেত্রী। তিনি নেতাকর্মীদের প্রতিশোধপরায়ণ না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার (২ মে) সকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। শিমুল বিশ্বাস বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরবেন বেগম খালেদা জিয়া। তার সঙ্গে পরিবারের কয়েকজন সদস্য থাকবেন। তবে তারেক রহমান এ মুহূর্তে আসবেন না। কখন আসবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অনেক শ্রমিকদের প্রাণ গেছে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রধান কারিগর এই শ্রমিকরা। প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন তারা। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান শ্রমিক সমাবেশে যোগ দিয়ে নিজেকে শ্রমিক হিসেবে পরিচয় দেন মন্তব্য করে শিমুল বিশ্বাস বলেন, ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া শ্রমিক দলের সমাবেশে যোগ দিয়ে নিজেকে শ্রমিকের সহধর্মিণী হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন। গত দুই বছর শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন। আগামীতে মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ হবে আধুনিক ও সমৃদ্ধ। এ সময়

৭-এর পাতায় দেখুন

একজন হজযাত্রীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে গত তিন দিনে ১৩ হাজার ১৯১ জন (ব্যবস্থাপনা সদস্যসহ) মক্কা ও মদিনায় গেছেন। এর মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ৩ হাজার ৭৩৮ জন। আর বেসরকারিভাবে গেছেন ৯ হাজার ৪৫৩ জন। এছাড়া একজন হজযাত্রী মারা গেছেন। মারা যাওয়া হজযাত্রীর নাম খলিলুর রহমান। বাংলাদেশ হজ ব্যবস্থাপনা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সূত্র জানায়, গত ২৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে হজ ফ্লাইট। এ পর্যন্ত ৩২টি ফ্লাইটে ১৩ হাজার ১৯১ জন হজযাত্রী মক্কা ও মদিনায় পৌঁছেছেন। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সংখ্যা ১৪টি, সৌদি এয়ারলাইন্স পরিচালিত ফ্লাইট সংখ্যা ৯টি। এছাড়া ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স পরিচালিত ফ্লাইট সংখ্যা ৯টি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পরিবহন করেছে ৫ হাজার ৮১১ জন হজযাত্রী। ৩ হাজার ৫৭৪ জন হজযাত্রী পরিবহন করেছে সৌদি এয়ারলাইন্স। ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স পরিবহন করেছে ৩ হাজার ৮০৬ জন হজযাত্রী। এবার বাংলাদেশ থেকে হজে যাচ্ছেন ৮৭ হাজার ১০০ জন।

পরকীয়ার জেরে পুলিশ সদস্যকে হত্যা, গ্রেপ্তার ৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পরকীয়ার জেরে পুলিশ সদস্য স্বামী মো. হুমায়ুন কবিরকে (৪৪) হত্যার ঘটনায় স্ত্রীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন-নিহত পুলিশ সদস্যের স্ত্রী মোসা. সালমা বেগম (৩২), মোছা. মরিয়ম বেগম ওরফে মলি (৩৮), ফজলে রাব্বি ওরফে শুভ (২৩), পলি বেগম (৩৫), মো. কায়েচ হাওলাদার (৩৪) ও অপর একজন কিশোর। বুধবার রাতে ঢাকা ও বরিশালে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত সোমবার সকালে সংবাদ পেয়ে দয়াগঞ্জ বটতলা জজ মিয়ার বাড়ির ভাড়া বাসার গেটের কাছে থেকে পুলিশ সদস্য হুমায়ুন কবিরের লাশ উদ্ধার করে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মৃত পুলিশ সদস্যের ভাই খোকন হাওলাদার বাদী হয়ে গত ২৯ এপ্রিল যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ

৭-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় শ্রমিকের ন্যায্য রুপান্তর নিশ্চিত করার দাবিতে র‍্যালি ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীতে গাড়িচাপায় পোশাককর্মীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বনানীতে বাসাবাড়ির মালামাল নিতে গিয়ে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় মো. হানিফ (৪৪) নামে এক গার্মেন্টসকর্মী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন- মজিবুর ও তার ছেলে হাসান। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে বিমানবন্দরগামী হাইওয়ে সড়কে, মাছরাঙা টেলিভিশনের অফিসের বিপরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তারা তিনজনই বাসাবাড়ি বদলের কাজ করছিলেন। ঘটনার সময় একটি রিকশাভ্যানে মালামালসহ বিমানবন্দরমুখী কালশী রোডের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দ্রুতগতির একটি প্রাইভেটকার এসে ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন হানিফ। আহত দুজনকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (পঙ্গু

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাড়লেও কমছে শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাড়লেও কমছে শিক্ষার্থী। মূলত প্রতিষ্ঠান বাড়লেও সেগুলোয় শিক্ষক সংকট, উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশের অভাব এবং শিক্ষাজীবন শেষে চাকরিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হারিয়ে ফেলছে। ফলে কমছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। দেশের সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোয় ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে মোট ১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০টি আসন ছিলো। তার বিপরীতে ৬৮ হাজার ৭৮২ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, যা বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অর্থাৎ ইনস্টিটিউটগুলোয় প্রায় ৬০ শতাংশ আসনই ওই শিক্ষা বছরে ফাঁকা ছিল। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্টদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিগত ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে মোট ৮১ হাজার ৭৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ওই শিক্ষাবর্ষে ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ আসন ফাঁকা ছিল। তার পরের শিক্ষাবর্ষে ৭৭ হাজার ২৭২ শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও ৫৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ আসন ছিল শূন্য। তাছাড়া ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ছিল ৭৩ হাজার ২৭২ জন, ফাঁকা আসন ৫৮ দশমিক ৬২ শতাংশ; ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ৭১ হাজার ৫৫৩ শিক্ষার্থী, আর ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশ আসন ফাঁকা পড়ে ছিল। সূত্র জানায়, কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হলেও তার বিপরীতে বিগত সময়ে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের যথাযথ

সংযোগ স্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে ধরনের দক্ষ লোকবল প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং নতুন শিক্ষার্থীরাও ভর্তিতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তবে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সংযোগ স্থাপন করা গেলে, বিশেষত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়, তবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে। সূত্র আরো জানায়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) এক গবেষণার তথ্যানু-যায়ী ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ কর্মজীবী, ৪ শতাংশ উদ্যোক্তা, ৩৮

৭-এর পাতায় দেখুন

মিয়ানমারে পাচার হচ্ছিল ৬০০ বস্তা সার, হঠাৎ হাজির কোস্টগার্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি : মিয়ানমারের রাখাইনে সাগরপথে অবৈধভাবে পাচারকালে ট্রলার থেকে ৬০০ বস্তা ইউরিয়া সারসহ ১০ জনকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। শুক্রবার (২ মে) দুপুরে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এইচ এম এম হারুন- অর-রশীদ এ তথ্য জানান। আটক ১০ জন পাচারকারি কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। লে. কমান্ডার হারুন-অর-রশিদ বলেন, বৃহস্পতিবার (১ মে) কোস্টগার্ডের জাহাজ তাজউদ্দিন সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে ছেড়াদ্বীপ এলাকায় একটি ইঞ্জিনচালিত কাঠের বোট দেখতে পায়।

বঙ্গোপসাগরে ৫৮ দিনের মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় উক্ত এলাকায় বোট থাকা বেআইনি। ফলে কোস্টগার্ডের সদস্যরা বোটটিকে থামার সংকেত দেন। কিন্তু বোট সংকেত অমান্য করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে বোটটিকে আটক করা হয় এবং তল্লাশি করে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে পাচারকালে ৬০০ বস্তা ইউরিয়া সারসহ ১০ জনকে আটক করা হয়। কোস্টগার্ডের এ গণমাধ্যম কর্মকর্তা বলেন, শুক্রবার সকালে ট্রলারটি টেকনাফ স্থলবন্দর সংলগ্ন কোস্টগার্ডের জেটি ঘাটে নিয়ে আসা হয়। ট্রলারটি থেকে উদ্ধার করা সারগুলো টেকনাফ কাস্টমস কার্যালয়ে জমা রাখা হয়েছে। লে. কমান্ডার এইচ এম এম হারুন-অর-রশিদ জানান, আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে টেকনাফ থানায় মামলা করা হয়েছে।

বিকৃত যৌনাচার ও পর্নোগ্রাফি প্রচারের অভিযোগে ২ নারী কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে ফেমডম সেশনের নামে নির্যাতন ও পর্নোগ্রাফি প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই নারীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তারা হলেন শিখা আক্তার ছদ্মনাম ফারহানা মিলি (২৫) ও সুইটি আক্তার জারা ছদ্মনাম মিস্ট্রেস জেরি (২৫)। গত বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আব্দুল ওয়াহাবের আদালত। গতকাল শুক্রবার আদালতের পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগের সাধারণ নিবন্ধন শাখার উপ-পরিদর্শক জাকির হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার ওই দুই নারীকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক ইকবাল হোসেন কারাগারে রাখার আবেদন করেন। জামিনের পক্ষে শুনানি করেন

৭-এর পাতায় দেখুন

নাটোরে ১৮ বছরে না হওয়া কাজ ৬ মাসের মধ্যে করব : দুলু

নাটোর প্রতিনিধি : বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, অতীতে সারা দেশের মানুষ তাদের প্রকৃত চিকিৎসা সেবা পায়নি। আমাদের নেতা তারেক রহমান ৩১ দফা দিয়েছেন। এই ৩১ দফায় স্বাস্থ্য সেবার কথা বলেছেন। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমরা চাই, দেশে চিকিৎসার অভাবে

যাতে কেউ মৃত্যুবরণ না করে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এদেশের গরিব মানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা আমরা করব। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ধানের শীষকে জয়লাভ করাবেন, ইনশাল্লাহ। শুক্রবার (২ মে) দুপুরে নাটোর সদর উপজেলার হয়বতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে ডা. নাসির উদ্দিন তালুকদারের স্মরণে বিনামূল্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের শুভ উদ্বোধনে এসব কথা বলেন তিনি। রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, গত ১৮ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল, লুটপাট শোষণ করে গিয়েছে, দিনের ভোট রাতে করে এমপি পরিচয় দিয়েছে তারা নাটোরের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করেনি। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে নাটোরে ১৮ বছরের না হওয়া কাজ ৬ মাসের মধ্যে করব। দুলু বলেন, বাংলাদেশের মানুষের আস্থার দল বিএনপি। বিগত ১৮ বছর বিএনপির বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বিএনপি এখনো টিকে রয়েছে দেশের মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনে। এসময় উপস্থিত ছিলেন নাটোর কোর্টের পিপি

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি: ২২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ পরিচয়ে মাল্টি পয়েন্ট বিডি (নগদ ডিস্ট্রিবিউটর অফিস) প্রতিষ্ঠানে ভল্ট থেকে ৯৮ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় লুণ্ঠিত নগদ ২২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধারসহ চার আসামিকে গ্রেপ্তার এবং মূল রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) গাজীপুর জেলা। গতকাল শুক্রবার সকালে গাজীপুর পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার (এসপি) আবুল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মাল্টি পয়েন্ট বিডি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার আউটপাড়া এলাকার রিয়াজ টাওয়ারের ষষ্ঠ তলায় অফিস ভাড়া নিয়ে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। গ্রেপ্তাররা হলো- চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর (হাজী বাড়ি) গ্রামের হাসান ব্যাপারীর ছেলে আব্দুর রহমান

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতিসংঘ মহাসচিবকে এনে রোহিঙ্গা ফেরত পাঠানোর গল্প বলে আইওয়াশ করা হয়েছে: রাশেদ খাঁন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘের মহাসচিবকে এনে এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা ফেরত পাঠানোর মিথ্যা গল্প বলে জনগণের আইওয়াশ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন। পোস্টে তিনি বলেন, "যা বুঝতেছি জাতিসংঘের মহাসচিবকে এনে সরকার ওয়াদা করেছে, মানবিক করিডর দিবে এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দিবে।" তিনি বলেন, "জাতিসংঘের মহাসচিবকে এনে এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা ফেরত পাঠানোর মিথ্যা গল্প বলে জনগণের আইওয়াশ করা হলো। বরং উল্টো ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে, এক লাখ ১৩ হাজার রোহিঙ্গা ঢুকে পড়েছে! জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশে আসার অর্জন এতোটুকুই। এখন করিডর দেওয়ার নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে।" গণঅধিকার পরিষদের এই শীর্ষ নেতা আরো বলেন, "আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সঙ্গে আমাদেরও কমবেশি বৈঠক হয়। সুতরাং মোটামুটি কোথায় কী হচ্ছে, তা তো জানতে পারি। কিছুদিন আগে বিজনেস সামিট নামে সারা দেশে হৈচৈ তৈরি করা হলো। মনে হলো, বিদেশিরা বিনিয়োগ করার জন্য মুখিয়ে আছে! কিন্তু আসলেই কি তাই? আমার নিজের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমি বলতে পারি, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও নির্বাচিত সরকার আসার আগে কোনো বড় বিনিয়োগ আসবে না। ডক্টর

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

দুই বাংলাদেশিকে নিয়ে গেল

মাসুদ ও এনামুল নামের দুই কৃষক। দুপুর ১২টার দিকে ৩২০ মেইন পিলারের সাব পিলার ৯ ও ১০ এর মাঝামাঝি থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। এ ঘটনার প্রতিবাদে দুই ভারতীয় নাগরিককে ধরে এনে আটকে রেখেছেন স্থানীয় গ্রামবাসী। আটক দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন অবিনাশ টুডু ও ফিলিপ সরেন। তাদেরকে কারুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজিবি বা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুর ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাংলাদেশি দুই নাগরিককে ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে দুই ভারতীয় নাগরিককে ধরে নিয়ে আসে গ্রামবাসী। পরে সেখানে বিজিবি সদস্যরা আসলে তাদের কাছে ওই দুই ভারতীয় নাগরিককে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিরল থানার ওসি আব্দুস সবুর বলেন, এখনও পতাকা বৈঠক নিয়ে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে কোনো চিঠি আদান-প্রদান হয়নি।

অনুমতি ছাড়া হজ পালন না করার

হয়েছে। শুক্রবার (২ মে) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে চলতি হজ মৌসুমে ভিজিট ভিসায় মক্কা কিংবা সেদেশের পবিত্র স্থানসমূহে অবস্থান না করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হজ বিধিমালা অমান্যকারী ভিজিট ভিসাধারীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া, পরিবহন করা, সংরক্ষিত হজ এলাকায় প্রবেশে সহায়তা করা ও তাদের হোটেল কিংবা বাড়িতে আবাসনের ব্যবস্থা করা থেকে বিরত থাকতেও বাংলাদেশিদের অনুরোধ করা হয়েছে। এ বছর হজযাত্রীদের মক্কায় প্রবেশ সুগম করা, অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন বিধিমালা জারি করেছে সৌদি সরকার। এ বিধিমালা অনুসারে সেদেশের পবিত্র স্থানগুলোতে কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমতিপত্র, মক্কায় নিবন্ধিত বসবাসের প্রমাণপত্র (ইকামা) ও সরকারিভাবে ইস্যু করা হজ পারমিট থাকলেই কেবল মক্কায় প্রবেশ করা যাবে। আসন্ন হজ মৌসুমে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়ে সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হজ পারমিট ছাড়া কেউ হজ পালনের চেষ্টা করলেই তাকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা দিতে হবে। এ কাজে সহায়তা করলেও রয়েছে এক লাখ রিয়াল পর্যন্ত জরিমানার বিধান। শুধু জরিমানাই নয়, অপরাধ প্রমাণিত হলে এরূপ সহায়তাকারীর নিজস্ব যানবাহনও আদালতের রায় অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হবে। সৌদি সরকার আরও জানিয়েছে, যদি কোনো বিদেশি নাগরিক নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করে কিংবা বৈধ অনুমতি ছাড়াই হজ পালনের চেষ্টা করে, তাহলে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং পরবর্তী ১০ বছর তাকে সৌদি আরবে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। জিলকদ মাসের ১ তারিখ (২৯ এপ্রিল) থেকে জিলহজ মাসের ১৪ তারিখ (১০ জুন) পর্যন্ত এই বিধান কার্যকর থাকবে। এই সময়ের মধ্যে হজের অনুমতি ছাড়া পবিত্র মক্কা নগরী বা আশপাশের পবিত্র স্থানগুলোতে কেউ প্রবেশ কিংবা অবস্থান করতে পারবে না। বিশেষ করে যারা ভিজিট ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে প্রবেশ করেছেন, তাদের ওপর নজরদারি থাকবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় আইন-কানুনের কঠোর প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, হজের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি সরকার ঘোষিত আইন-কানুন ও বিধিনিষেধ অনুসরণ করা আবশ্যক। সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় জড়িত আছে। প্রায় ৩০ লাখ বাংলাদেশি সৌদিতে কর্মরত। এদেশ থেকেই আসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। দুদেশের বিদ্যমান সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে সুষ্ঠু ও সাবলীল হজ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি অনুমোদিত হজ পালন থেকে বিরত থাকতে বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে ধর্ম সচিব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক বলেন, হজ একটি দ্বিরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং টিমওয়ার্ক। সৌদি আরব এবং মুসলিম দেশসমূহের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালিত হয়। তবে হজ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সৌদি আরব মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুপরিকল্পিত কর্মসূচি, আইন-কানুনের যথাযথ প্রয়োগ ও অংশীজনের সহযোগিতা ছাড়া সুশৃঙ্খল হজ ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হজযাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সৌদি সরকারের প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিবিধান অনুসরণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি সরকারের সব পদক্ষেপকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাগত জানায়। হজের পবিত্রতা রক্ষা এবং সব হজযাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টিম স্পিরিট নিয়ে কাজ করার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এবং ২০২৫ সালে বাংলাদেশ একটি সফল হজ আয়োজন করতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সচিব।

তিন বিভাগে বৃষ্টির আভাস

আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে এবং রাতে প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো অথবা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ দিন সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে ও রাতে প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যিক সংঘাত

দ্রুত-ফ্যাশন রপ্তানিতে বড় প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার সাম্প্রতিক চীন সফরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'চীনা অর্থনীতির সম্ভাব্য সম্প্রসারণ' হিসেবে উল্লেখ করায় ভারত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। দিল্লি মনে করছে, এই মন্তব্য তাদের কৌশলগত দুর্বলতাকে সামনে এনেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ইউনূসের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক সংযোগ উন্নয়ন, তবে সেটি রাজনৈতিক উত্তেজনার শিকার হয়েছে। তিস্তা নদী প্রকল্পে চীনের ১০০ কোটি ডলারের সম্ভাব্য বিনিয়োগ এই উত্তেজনায় ঘি ঢেলেছে। বাণিজ্যিকভাবে উভয় দেশই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ভারত ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ১৬০ কোটি ডলারের সুতা রপ্তানি করেছে, যার এক-তৃতীয়াংশ গেছে স্থলপথে। বর্তমানে নিষেধাজ্ঞায় উভয় দেশই ক্ষতির মুখে। বাংলাদেশের বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভারত যেভাবে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের পথ ব্যবহার করে সময় ও খরচ বাঁচায়, বাংলাদেশও তার দেওয়া ট্রান্সশিপ সুবিধাগুলো পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। এদিকে, দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট আরও উত্তপ্ত। গত আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও অর্থপাচারের অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার তাকে প্রত্যর্পণের দাবি জানালেও দিল্লি এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শ্যাম শরণ বলেন, বাংলাদেশিদের বোঝা উচিত যে আমরা হাসিনাকে সহজে তুলে দিতে পারি না। আমরা জানি, তাকে ফিরিয়ে দিলে তার কী পরিণতি হবে। আমি মনে করি, ভারতীয় জনমতও সেটি সমর্থন করবে না। অন্যদিকে, ভারত ভিসা জটিলতা বাড়ানোয় বাংলাদেশিদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। আগে বছরে ২০ লাখের মতো বাংলাদেশি ভারত সফর করতেন, বর্তমানে ভিসা ইস্যুর হার ৮০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। আবার, ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টাও ভারতের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিবের সাম্প্রতিক ঢাকা সফর ছিল ১৫ বছরের মধ্যে প্রথম উচ্চপর্যায়ের সফর। যদিও কাশ্মীর হামলার জেরে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রীর সফর স্থগিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন, দুই দেশ যদি সংযম না দেখায়, তবে কেবল রাজনৈতিকভাবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও দুই দেশই বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। জনসাধারণের মধ্যকার সুসম্পর্কও ক্ষয়ে যেতে পারে।

ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশকে

ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার। রিউমার স্ক্যানার জানায়, প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গত মাসে ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। সংখ্যার হিসেবে যা ২৭৬টি। এছাড়া ইউটিউবে ৫৪টি, ইনস্টাগ্রামে ৪৮টি, এক্সে ৪৪টি, টিকটকে ২৪টি, থ্রেডসে ১৩টি ভুল তথ্যের প্রচারের প্রমাণ মিলেছে। ভুল তথ্য প্রচারের তালিকা থেকে বাদ যায়নি দেশের গণমাধ্যমও। ১৫টি ঘটনায় দেশের একাধিক গণমাধ্যমে ভুল তথ্য প্রচার হতে দেখেছে রিউমার স্ক্যানার। রিউমার স্ক্যানার টিমের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এপ্রিল মাসে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে জড়িয়ে ১২টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। ভুল তথ্যগুলোর ধরন বুঝতে এগুলোকে রিউমার স্ক্যানার দু'টি আলাদা ভাগে ভাগ করেছে। সরকারের পক্ষে যায় এমন ভুল তথ্যের প্রচারকে ইতিবাচক এবং বিপক্ষে যায় এমন অপতথ্যের প্রচারকে নেতিবাচক হিসেবে ধরে নিয়ে রিউমার স্ক্যানার দেখতে পেয়েছে যে, এসব অপতথ্যের প্রায় ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই সরকারকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রিউমার স্ক্যানার জানায়, এপ্রিলে ২৯টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়েও, যা চলতি বছরের মাসগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এরমধ্যে প্রায় ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই তাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারের উপদেষ্টা, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে ভুল তথ্য-অপতথ্য শনাক্ত করেছে ফ্যাক্ট চেক অনুসন্ধান টিম। বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, জামায়াত আমীর ডা.শফিকুর রহমান, এনসিপি'র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতাদের নিয়ে ভুল তথ্য অপতথ্যের প্রচার শনাক্ত করেছে রিউমার স্ক্যানার। ভুল তথ্য থেকে রেহাই পায়নি রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোও। এপ্রিলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে জড়িয়ে ছয়টিসহ এই বাহিনীকে জড়িয়ে ১৬টি ভুল তথ্য প্রচার শনাক্ত করেছে রিউমার স্ক্যানার। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের বিষয়ে ছড়ানো ৯টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে রিউমার স্ক্যানার। গত মাসে গণমাধ্যমের নাম, লোগো, শিরোনাম এবং নকল ও ভুয়া ফটোকার্ড ব্যবহার করে ৫৮টি ঘটনায় দেশি ও বিদেশি ২৫টি সংবাদমাধ্যমকে জড়িয়ে ৬২টি ভুল তথ্য প্রচার করেছে বলে জানিয়েছে রিউমার স্ক্যানার।

ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবনার

কমিশন। এ পর্যন্ত কমিশন ৩৪টি রাজনৈতিক দলের কাছে ১৬৬টি সুপারিশের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ৭০টি সুপারিশ এসেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে, ২৭টি নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, ২৩টি বিচার বিভাগ সংক্রান্ত, ২৬টি জনপ্রশাসন বিষয়ে এবং ২০টি সুপারিশ দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত। কমিশন এখন পর্যন্ত ১৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছে। আলোচনার পর সব দলেরই একটি যৌথ 'জুলাই সনদ' এ সই করার কথা রয়েছে, যার ওপর নির্ভর করবে পরবর্তী নির্বাচন। জাতীয় সনদ তৈরি করতে সবার মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। এই সনদের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের স্থায়ী প্রক্রিয়া চালু হবে। যার মাধ্যমে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। এ বিষয়ে কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ ২৮ এপ্রিল (সোমবার) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে গণ অধিকার পরিষদের বৈঠকে বলেন, 'গত ৫৩ বছরে মানুষের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক আশা জন্মেছে, এখন সময় এসেছে সেই আশা বাস্তবে পরিণত করার। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করতে পারবো। 'রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কার ইস্যুতে থাকা মতভেদ দূর করা বা ন্যূনতম একটি সমঝোতায় পৌছানো কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। তবে সমঝোতায় পৌছাতে না পারলে নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত হতে পারে, যা গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। পৃথিবীর বহু দেশে এই নজির আছে। জাতীয় স্বার্থে সবাই মৌলিক বিষয়গুলোতে একমত হলে দেশের কল্যাণ হবে। 'সব দল সব বিষয়ে একমত না হওয়াটাই স্বাভাবিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই নিজস্ব মতাদর্শ থাকবে। একটি দলের সঙ্গে অন্য দলের মত মিলবে না, এটাও স্বাভাবিক। তবে যতটা একমত হওয়া যায়, ততটাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুদৃঢ় করে তুলবে। 'সব বিষয়ে সবাইকে একমত হতে হবে না, এমনটা মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও। ২৭ এপ্রিল (রবিবার) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে তো আমরা বাকশাল করতে যাচ্ছি না। সবাইকে যে একমত হতে হবে- এটা যারা চিন্তা করে, এটা বাকশালী চিন্তা, যেটা শেখ হাসিনার পিতা করেছিলেন। কারণ বিভিন্ন দলের বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন চিন্তা থাকবে, ভিন্নমত থাকবে। যেখানে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোর বাইরে সংস্কার করার সুযোগ নেই। এর বাইরে যেটা করতে যাবে, সেটা আপনার ডেমোক্র্যাটিক প্রসেসের মাধ্যমে আসতে হবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে হবে, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসতে হবে। 'কেউ মনে করছেন, প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে ফের স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসার আশঙ্কা থাকবে। অন্যদিকে কেউ কেউ সতর্ক করছেন, সংস্কার ইস্যুতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হলে নির্বাচনই অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। সমঝোতার ক্ষেত্রে আলোচনার বিকল্প নেই জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ১৯ এপ্রিল (শনিবার) সাংবাদিকদের বলেন, 'শুধু ঐকমত্য কমিশন নয়, দলীয় উদ্যোগে আলোচনার পথটি খোলা রাখতে চাই। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরাসরি বসবো। নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করবো। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসতে পারলে সেটি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হবে।' 'বিচার বিভাগ সংস্কারের প্রস্তাবিত ২৩টি সুপারিশের মধ্যে ২০টি সঙ্গে দেশের অন্যতম বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপি একমত। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশ্লিষ্ট ২০টি সুপারিশের মধ্যে ১৯টির বিষয়ে দলটির একমত বা আংশিক একমত হয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কারের ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বিষয়ে তারা সমত হয়েছে, বাকি সুপারিশগুলোর ব্যাপারে তাদের মন্তব্য আছে। অন্যদিকে, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে ১১৩টির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। যেসব বিষয়ে ভিন্নমত গণ পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাবে একমত নয় বিএনপি। তারা এর বিরোধিতা করেছে স্পষ্টভাবে। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী চায় সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে ভোট আয়োজন হোক। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দাবি, সংবিধান পুনর্লিখনের লক্ষ্যে একটি গণ পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করেছে, একই ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। অন্যদিকে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি বলছে, কেউ একটানা দুবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, তবে বিরতি দিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী মত, এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুবার এবং ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারা দেখতে চায় না। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) চাইছে, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুটি মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন এবং প্রধানমন্ত্রী আর পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের মেয়াদ হতে হবে চার বছর। জামায়াতে ইসলামী সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং জাতীয় সরকার নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আগ্রহী হলেও, বিএনপি এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্র দলগুলো এই প্রস্তাবের বিপক্ষে। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামীর এই দাবির সাথে একমত হয়েছে এনসিপি এবং চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ আরও কিছু ইসলামী রাজনৈতিক দলের। ২৬ এপ্রিল (শনিবার) কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচনের পক্ষে জামায়াতের অবস্থান তুলে ধরে সাংবাদিকদের বলেন, 'বিশ্বের অন্তত ৬০টি দেশে এই পদ্ধতি সফলভাবে চলমান। কাজেই আমরা মনে করি, যে দল যতগুলো ভোট পাবে, তার ভিত্তিতে সংসদে তারা প্রতিনিধিত্ব করবে। 'প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য যতদিন সময় প্রয়োজন হবে, সে সময় জামায়াত সরকারকে দেবে বলে জানানো হয়েছে দলটির পক্ষ থেকে। একই মত এনসিপিরও। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির মতের মিল পাওয়া গেলেও, বিএনপির সঙ্গে মতের অমিল ঐকমত্য কমিশনের এই প্রস্তাব দুটি একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে ১৯ এপ্রিল (শনিবার), জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'আইনসভার ক্ষেত্রে আমরা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে সমর্থন করছি। উচ্চ কক্ষ হতে হবে ভোটের আনুপাতিক, আসনের আনুপাতিক নয় এবং নির্বাচনের আগেই উচ্চকক্ষ প্রার্থী ঘোষণা দিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে। 'সংবিধান সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতার অবসানের প্রস্তাব করেছে। তাদের ধারণা, বর্তমান ব্যবস্থায় সবকিছুই প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান নির্বাচন করেন, যার ফলে রাষ্ট্রপতির কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকে না। এই প্রস্তাবে সায় দেয়নি বিএনপি। জাতীয় সাংবিধানিক ও নির্বাচনী সংস্কারের প্রস্তাব এনে কোনো বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে একমত হয়নি বিএনপি। তবে জুলাই বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নেওয়া ছাত্রদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কমিশনের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে, গণতন্ত্র মঞ্চ ও ১২ দলীয় জোট বিএনপি'র প্রস্তাবের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছে। বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির সঙ্গেও এই দলগুলোর সায় ছিল। সরকার ও দলের প্রধান একই ব্যক্তি হাতে না রাখার প্রস্তাবেও ভিন্নমত পোষণ করেছে বিএনপি। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র রাজনীতি অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এখানে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই কোনো একটি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই ধরনের রাজনীতি শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমেও দল পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই পরিবারতন্ত্রের বাইরে যদি দলের নেতৃত্ব চলে যায়, তবে সেই দলগুলো বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতীতে যারা এসব দল থেকে বের হয়ে পৃথক দল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবে ১৯৭১ এবং ২০২৪ সালকে সমানভাবে মূল্যায়ন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিএনপি এতে সমর্থন জানায়নি। রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন নিয়েও তাদের দ্বিমত রয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ কমিশনের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, 'একাত্তর স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে সমমর্যাদায় কোনো কিছু আসতে পারে না। এ দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাই আলাদা। ২০২৪-কে তার সঙ্গে একই কাতারে টেনে আনা ঠিক নয়। ফলে সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেভাবে পরিবর্তন আনার কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামীর মত- সংবিধানের মূলনীতিতে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান-আস্থা' পুনরুত্থাপন করা। তারা সংবিধানে সাম্য, গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের নীতিগুলো বজায় রাখার পক্ষে। আর বিএনপি পঞ্চদশ সংশোধনীর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার পক্ষেই রয়েছে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে এনসিপির কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই। কমিশন প্রস্তাব করেছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কেউ অভিযুক্ত হলে তাকে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হোক। এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়নি বিএনপি। তাদের মতে, কাউকে অভিযুক্ত করলেই তাকে দোষী বলা যায় না, আর শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে অযোগ্য ঘোষণা করা যুক্তিসংগত নয় বলেও দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিএনপি বলছে, শুধুমাত্র আদালতের রায় প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হলে তবেই তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। দেশে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ- এই তিনটি বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' (এনসিসি) গঠন করারও প্রস্তাব করেছে কমিশন। তবে, এই প্রস্তাবও বিএনপি গ্রহণ করেনি। সংবিধান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও দুর্নীতি দমন কমিশনের বিষয়ে কিছু দ্বিমত জামায়াতেরও রয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে নিয়োগের প্রস্তাব করেছে, বিএনপি কিছুটা পরিবর্তন চায়। ২২ এপ্রিল (মঙ্গলবার) কমিশনের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, বিচারব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়ার যে সুপারিশ করেছে, বিএনপি তাতে দ্বিমত পোষণ করেছে। বিতর্কিত নিয়োগ যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে আপিল বিভাগের দুই থেকে তিনজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি। বিএনপির একমত না হওয়া আরো প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর করা। সংবিধান সংশোধনে দুই কক্ষের অনুমোদনের পর গণভোট করা। জরুরি অবস্থা জারির প্রস্তাবিত বিধান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি। মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে আলাদা অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা। নিম্নকক্ষে তরুণদের জন্য ১০ শতাংশ আসনে মনোনয়ন দেওয়া এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম বয়স ২১ বছর করা। অন্যদিকে, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে সংবিধান সংস্কার কমিশনের বেশিরভাগ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। কিছু নতুন প্রস্তাবও উপস্থাপন করেছে তারা। তাদের মূল প্রস্তাবগুলো হলো- একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুটি মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন এবং প্রধানমন্ত্রী আর পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের মেয়াদ হবে চার বছর। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের মাধ্যমে এবং উচ্চকক্ষের পরামর্শে সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট এবং উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতিক হারে। এছাড়াও এনসিপির অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে আছে- ১০০টি আসনে সরাসরি ভোটে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিতে, যেখানে নিম্নকক্ষ, উচ্চকক্ষ, জেলা সমন্বয় কাউন্সিল এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করবেন। '৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতি এবং পরবর্তী সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত দলীয় মূলনীতিগুলোকে সংবিধান থেকে বাদ দেওয়া হবে। এনসিপির প্রস্তাবনাগুলো মধ্যে আরও আছে- বাংলাদেশের অধিবাসী প্রতিটি জাতি ও নৃ-গোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। প্রার্থীদের ন্যূনতম বয়স ২৩ এবং ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়স ১৬ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী এবং দলের প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবেন না। সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা এবং সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করতে হবে।যেসব বিষয়ে একমত সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা নিয়ে একমত বিএনপি। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় তারা নির্বাচিত হবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলমান আছে। পাশাপাশি, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীরা দলীয় প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এই প্রস্তাবে বিএনপি সমর্থন জানিয়েছে। সংবিধানে বহুত্ববাদ নিয়ে সংশোধনীতেও কমিশনের সঙ্গে একমত বিএনপি। এছাড়াও বিএনপি একমত হয়েছে, বিদ্যমান সংবিধানের ৭ (ক) ও ৭ (খ) ধারা বিলুপ্ত করা, সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা, উভয় কক্ষে ডেপুটি স্পিকারের একটি পদ বিরোধী দল থেকে দেওয়া, রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া, 'অধস্তন আদালত' শব্দের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা, অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য সংখ্যা ১৪ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়গুলোতে। তবে এনসিপি সব সংসদীয় কমিটির সভাপতির পদ বিরোধী দলকে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে, আর বিএনপি কিছু কমিটির পদ বিরোধী দলকে দেওয়া যেতে পারে বলে জানিয়েছে। ভিন্নমত থাকাটা রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ, বিশেষ করে যখন সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মতো মৌলিক বিষয়ে আলোচনা চলে। তবে বিএনপি, এনসিপি এবং জামায়াতসহ অন্যান্য দলের মতামত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, মতানৈক্য থাকলেও তা অপরিবর্তনীয় নয়। যথাযথ রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এবং পরস্পরের প্রস্তাবগুলো খোলামনে বিশ্লেষণ করলে ভিন্নমতের অবসান ঘটিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব। ঐকমত্য কমিশনের উদ্দেশ্যই এমন একটি সহনশীল ও আলোচনাভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যা এই মুহূর্তে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। সব দল মৌলিক সংস্কারের বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে না পৌঁছালে যেমন নির্বাচন পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনই থেকে যায় ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার আশঙ্কাও।

ফের সংঘাতে জড়ালেন ভারত

নিজেদের আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। স্থগিত করে দেওয়া হয় ভারতের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্যও। এ ছাড়া সিন্ধু নদের পানি ইস্যুতে কড়া বার্তা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা দেন, যেকোনো মূল্যে নিজের পানির অধিকার রক্ষা করবে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি স্থগিতের জেরে ভারতকে হুমকি দেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা ও দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোও। তিনি বলেন, সিন্ধু দিয়ে হয় পানি বইবে, না হয় ভারতীয়দের রক্ত বইবে। পাকিস্তান প্রয়োজনে পারমাণবিক হামলার জন্যও প্রস্তুত আছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ ও রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফ আব্বাসি। অন্যদিকে পেহেলগাম হামলায় জড়িত ও মদতদাতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, আমরা প্রতিটি সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের খুঁজে বের করব এবং এমন শাস্তি দেব, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। সময় এসেছে সন্ত্রাসের আশ্রয়স্থল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার। ১৪০ কোটি মানুষের দৃঢ় সংকল্প সন্ত্রাসের মদতদাতাদের চূর্ণ করে দেবে।

নিরাপদ স্থান ছাড়াই চার লাখ ২৩

করেছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে রাফাহ এবং পূর্ব গাজা শহরে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়কেন্দ্র তীব্রতর হয়েছে।""মঙ্গলবার পর্যন্ত আমাদের মানবিক অংশীদারদের অনুমান যে গাজায় যাওয়ার মতো কোনো নিরাপদ স্থান ছাড়াই আবারও চার লাখ ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।" বলেন ডুজারিক। তিনি আরও যোগ করেছেন যে বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে মানবিক কনভয়ের ওপর আক্রমণ এবং লুটপাট বাড়ছে। তিনি বলেন, "এদিকে আমাদের সহকর্মীরা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়োজন এমন এলাকায় অবস্থিত অবশিষ্ট জ্বালানি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের নয়টি প্রচেষ্টার মধ্যে আটটি (ইসরায়েলি) কর্তৃপক্ষ এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"ডুজারিক গাজায় শিশুদের ভয়াবহ ক্ষতির ওপর জোর দিয়ে বলেন, "শিশু সুরক্ষা সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করা আমাদের অংশীদাররা সতর্ক করে বলেন যে গাজার জনসংখ্যার অর্ধেক শিশুরা ক্রমবর্ধমান মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে। তারা সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা অবহেলার সম্মুখীন হচ্ছে।"অধিকৃত পশ্চিম তীর সম্পর্কে তিনি বলেন, "পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি অভিযান শুরু হওয়ার পর ১০০ দিন পূর্ণ হলো, যা মৃত্যু, আহত, ধ্বংস এবং বাস্তুচ্যুতির ঢেউ সৃষ্টি করছে।"তিনি বলেন, "প্রায় ৪০ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত রয়েছেন এবং বাড়ি ফিরতে পারছেন না। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের একাধিক প্রতিবেদন সত্ত্বেও ইসরায়েল ২ মার্চ থেকে গাজার ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে, প্রয়োজনীয় সরবরাহ ছিটমহলে প্রবেশে বাধা দিয়েছে। ১৮ মার্চ ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় নতুন করে আক্রমণ শুরু করে, ১৯ জানুয়ারি ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাসের সাথে করা যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী বিনিময় চুক্তি ভেঙে দেয়। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংস হামলায় ৫২ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। সূত্র আনাদোলু এজেন্সি।

এখনও কাশ্মীরেই লুকিয়ে

এই তথ্য জানানো হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, হামলার আগে সন্ত্রাসীরা অন্তত তিনটি স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করেছিলেন। পর্যটকদের ওপর হামলার আগে তারা চারটি এলাকায় পর্যবেক্ষণ চালায়। এই এলাকাগুলো হলো বৈসরন, আরু উপত্যকা, বেতাব উপত্যকা এবং একটি স্থানীয় বিনোদন পার্ক।

গোয়েন্দাদের ধারণা, তুলনামূলকভাবে কম নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত বৈসরনকে তাদের হামলার স্থান হিসেবে বেছে নেন। আটক হওয়া হামলাকারীর সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদে এ তথ্য জানতে পেরেছে এনআইএ। হামলার দুইদিন আগে থেকেই বৈসরন এলাকায় অবস্থান করছিলেন তারা। পেহেলগাম হামলার তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম বড় ধরনের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে এনআইএ। এই অভিযানের নেতৃত্বে আছেন সংস্থার প্রধান সদানন্দ দাটে। বস্তুত, পহেলগাম হামলার পর একাধিক প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে এত বড় হামলা সম্ভব; মূলত সেটাই খতিয়ে দেখছে এনআইএ। এদিকে বৃহস্পতিবার (১ মে) দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, পেহেলগামে যারা ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে, তাদের কাউকে রেহাই দেয়া হবে না। আমরা প্রত্যেক অপরাধীকে খুঁজে বের করব। তিনি বলেন, এটা নরেন্দ্র মোদি সরকার; এই দেশের প্রতিটি ইঞ্চি থেকে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎপাটন করা আমাদের সংকল্প এবং তা সম্পন্ন করা হবে। সন্ত্রাসীদের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় আসন্ন।

আওয়ামী লীগের বিচার ও সংস্কারের

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টালবাহানা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হবে, এই সিদ্ধান্ত জনগণ গত বছরের ৫ আগস্টই দিয়েছে। এরপরও কেউ আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে জুলাই যোদ্ধারা তাদের প্রতিহত করবে। সমাবেশে বক্তব্যে এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক তারিকুল ইসলাম বলেছেন, 'গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমরা টালবাহানা দেখতে পাচ্ছি, এটা লজ্জাজনক। আমাদের হাইকোর্ট দেখাবেন না। হাইকোর্ট দেখে জুলাই বিপ্লব হয়নি।' আওয়ামী লীগকে কেন নিষিদ্ধ করা হবে না, তা জুলাই প্রজন্ম জানতে চায়- উল্লেখ করে তারিকুল আরও বলেন, অবিলম্বে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা কোনো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখতে চান না। সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে অবশ্যই আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। আগে আওয়ামী লীগের বিচার ও সংস্কারের পর নির্বাচনে যেতে হবে। এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক তাজনূভা জাবীন বলেন, 'খুনি হাসিনাকে আমরা বিদায় করেছি। এই বিজয় আমাদের ধরে রাখতে হবে। আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগ আর কখনো রাজনীতি করতে পারবে না, ইনশা আল্লাহ।' দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফ উদ্দীন মাহাদী বলেন, 'খুনি হাসিনাকে বাংলাদেশে এনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে হবে। এ ছাড়া মৌলিক সংস্কার ছাড়া আবারও একটি নির্বাচনের দিকে যাওয়া হলে শহীদদের রক্তের সঙ্গে গাদ্দারি করা হবে।' আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক আতিক মুজাহিদ বলেছেন, 'আমাদেহ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আওয়ামী লীগ ও হাসিনার দোসররা হুমকি। এরা বাংলাদেশে থাকতে পারে না।' এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব হুমায়রা নূর বলেন, আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ১৫ বছর দেশের মানুষকে শোষণ করেছে। দেশের মানুষকে তারা ভোট দিতে দেয়নি। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য অবশ্যই দুর্নীতিপরায়ণ, খুনি-গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। দিল্লির 'প্রেসক্রিপশনে' বাংলাদেশ আর চলবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকার বলেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে ন্যূনতম টালবাহানা করবেন না। মৌলিক সংস্কারের আগে কোনো নির্বাচন নয়। দলের যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসীন রিয়াজ বলেন, 'আগামীর রাজনীতি হবে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশ থেকে ছুড়ে ফেলার রাজনীতি। যে সাংবাদিকেরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছে, তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার রাজনীতি।' এনসিপির সংগঠক রফিকুল ইসলাম আইনী বলেন, গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হতে হবে। এটাই হবে এই সরকারের অন্যতম সংস্কার। দলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলী নাছের খান বলেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি চলবে কি চলবে না, সেই সিদ্ধান্ত নেবেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা। এনসিপির সংগঠক মোস্তাক আহমেদ শিশির বলেন, এই দেশে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হবে, সেই সিদ্ধান্ত জনগণ ৫ আগস্টই দিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হলে জুলাই যোদ্ধারা তা প্রতিহত করবে। সংস্কারের আগে কোনো নির্বাচন হবে না। দলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাইফুল্লাহ হায়দার বলেন, বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। সংস্কারের আগে কোনো জাতীয় নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। কয়েকটি দল এনসিপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ করে দলটির কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ আতাউল্লাহ অবলেন, 'এনসিপির বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে, তারা শেষ হবে। এনসিপির একজন কর্মী জীবিত থাকতে বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতে পারবে না।' জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ খালেদ সাইফুল্লাহর বাবা কামরুল হাসানও সমাবেশে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'আমার ছেলের বুকে ৭০টা গুলি করা হয়েছিল। একটা মানুষকে মারতে কত গুলি করতে হয়? হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না, স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী হাসিনা ও তার দোসরদের কোনো স্থান হবে না।' পৌনে পাঁচটার দিকে সমাবেশে যোগ দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। মঞ্চে আছেন দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা। নেতাদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে 'এই মুহূর্তে দরকার, বিচার আর সংস্কার', 'চব্বিশের বাংলায়, আওয়ামী লীগের ঠাঁই নাই', 'আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না', 'ওয়ান টু থ্রি ফোর, আওয়ামী লীগ নো মোর', 'ব্যান করো ব্যান করো, আওয়ামী লীগ ব্যান করো' প্রভৃতি বলে স্লোগান দিচ্ছেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা।

এবার নতুন সিদ্ধান্ত

পাকিস্তানের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য করে যেকোনো সময় হামলা চালাতে পারে ভারতের সামরিক বাহিনী। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মাদরাসাগুলোকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে ভারত। আমরা শিশুদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে চাই না। জানা গেছে, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের দুই অঞ্চল আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিট-বাল্টিস্তানে মোট ৪৪৫টি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬ হাজারেরও বেশি। গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলার পর পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। আটারি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানিদের ফিরে যেতে বলা হয়েছে। সব ধরনের বাতিল হয়েছে ভিসা। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতও করেছে ভারত। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে একই ধরনের পদক্ষেপ দিয়েছে পাকিস্তানও। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতে ভারতের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান সিমলা চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের আকাশসীমা নিষিদ্ধ, সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ জানান, সিন্ধু পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিতের পদক্ষেপকে 'যুদ্ধের ঘোষণা' হিসেবে দেখছে পাকিস্তান। তিনি বলেছেন, যেকোনো মূল্যে নিজের পানির অধিকার রক্ষা করবে পাকিস্তান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের 'রক্ত ফুটছে'। হামলায় জড়িত প্রত্যেককে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। শুধু তাই নয়, সীমান্তে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় নিজের তিন বাহিনীকে অভিযানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন মোদি। বিশ্লেষক এবং কূটনীতিকরা বলছেন, পাকিস্তান যে কাশ্মীরা হামলা চালিয়েছে, তার জোরালো প্রমাণ এখনও দেখাতে পারেনি ভারত। এ অবস্থায় দিল্লি কোনো পদক্ষেপ নিলে বিশ্ব মঞ্চে তার ন্যায্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চমলান সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা যদি বাড়তে থাকে তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে।

মহান মে দিবস পালিত

সকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নরসিংদী এর আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঝালকাঠিতে জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহ মে দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি আয়োজন করে। গত বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা পুলিশ, জেলা বিএনপি, জেলা জামায়াতে ইসলামী, জেলা এনসিপি এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। শোভাযাত্রা শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, মজুরি, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কুষ্টিয়ার আয়োজনে কুষ্টিয়া ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে মে দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। পরে জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এছাড়াও জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক কর্মসূচি পালন করে। মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উপলক্ষে বগুড়ায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলা প্রশাসন, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বগুড়ার যৌথ উদ্যোগে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও জেলা শ্রমিক দল দলীয় কার্যালয়ের সামনে, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শহরের সাতমাথায়, জেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, গৃহ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, লেদ শ্রমিক ইউনিয়নসহ শতাধিক শ্রমিক সংগঠন পৃথক পৃথক শোভাযাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন করে। সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন এবং খুলনার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহিদ আসিফ চত্বর ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, পিরোজপুর, ঝিনাইদহ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, বাগেরহাট, রাঙ্গামাটি, টাঙ্গাইল, লালমনিরহাট, নীলফামারী, জয়পুরহাট, মানিকগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, মেহেরপুর. ভোলা, চাঁদপুর, ফেনি, জামালপুর, কুমিল্লাসহ সারাদেশে নানা আয়োজনে মহান মে দিবস পালিত হয়।

ফজলুর রহমানের মন্তব্য তার একান্ত

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, বাংলাদেশ সকল জাতির সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিলখানায় সংঘটিত বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে স্বাধীন তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আ. ল. ম. ফজলুর রহমান।

উত্তরায় হোটেল থেকে নারীসহ

কার্যকলাপ চলার অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ

টাকা হাতে নিয়ে সারা দেশের স্বৈরাচারের দোসররা পুনর্বাসিত হওয়ার অপেক্ষায়। স্থানীয় নির্বাচন পলাতক স্বৈরাচারের জন্য পুনর্বাসিত হওয়ার একটি সুবর্ন সুযোগ। যারা বলেছেন তারা হয়তো এই বিষয়টি বিবেচনা করেননি। আমি অনুরোধ করবো, বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য। তারেক রহমান বলেন, গণতন্ত্রকামী জনগণের স্বাধীনতার বার্তা উপেক্ষা করে পতিত স্বৈরাচার দীর্ঘ দেড় দশক স্বাধীন বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। ভবিষ্যতে আর কেউ যেন বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার দুঃসাহস না দেখায়, পরাজিত অপশক্তি ও তাদের দোসররা যাতে আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেটিই হোক বাংলাদেশের আজ এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক বন্দবস্ত।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় নিশ্চিত করা না গেলে শেষ পর্যন্ত কোনও সংস্কারই হয়তো টেকসই হবে না। এ কারণেই রাষ্ট্র ও রাজনীতির গুণগত সংস্কার এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, জাতীয় সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল নির্বাচনের দাবি জানাবে এটাই স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক রীতি। অথচ গত কিছুদিন ধরে সুকৌশলে দেশে এমন একটি আবহ তৈরির প্রচেষ্টা চলছে, যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানানোই যেন এক অপরাধ! জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অবজ্ঞাসূচক বক্তব্য-মন্তব্য কিন্তু পলাতক স্বৈরাচারকে আনন্দন্দ দেয়। অপরপক্ষে এটি গণতন্ত্রকামী জনগণের জন্য অপমানজনক। রাষ্ট্র-রাজনীতি মেরামতের জন্য সংস্কারের কর্মযজ্ঞ চলছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবকে এনে রোহিঙ্গা

মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রহণযোগ্যতার কারণে কমবেশি বিদেশি অনুদান আসবে, কিন্তু বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা কম।” রাশেদ খাঁন আরো বলেন, “ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশ্বব্যাপী সম্মান আছে। তিনি বাংলাদেশে যে কাউকে নিমন্ত্রণ করলে চলে আসবে। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তাকে সম্মান করা আর বিনিয়োগ করা এক জিনিস না। আর তিনি ব্যক্তি হিসেবে ভালো পারফরম্যান্স করলেও, তার পুরো টিমে যোগ্য লোকের বড্ড অভাব।” এ প্রসঙ্গে উদ্হরণ দিয়ে তিনি বলেন, “আমাদের একজন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আছেন, যিনি ব্যাংকিং সেক্টরে অভিজ্ঞ, কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে তার অনভিজ্ঞতার কারণে আজকে চিকিৎসা খাতের বেহাল দশা। শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতের কোনো উন্নতি ছাড়া, দেশের বিন্দুমাত্র উন্নয়ন হবে না। আবার কয়েকজন উপদেষ্টার রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ গঠনের সঙ্গে জড়িত থাকারও খবর শোনা যায়। তারা আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের বিষয়েও তৎপর নয়।”

গাজীপুরে ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি: ২২

রাজন (২৮), কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার কাহনিয়া গ্রামের ফারুকের ছেলে রবিউল ইসলাম (৩০), পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার ছোট চরশিবা গ্রামের হাসান মৃধার ছেলে উজ্জ্বল (৩৬) এবং মিরাজ (২৫)। আসামিরা গাজীপুরের বাসন থানা এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করতো। তাদের গত বৃহস্পতিবার গাজীপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাজীপুর পিবিআইয়ের উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ বিশ্বাস জানান, রোববার (১৪ এপ্রিল) বিকেল পৌনে ৬টায় অজ্ঞাত ৩-৪ জন ব্যক্তি মাল্টি পয়েন্ট বিডি অফিসে প্রবেশ করে নিজেদেরকে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ পরিচয় দেয়। ওই প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ক্যাসিনো (জুয়া) এবং অবৈধ লেনদেনের ব্যবসা চলে। এ সময় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকা অস্ত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে তারা অফিসের ভল্টে থাকা নগদ ৯৮ লাখ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। পরে প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মোহাম্মদ একরামুল হক বাদী হয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) বাসন থানায় মামলা দায়ের করেন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টায় রাজধানীর পল্টন থানার ফকিরাপুল (কাঁচাবাজার) এলাকা থেকে আসামি আব্দুর রহমান রাজনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। তার দেওয়া তথ্যে ঘটনায় জড়িত রবিউল ইসলাম, উজ্জ্বল এবং মিরাজকে বুধবার ভোলার দুলারহাট থানার শিকদারচর (কিল্লার মাঠ) এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে নগদ ২২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসামিরা স্বীকার করে দুই মাস আগে আসামি আব্দুর রহমানের সঙ্গে মহানগরীর চান্দনা ঈদগাহ মাঠে পরিচয় হয় আসামি রবিউলের। তখন আব্দুর রহমান তাকে জানায় তাদের অফিসে অনলাইনে ক্যাসিনো (জুয়া) এবং অবৈধ লেনদেনের ব্যবসা চলে। ১০-১৫ দিন পর রবিউল আব্দুর রহমানকে নিয়ে তার বন্ধু মিরাজের কাছে গিয়ে তাদের অফিসে অনলাইন ক্যাসিনোর ব্যবসার কথা জানায়। এর ৪-৫ দিন পর মিরাজ তার সহোদর ভাই উজ্জ্বলকে নিয়ে আব্দুর রহমানের কাছে আসে। উজ্জ্বল রাজধানীর মিন্টু রোডের গোয়েন্দা (ডিবি) অফিসে চাকরি করে জানালে মিরাজ এবং উজ্জ্বল পরিকল্পনা করে ডিবি পরিচয়ে তারা নগদ ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে ঢুকে কম্পিউটার তল্লাশি দিয়ে ক্যাসিনোর সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য সংগ্রহ করে অফিসের টাকাপয়সা হাতিয়ে নেবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪ এপ্রিল বিকেলে উজ্জ্বল, মিরাজসহ তাদের চার সহযোগী নগদ ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে ডিবি পরিচয়ে প্রবেশ করে অবৈধ ক্যাসিনোর সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা বলে অস্ত্রের মুখে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে অফিসের ভল্ট থেকে ৩টি ব্যাগে করে ৯৮ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের সঙ্গে আরও ৬ জন আসামিসহ মোট ১০ জন ছিল। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) গাজীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, এটি একটি ডাকাতির ঘটনা। আসামিরা নিজেদের গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ পরিচয়ে মাল্টি পয়েন্ট বিডি (নগদ ডিস্ট্রিবিউটর অফিস) প্রতিষ্ঠানে ঢুকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলোপাতাড়ি মারধর করে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৩টি ব্যাগে করে ৯৮ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত চার জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের কাছ থেকে ২২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে।

নাটোরে ১৮ বছরে না হওয়া কাজ

ও আইনজীবী সমিতির সভাপতি রুহুল আমিন তালুকদার টগর, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান শাহিন, সাইফুল ইসলাম আফতাব, কৃষক দলের সাবেক আহবায়ক মফিজুর রহমান, নাটোর সদর থানার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, গামা স্মৃতি সংঘের সদস্য রাফিউল ইসলাম, হয়বত পুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গর্ভনর বডির সভাপতি মাইনুল ইসলাম প্রমুখ।

বিকৃত যৌনাচার ও পর্নোগ্রাফি

আসামি পক্ষের আইনজীবী। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গত বৃহস্পতিবার বিকালে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার জি-ব্লকের একটি বাসা থেকে ওই দুই জনেক গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে বিকৃত যৌনাচারে ব্যবহৃত একটি চাবুক, পরিধেয় বিশেষ পোশাক, হাই হিল, বুট জুতা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। মামলার এজাহারে বাদী মো. আব্দুল্লাহ উল্লেখ করেন, বুধবার ফেসবুকে একটি অ্যাকাউন্টে দেখেন, পুরুষদের উলঙ্গ করে শারীরিক নির্যাতন ও বিকৃত যৌনাচারের ভিডিও প্রচার করা হয়। এই কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিরা টেলিগ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব ভিডিও ছড়িয়ে দেয়। জড়িত নারীরা নিজেদের ‘মিসট্রেস’ হিসেবে পরিচয় দেয় এবং মিস্ট্রেসদের ‘ফেমডম সেশন’ যেসব পুরুষরা নিয়ে থাকে তাদের ‘স্লেভ’ বলে। পুরুষরা টাকার বিনিময়ে ওই নারীদের কাছে নির্যাতিত হতে আগ্রহী হয়, যা ‘ফেমডম সেশন’ নামে পরিচিত। বাদী ফারজানা মিলি নামে একজনের সঙ্গে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ করেন এবং তাদের দেওয়া বিকাশ নম্বরে ৫০০ টাকা পাঠান। পরবর্তী সময়ে তাকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসায় যেতে বলা হয়। আব্দুল্লাহ ৩০ এপ্রিল সেখানে যান। গিয়ে দেখতে পান শিখা আক্তার ও সুইটি আক্তারসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজন একজন পুরুষকে বিবস্ত্র করে শারীরিক নির্যাতন করছে এবং মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করছে। এ ঘটনায় আব্দুল্লাহ ভাটারা থানায় মামলা করেন।

দেশে সরকারি-বেসরকারি

শতাংশ বেকার ও ৪ শতাংশ কাজে আগ্রহী নয়। তবে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের হার বেশি। গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৪৮ শতাংশ ডিপ্লোমাধারী কর্মক্ষেত্রে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৭২ ডিপে-ামাধারীর ওপর ওই গবেষণা করা হয়। ওই প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী কর্মজীবীদের ৬৫ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, ২৪ শতাংশ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে, ৬ শতাংশ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা এনজিওতে ও ৫ শতাংশ কাজ করছেন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ওই ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ৪৪ শতাংশের মাসিক আয় ১০-১৫ হাজার টাকার মধ্যে এবং ৪৩ শতাংশের আয় ১০ হাজার টাকার কম। মাত্র ১৩ শতাংশের মাসিক আয় ১৫ হাজারের ওপর। তাছাড়া বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) জরিপের তথ্যানুযায়ী ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর ডিগ্রি নিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭১ শতাংশ ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে বেতন পাচ্ছে। এদিকে কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে, দক্ষ শিক্ষকের অভাব কারিগরি শিক্ষায় একটি বড় সংকট। শিক্ষক সংকটের কারণে বিগত কয়েক বছর প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরাও আশানুরূপ শিক্ষার পরিবেশ পায়নি। যে কারণে কিছু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীও কমেছে। তবে এ সংকট দূর করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বিগত কয়েক মাসে অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনেকদিন ধরেই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। সম্প্রতি নতুন করে আন্দোলনে নামা শিক্ষার্থীরা আরো বেশকিছু দাবি সামনে এনেছে। তার মধ্যে রয়েছে জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের ৩০ শতাংশ পদোন্নতি কোটা বাতিল, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতির রায় বাতিল, ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদবি পরিবর্তন, মামলার সঙ্গে সংশি-ষ্ট ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুত, ২০২১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের নিয়োগ বাতিল এবং সেই বিতর্কিত নিয়োগবিধি অবিলম্বে সংশোধন করা। সার্বিক বিষয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিন জানান, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো চাকরি পাচ্ছে না এটি সঠিক নয়। এখানে একটি বড় সমস্যা প্রচারণার অভাব এবং কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা। প্রচারণা বাড়ানোর জন্য এখন বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়অ হচ্ছে। তাছাড়া কিছু ভুঁইফোড় বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও রয়েছে। দেখা যায় ওসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় না। বোর্ডের পক্ষ থেকে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধাহীন এসব ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রাজধানীতে গাড়িচাপায় পোশাককর্মীর

হাসপাতাল) পাঠানো হয়। বনানী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. কামাল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহত হানিফ পেশায় গার্মেন্টস শ্রমিক হলেও গার্মেন্টস বন্ধ থাকায় সেদিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে মালামাল টানার কাজে গিয়েছিলেন। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনরা লাশ গ্রহণ করেন। নিহত হানিফ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পূর্ব মজমপুর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে। তিনি মিরপুরের পল্লবী এলাকার কালশী রোডে স্ত্রী ও এক মেয়েকে নিয়ে বসবাস করতেন। আহত মজিবুর ও হাসান একই এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশের এসআই কামাল জানান, ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় একটি প্রাইভেটকার। পরে ছিটকে পড়া হানিফকে আরেকটি দ্রুতগতির ট্রাক চাপা দেয়। ঘটনার পর থেকেই ঘটনার আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে প্রাইভেটকারটি শনাক্তের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। **সায়েন্সল্যাবে নারীর লাশ উদ্ধার:** রাজধানীর নিউমার্কেট থানার সায়েন্সল্যাব এলাকায় বাসার বাথরুম থেকে নিলুফা ইয়ামিন নিরু (৪৬) নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিরু নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এনায়েতনগর এলাকার বাসিন্দা। তিনি মৃত মনিরুজ্জামান বাবুলের স্ত্রী এবং দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জননী। তার ছোট ভাই মো. সুমন আলী জানান, নিরু গত বৃহস্পতিবার স্বামীর বাড়ি নারায়ণগঞ্জ থেকে বাবার বাসায় বেড়াতে আসেন। সকালে বাথরুমে ঢোকার পর অনেক সময় পার হয়ে গেলেও বের না হওয়ায় পরিবারের সন্দেহ হয়। কোনও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে তাকে বাথরুমের ভ্যান্টিলেটরের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে সকাল সোয়া ৯টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আত্মহত্যার কারণ নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও পরিবারের সদস্যদের ধারণা, নিরু কিছুটা ঋণগ্রস্ত ছিলেন এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। মো. ফারুক বলেন, লাশ ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।

পরকীয়ার জেরে পুলিশ সদস্যকে

করা হয়, হুমায়ুন কবির ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পরিবহন বিভাগে জলকামান ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি স্ত্রী সালমা বেগম, ছেলে কাওসার হোসেন ইমন (১৩) এবং মেয়ে তুবা (৭) নিয়ে ওই বাসায় বসবাস করতেন। মো. রাজিব হোসেন নামে এক আত্মীয়ের সঙ্গে সালমা বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল, যা হুমায়ুন কবির জানতে পারেন। এ নিয়ে গত ২৫ এপ্রিল একটি পারিবারিক সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর সালমা বেগম ও তার ভাই মো. মানিকের সঙ্গে পুলিশ সদস্য হুমায়ুন কবিরের বাগবিতণ্ডা হয়। এর জেরে নিহত হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী সালমা বেগম ও তার পরকীয়া প্রেমিক রাজিব হোসেন ও ওই ভবনের চারতলায় থাকা তার আত্মীয় মরিয়মসহ আরও কয়েকজন মিলে হুমায়ুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তিনি আরও জানান, মামলাটি তদন্তকালে ভিকটিমের দুই সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গত বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত এজাহারনামীয় আসামি নিহত পুলিশ সদস্যের স্ত্রী মোসা. সালমা বেগম ও মো. মরিয়ম বেগম ওরফে মলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের দেওয়া তথ্যে ও প্রযুক্তির সহায়তায় গত বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে বরিশাল জেলা থেকে শুভ, রাফি, পলি ও কায়েসকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় নিহত পুলিশ সদস্য হুমায়ুনের দুটি মোবাইল ফোন শুভর কাছ থেকে জব্দ করা হয়। প্রাথমিক তদন্ত ও গ্রেপ্তারদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তিনি আরও জানান, সালমা বেগমের সঙ্গে তার আত্মীয় মো. রাজিব হোসেনের এক বছর ধরে অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। গত রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে হুমায়ুন ডিউটি শেষে বাসায় ফিরে আসেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তার স্ত্রী সালমা ফার্মেসি থেকে কিনে আনা ঘুমের ওষুধ খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে খাওয়ান। এতে হুমায়ুন অচেতন হয়ে পড়ে। গ্রেপ্তাররা ভিকটিমের হাত-পা গামছা দিয়ে বেঁধে এবং গলায় রশি পেঁচিয়ে রাত আড়াইটার দিকে তাকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর লাশ অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে হত্যাকারীরা ভোর ৪টার দিকে লাশ বাড়ির গেটের পাশে ফেলে রাখে। গ্রেপ্তার সালমা বেগম ও মরিয়মকে বুধবার আদালতে পাঠানো হলে তারা ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। অপর গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পলাতক রাজিবসহ অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

প্রতিশোধপরায়ণ না হতে খালেদা

উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেইন, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাসিম, সহসভাপতি মেহেদী আলী খান ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের খাজাসহ অনেকেই।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন

উন্নয়ন সাধিত হয়নি। বরং সমাজে বিভ্রান্তি, অস্থিরতা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। এটি নারীর প্রতি শুধুমাত্র ধর্মবিরোধী নয়, এটি অগণতান্ত্রিক, সংবিধান বিরোধী এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। মুসলিমদের বিয়ে, তালাক, অভিভাবকত্ব, সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু এই কমিশন গুটিকয়েক মানুষের ব্যক্তিগত মতবাদ এ দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে কমিশন বাতিল করতে হবে। ভবিষ্যতে, কোনো কমিশন গঠিত হলে তা যেন এদেশের মানুষের ধর্মীয় আবেগকে গুরুত্ব দেয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। বক্তব্যে বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলবার্ট পি কস্টা বলেন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মবিরোধী নয়, একই সঙ্গে এটা খ্রিস্টান ধর্মসহ যে কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে। ধর্ম পালন মানুষের মৌলিক অধিকার। যে কোনো ধর্মের মানুষের পারিবারিক রীতিনীতি তার নিজ ধর্মের নিয়ম অনুসারে হবে, এটাই স্বাভাবিক। শত শত বছর থেকে তা হয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে কেউ এসে এই নিয়ম বদলে সিভিল ল করবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। এই কমিশনের রিপোর্টে পুরুষকে নারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। রিপোর্টে কোথাও সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে আবার কোথাও কোটা চাওয়া হয়েছে, যা দ্বিচারিতার বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলতে চাই, অবিলম্বে এই কমিশন বাতিল করতে হবে। জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী সভাপতি প্রদীপ কুমার পাল বলেন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট একপাক্ষিক এবং পশ্চিমা প্রেসক্রিপশনে তৈরি। এর সঙ্গে নারী উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। নারীর কাঁধে বন্দুক রেখে এরা মূলত এদেশের মানুষকে ধর্মহীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কমিশনের রিপোর্টে হিন্দু সম্প্রদায়ের আইনের পরিবর্তে সিভিল ল তৈরির প্রস্তাব করেছে। আমরা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। হিন্দু সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইন কেমন হবে, তা এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ঠিক করবে। আপনাদের এটা ঠিক করার কোনো এখতিয়ার নেই। আমাদের সব সম্পদ পারিবারিক সম্পদ। কোনো নারী বিয়ের পর যে পরিবারের অংশ হবে, সেই পরিবারের সম্পদের সে অংশীদার হবে। এখানে নারী বা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পদের কোনো হিসাব নেই। পরিবারের কর্তা ব্যক্তি হিসেবে পুরুষরা এই সম্পদের দেখাশোনা করে মাত্র। কিন্তু নারী কমিশন কোনো কিছু না জেনে, বিভিন্ন টকশোতে গিয়ে হিন্দু নারীরা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মর্মে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছেন। আমরা জাতীয় হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে এই কমিশন বাতিল চাচ্ছি। এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাদিম বলেন, আমরা মনে করি মূলত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ধর্মবিদ্বেষী, পুরুষবিদ্বেষী ও পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসারী নারীবাদী শ্রেণী নিয়ে গঠিত। যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ ও পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই কমিশন এদেশে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট। তাদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। অবিলম্বে আমরা ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিবর্জিত এই প্রতিবেদন বাতিল এবং বিতর্কিত কমিশন বিলুপ্ত করে এদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ এবং পুরুষ অধিকার কর্মীদের প্রতিনিধিসহ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি করছি।

আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করে

বিষয়ে তিনি বলেন, সংস্কারের কথা সব রাজনৈতিক দলই বলছে, একটা মৌলিক সংস্কারের জায়গায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা ও ক্ষমতা হস্তান্তর হতে পারে। তা পরিবর্তন না হলে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হবে না। নাহিদ ইসলাম বলেন, নির্বাচন নিয়ে সবসময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের বাইরেও রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা প্রয়োজন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা অর্জন করা দরকার। তা না হলে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের যে চেষ্টা তা সম্ভব হবে না।

অপতথ্য ছড়াতে আ.লীগ সহায়তা

একজন বিচারক, পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি খোলাসা করা। এটি বহু আগেই করা প্রয়োজন ছিল। যারা এগুলো করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা উচিত। আন্দোলন ব্যর্থ হলে এই সাংবাদিকরা ছাত্রদের কী করতো, আপনারা দেখেছেন। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে দেশের মানুষ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি মত প্রকাশের স্বাধীনতা উপভোগ করছে উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, এখন মানুষ মন খুলে লিখছেন, সমালোচনা করছেন, গালিও দিচ্ছেন। কাউকে কিছু বলা হচ্ছে না। অনেকে আবার বলছেন, স্বৈরাচারের দোসরদের প্রতি সফট হচ্ছি। কিন্তু আমরাতো আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারি না। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর প্রথম প্রেস উইংয়ের সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করে বলেছিলাম, আপনারা লিখুন। মন খুলে লিখুন। আমরা কোনো কলম ভেঙে দেবো না, কোনো প্রেসে তালা দেবো না। কোনো গণমাধ্যম যদি তার কর্মীকে চাকরিচ্যুত করে, আপনারা সেই গণমাধ্যম অফিসের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করুন। তিনি বলেন, সামনে নির্বাচন। আমাদের গণমাধ্যমকে এ জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এটি শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। প্রতেকটি পত্রিকার ফ্যাক্ট চেকিং সেল থাকা দরকার। এটি পোস্ট রেভ্যুলেশনারি পিরিয়ড। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী বলেন, আমরা দেখেছি শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে আমাদের কিছু সাংবাদিক প্রশ্ন করতো, প্রশ্নগুলো দেখেছি মনে হতো তারা দালালি আর চামচামি করছেন। আমরা তো এমন সাংবাদিকতা চাইনি। স্বৈরাচারের দোসরদের যেন আর মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য নিরাপদ ও স্বাধীন পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিরপেক্ষ মনোভাব খুব বেশি দরকার। সংবাদিক সুরক্ষা আইন এখনো কার্যকর হয়নি। দ্রুত যেন এ আইন কার্যকর হয়। বাংলাদেশে সাংবাদিকতার এখন বড় যে সংকট সেটি হলো আস্থার সংকট। গত সতের বছর সাংবাদিকতার যে আস্থা ছিল, সেটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এখন একটি সুন্দর সময় এসেছে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এদেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আর কারো প্রতি সাংবাদিকরা দায়বদ্ধ নয়। যদি সাংবাদিকরা অন্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন তাহলে সেটি আর সাংবাদিকতা থাকে না। আমাদের সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে হবে। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব অন্তর্বর্তী কমিটির সদস্য সচিব জাহিদুল করিম কচির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ চট্টগ্রামের সদস্য সচিব ডা. খুরশীদ জামিল, কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ওসমান গণি মনসুর, চবি যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল হক, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নসরুল কদির, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক রিজাউর রহমান, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য নীলা আফরোজ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ শাহনওয়াজ প্রমুখ।

ভারতবাংলাদেশ বাণিজ্য বিধিনিষেধের

এবং বেশির ভাগ ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা সাধারণ অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। দুই দেশের মধ্যে এই বিরোধের কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সুতা এখনো সমুদ্র ও আকাশপথে আসতে পারে, তবে এই পথে সময় বেশি লাগে এবং ব্যয়বহুল।

২০২৪ সালে ভারত বাংলাদেশে ১৬০ কোটি ডলার মূল্যের তুলা ও সুতা রপ্তানি করেছে, যার এক-তৃতীয়াংশ স্থলবন্দর দিয়ে এসেছে। বর্তমানে বন্ধ হওয়া জাহাজীকরণ সুবিধাটি ব্যবহার করে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা তৈরি পোশাক সড়কপথে ভারতের শহরগুলোতে পাঠাতে পারতেন, যেখান থেকে সেগুলো বিমানযোগে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হতো।

সরবরাহ চেইন সংস্থা এমজিএইচ গ্রুপের প্রধান আনিস আহমেদ বিবিসিকে বলেন, ‘এটি (বাংলাদেশের ফাস্ট ফ্যাশন রপ্তানি শিল্পের) জন্য একটি আঘাত।’ সংস্থাটি জারার মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের জন্য পণ্য পরিবহন করে। আনিস আহমেদ বলেন, ‘ভারত পথ ব্যবহার করে এক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিমা দেশগুলোতে পণ্য পৌঁছানো যেত। সমুদ্রপথে এটিতে আট সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে।’ চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ গত বছর ৩৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি ভারতের স্থল ও আকাশপথ ব্যবহার করে গেছে। ভারত হঠাৎ করে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দেওয়ায় সীমিত বিমান পরিবহন সক্ষমতা এবং বিমানবন্দরগুলোতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। যদিও সরকার বিভিন্ন বিমানবন্দরে কার্গো ফ্লাইট অপারেশন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথমবারের মতো সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্গো ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, ড. ইউনূস সম্প্রতি চীন সফরকালে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ায় দিল্লি জাহাজীকরণ (ট্রান্সশিপমেন্ট) সুবিধা প্রত্যাহার করেছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ ভারতের স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য ‘সমুদ্রপথের একমাত্র অভিভাবক’ এবং প্রস্তাব করেছিলেন যে অঞ্চলটি ‘চীনা অর্থনীতির একটি সম্প্রসারণ’ সম্ভব হতে পারে। ভারত এই মন্তব্যকে ‘আপত্তিকর’ বলে অভিহিত করেছে। ইউনূসের মন্তব্য, এই অঞ্চলে চীনের কাছে ভারতের কৌশলগত দুর্বলতার ওপর আলোকপাত করেছে বলে অনেকে মনে করেন, যা দিল্লির উদ্বেগের কারণ হয়েছে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটি মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ২০ কিলোমিটার চওড়া শিলিগুড়ি করিডর দ্বারা সংযুক্ত, যা ‘চিকেনস নেক’ নামে পরিচিত। এটি নেপাল ও বাংলাদেশের পাশে এবং তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার কাছে অবস্থিত। সীমান্তে উত্তেজনার ইতিহাস এবং ১৯৬২ সালে একটি যুদ্ধে অংশ নেওয়ায়, ভারতীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকারীরা আশঙ্কা করেন, চীন ভবিষ্যতে কোনো সংঘাতে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোকে দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে করিডরটি লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। তবে বাংলাদেশের বিশ্লেষকেরা বলছেন, ড. ইউনূসের মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ড. ইউনূসের ওই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল মূলত আঞ্চলিক সংযোগ বাড়ানো এবং নতুন বাজার অনুসন্ধান। বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধে ভারতে কমল চালের দামবাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধে ভারতে কমল চালের দাম অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরকালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ১ বিলিয়ন ডলারের তিস্তা নদী প্রকল্পে চীনের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছে ঢাকা। ভারতীয় বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন, কৌশলগত শিলিগুড়ি করিডরের কাছে অবস্থিত এই প্রকল্পে চীনের জড়িত হওয়ার বিষয়টি দিল্লিকে উদ্বিগ্ন করতে পারে। তবে শীতল সম্পর্ক নিয়ে উভয় দিকেই উদ্বেগ বাড়ছে। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে অনুমোদনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভারতের ভিসানীতি কঠোর করার কারণে বাংলাদেশে অসন্তোষ বাড়ছে। আগে প্রতি বছর ২০ লাখ বাংলাদেশি পর্যটন, ব্যবসা, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ভারত সফর করতেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, গত কয়েক মাসে প্রতিদিন অনুমোদন দেওয়া ভিসার সংখ্যা ৮০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। এতে বিশেষ করে ভারতের চিকিৎসা পর্যটন ব্যবসা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ এরই মধ্যে চীন, থাইল্যান্ডের মতো দেশে বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে তিনটি হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে চীন, যার মধ্যে একটি হবে ১ হাজার শয্যার। এদিকে ভারত সীমান্তবর্তী স্থলবন্দরগুলো দিয়ে বাংলাদেশ সরকার চাল আমদানি বন্ধ করে দেওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে বাম্পার ফলনের কারণে দেশটির পূর্বাঞ্চলে চালের দাম কমপক্ষে ১৬ শতাংশ কমেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, চালের দাম আরও কমতে পারে। এতে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ভারতে হাসিনার অবস্থান এবং প্রত্যর্পণের দাবি একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শ্যাম শরণ বিবিসিকে বলেন, ‘তাদের বোঝা উচিত যে হাসিনাকে আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আমরা জানি তাদের হাতে তুলে দিলে তার কী হবে। আমি মনে করি, ভারতের জনমত তা মেনে নেবে না।’ ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে ভারতের পোশাক প্রস্তুতকারক সমিতি বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে পোশাক আমদানি নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন, আরও বেশি বাণিজ্য বাধা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হবে। ঢাকা ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বিবিসিকে বলেন, ‘আমি মনে করি, আজকাল বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ধারণা তৈরি হয়েছে যে আগের (হাসিনা) সরকার ভারতকে (তার উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর জন্য) যে অন্যান্য ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিয়েছে, আমাদেরও তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।’

ভারতকে কিন্তু তার স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের বন্দর, রাস্তা এবং জলপথ ব্যবহার করতে হয়। এতে দূরত্ব, সময় এবং খরচ কমে। যদিও ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ট্রানজিট ভলিউম প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছায়নি। এরই মধ্যে বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে রেলসংযোগ প্রকল্পের অর্থায়ন ও নির্মাণকাজ স্থগিত করেছে ভারত। এই সিদ্ধান্তের ফলে অন্তত তিনটি চলমান প্রকল্প থেমে গেছে এবং আরও পাঁচটি প্রকল্পের জরিপকাজও বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা। এসব প্রকল্পের আকার প্রায় ৫ হাজার কোটি রুপি।

নয়াদিল্লি এই পরিস্থিতিতে তাদের কৌশল পুনর্বিবেচনা করছে এবং উত্তর ভারতে রেল অবকাঠামো জোরদার করার পাশাপাশি ভুটান ও নেপালের মাধ্যমে বিকল্প সংযোগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। ভুটান ও নেপালের মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৪ হাজার কোটি রুপির সংযোগ পরিকল্পনা বিবেচনাধীন। দিল্লি-ঢাকা উত্তেজনা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা ঘনিষ্ঠতা। গত মাসে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব আমনা বালুচ ঢাকা সফর করেন। ১৫ বছরের মধ্যে কোনো পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম ঢাকা সফর এটি। গত ২২ এপ্রিল ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করায় পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দারের নির্ধারিত ঢাকা সফর স্থগিত করা হয়েছে। ভারতের সাবেক কূটনীতিক শরণ বিবিসিকে বলেন, ‘ঢাকা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় আমি কোনো উদ্বেগ দেখি না। যদি এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে যে তারা একসঙ্গে কাজ করতে এবং ভারতের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করতে চায়, তবে তা অবশ্যই উদ্বেগের কারণ হবে।’ উভয় পক্ষের তীব্র আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া ভারত ও বাংলাদেশের জনমতকেও প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব বাড়ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন এবং ইসলামি উগ্রবাদের উত্থানের হুমকির খবর অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ আনা হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, উভয় পক্ষ সংযত থাকতে ব্যর্থ হলে তাদের কর্মকাণ্ড বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

বাজারে সবজির দাম চড়া

টাকা বেড়ে প্রতিকেজি সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ২৫০-২৭০ টাকায়। এছাড়া দেশি মুরগি ৬৫০-৬৮০ টাকা, সাদা লেয়ার ২৮০ টাকা ও লাল লেয়ার বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকায়। আর জাতভেদে প্রতি পিস হাঁস বিক্রি হচ্ছে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকায়। তবে বাজারে স্থিতিশীল রয়েছে গরু ও খাসির মাংসের দাম। বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকায়। এছাড়া প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ২০০ টাকায় ও ছাগলের মাংস বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ১০০ টাকায়। আর গত সপ্তাহ থেকে কিছুটা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে ডিম। প্রতি ডজন লাল ডিম ১২০ থেকে ১৩০ টাকা ও সাদা ডিম বিক্রি হচ্ছে ১১৫ থেকে ১২০ টাকায়। আর প্রতি ডজন হাঁসের ডিম ১৮০ থেকে ২০০ টাকা ও দেশি মুরগির ডিম ২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে অধিকাংশ মশলাজাত পণ্য বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই। এছাড়া আদা প্রকারভেদে ১৪০ থেকে ২৮০ টাকা, দেশি রসুন ৯০ থেকে ১০০ টাকা, ভারতীয় রসুন ২২০ থেকে ২৩০ টাকা, দেশি মশুর ডাল ১৪০ টাকা, হাইব্রিড (মোটা দানা) মশুর ডাল ১১০ টাকা, মুগ ডাল ১৮০ টাকা ও ছোলা ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে রমজানজুড়ে স্বস্তি দেওয়া পেঁয়াজ। প্রতিকেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। সামনে দাম আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। রাজধানীর কারওয়ানবাজারের এক পেঁয়াজ বিক্রেতা বলেন, খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি দেশি হালি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে দাম। সামনে দাম আরও বাড়তে পারে। তবে বাজারে স্থিতিশীল রয়েছে আলুর দাম। খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলুর জন্য গুনতে হচ্ছে ২০ থেকে ২২ টাকা। এছাড়া প্রতিকেজি আদা বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকায়। আর প্রতিকেজি আমদানি করা রসুনের জন্য ১৮০ থেকে ২২০ ও দেশি রসুনে গুনতে হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা। বাজারে অপরিবর্তিত রয়েছে মাছের দাম। বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ থেকে ৪২০ টাকা, কাতল ৩৮০ থেকে ৪৫০ টাকা, চাষের শিং ৫৫০ টাকা, চাষের মাগুর ৫০০ টাকা, চাষের কৈ ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, কোরাল ৭৫০ টাকা, চাষের পাঙাশ ১৮০ থেকে ২৩০ টাকা ও তেলাপিয়া ১৫০ থেকে ২২০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি কেজি বোয়াল ৭৫০ থেকে ৮৫০ টাকা, পোয়া ৪৫০ টাকা, আইড় ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা, টেংরা ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা, দেশি কৈ ১ হাজার ৩০০ টাকা থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকা ও শিং ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর বর্তমানে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২২০০ টাকায়। এছাড়া দেড় কেজি ওজনের ইলিশ ২,৫০০ টাকা, ৮০০-৯০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ২০০০ টাকা হারে বিক্রি হচ্ছে, আর ৫০০-৬০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের জন্য গুনতে হচ্ছে ১৪০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত।

২ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ প্রতিবাদে দুই ভারতীয় আটক

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুর বিরল সীমান্ত এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ। এর প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক দুই ভারতীয়কে আটক করেছে গ্রামবাসী। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিরল উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের ধর্মজৈন সীমান্তের ৩২০ মেইন পিলারের সাব পিলার ১০-এর কাছে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ধর্মপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুর ইসলাম ও বিরল থানার এসআই কাওসার। আটক বাংলাদেশিরা হলেন- ওই এলাকার ইসরাইল ইসলামের ছেলে এনামুল ইসলাম (৫০) ও এনামুল ইসলামের ছেলে মাসুম (১৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিরলের ধর্মপুর ইউনিয়নের ধর্মজৈন সীমান্তে ধান ও মাড়াইয়ের কাজ করছিলেন মাসুম ও এনামুল নামের দুই কৃষক। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএফর সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর দুই ভারতীয় নাগরিককে ধরে আনে গ্রামবাসী। পরে বিজিবি সদস্যরা সেখানে গেলে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

রাজশাহীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার হাতের রগ ও কান কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে হাসান আলী (৪৫) নামের এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার হাতের রগ ও কান কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়েও আহত করেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরীর মতিহার থানার বুধপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত হাসান আলী রাজশাহী মহানগরীর ৩০ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক। তিনি নগরীর বুধপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম হাসমত আলী। গুরুতর আহত অবস্থায় রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শংকর কে বিশ্বাস জানান, হাসান আলীর ডান গাল ও ডান হাতের দুই জায়গায় গভীর আঘাত রয়েছে। ডান হাতের কবজির রগ কেটে গেছে। এ ছাড়া একটি কান কেটে দেওয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে হাসপাতালের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন, তার চিকিৎসা চলছে। রাজশাহী নগরীর মতিহার থানার ওসি আব্দুল মালেক জানান, ঘটনার সময় হাসান আলী নিজের বাড়িতেই ছিলেন। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে কুপিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে তার স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ওসি আব্দুল মালেক আরও জানান, ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। হামলার কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। আহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে গতকাল শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি।

মুন্সীগঞ্জে ডাকাতির নাটক সাজিয়ে যুবককে ডেকে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : ২৭ বছর আগের ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে লোক দিয়ে কৌশলে ডেকে এনে ডাকাতি নাটক সাজিয়ে যুবক ছানা মাঝিকে (৪৪) পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে করেছে বাবু মাঝিদের বিরুদ্ধে। মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরাঞ্চলের মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মধ্য মাকহাটি গ্রামে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের স্ত্রী ফাতেমা বেগম বলেন, গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে স্বাধীন নামের এক ছেলেকে দিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে নেন বাবু মাঝি। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। ওই দিন রাত ১১টার দিকে আমার স্বামীকে হত্যা করে বাবু মাঝি তার ওপর পিস্তল রেখে যায়। ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন স্বজনরা। মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম জানান, ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাসের অনুসারী ছানা মাঝি এবং তার আরও সাত ভাই নিজ গ্রাম ছেড়ে বিভি-ন্ন জায়গায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। ছানা মাঝি ৯ মাস ধরে সদরের বজ্রযোগিনীর ইউনিয়নের ড্যাগ্রাপাড়া গ্রামে পরিবার নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতো। গত বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে তার পূর্বপরিচিত স্বাধীন নামের এক ব্যক্তি তাকে ডেকে নিয়ে যায়,তারপরই নিখোঁজ হয় ছানা মাঝি। ওসি বলেন, ছানা মাঝিকে একটি পাটক্ষেতে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে মধ্য মাকহাটির তাল গাছতলা সড়কে ফেলে রাখা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে খবর পেয়ে ছানা মাঝিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছানার রক্তাক্ত দেহের সঙ্গে একটি একনালা শটগান ও দুই রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, ‘১৯৯৮ সালে একই এলাকার বাবু মাঝির ভাই শিপন মাঝিকে হত্যা মামলার আসামি ছিলেন ছানা মাঝি ও তার ভাইয়েরা। দীর্ঘদিন জেলহাজতে থেকে মামলা থেকে নিষ্কৃতি পান ছানা মাঝিরা। এরপরই বাবু মাঝি ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছানা মাঝিকে কৌশলে ডেকে এনে পিটিয়ে হত্যা করে। এর মধ্যে সমাজের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয় বাবু মাঝিদের বাড়িতে ডাকাত এসেছে। ডাকাতি করার সময় স্থানীয় জনতা গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করেছে বলে নাটক সাজানো হয়। ওসি আরও জানান, এই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছেন তারা। এই হত্যাকাণ্ডে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান ওসি। ছানা মাঝির স্ত্রী তিন সন্তানের জননী ফাতেমা বেগম স্বামী হত্যার বিচার দাবি করেছেন।

হবিগঞ্জে বিএনপি নেতার ওপর দিনে সশস্ত্র হামলা, রাতে বাড়িতে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ সুজাত মিয়ার ওপর একদিনে দুটি পৃথক ঘটনা ঘটেছে- দুপুরে হামলা ও রাতে বাসায় অগ্নিকাণ্ড। বিএনপি নেতাকর্মীরা একে পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। পুরো নবীগঞ্জজুড়ে এ ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে নবীগঞ্জ-হবিগঞ্জ সড়কের তিমিরপুর এলাকায় নবীগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন শেখ সুজাত মিয়া। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরের দিকে গাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎ করে মৃত আহমদ মিয়ার ছেলে ও স্থানীয় যুবলীগ নেতা জামির হোসেনসহ কয়েকজন যুবক দেশীয় অস্ত্র ও পিস্তল নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। শেখ সুজাত মিয়ার সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তুললে হামলাকারীরা পালানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হামলাকারী জামিরকে অস্ত্রসহ আটক করে। এ ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা দেখা দেয়। শেখ সুজাত দাবি করেন, এই হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। আমাকে টার্গেট করেই অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। হামলার প্রতিবাদে বিকালেই নবীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে মিছিলটি নতুন বাজার মোড়ে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময় বক্তারা হামলার নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর, রাত আনুমানিক ১১টার দিকে শেখ সুজাত মিয়ার নবীগঞ্জ শহরের হাসপাতাল সড়কের আক্রমপুর এলাকার নিজ বাসায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন লাগে বাড়ির পেছনের একটি পরিত্যক্ত কক্ষে, যেখানে কেউ বসবাস করতেন না। আগুনে কিছু আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়। স্থানীয়দের চিৎকারে দ্রুত আশপাশের মানুষ এগিয়ে এসে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. কামাল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, আমরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছি। আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে। সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়া এ বিষয়ে বলেন, গতকালই (গত বৃহস্পতিবার) আমার ওপর হামলা হয়েছে, আর আজ (গতকাল শুক্রবার) রাতে বাসায় আগুন লাগানো হলো। এটি নিঃসন্দেহে একটি ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমার পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এ দুটি ঘটনায় নবীগঞ্জ ও এর আশপাশে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রস্তাবনায় গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) গঠনতন্ত্র সংস্কারের বিষয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর একটি নির্দিষ্ট সংস্কার আনা হয়েছে। তবে এই সংস্কারে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রস্তাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটে ডাকসুর ‘চূড়ান্ত সংশোধনী প্রস্তাবে’ ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, কার্যক্রমের পরিধি এবং নেতৃত্ব কাঠামোতে পরিবর্তনসহ উল্লেখযোগ্য কিছু সংস্কার পাস হয়েছে। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলো বলছে, প্রশাসন নিজের ইচ্ছামতো সংস্কার করেছে।

সম্পাদকীয়

প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে

বিনিয়োগে স্থবিরতা কাটাতে হবে

নানামুখী সমস্যায় দেশে বিনিয়োগে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এর বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে অর্থনীতিতে। নানা চেষ্টায়ও বাড়ছে না বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ। এমন কারণে লেনদেনের ভারসাম্যহীনতায় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে দেশের অর্থনীতি। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার ছাড়া বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হবে না বলে মনে করছেন বহু বিনিয়োগকারী। এই পরিস্থিতি উত্তরণে বিদেশি বিনিয়োগ বাস্তবায়নে নজর দিতে বলছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে নেট ৮২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে বাংলাদেশে। আগের অর্থবছরের একই সময় ১০৩ কোটি ২০ লাখ ডলার এসেছিল। সে হিসাবে আট মাসে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ২০.১৫ শতাংশ। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকট, ডলার ঘাটতি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বার্ষিক বিবেচনায়ও বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। ২০২৪ সালে দেশে মোট নিট এফডিআই এসেছে ১.২৭ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩.২৫ শতাংশ কম। এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার কমেছে এফডিআই। জানা যায়, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে খুব বেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসেনি। এরপর জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর আগস্টে সরকার পতন ঘটে। নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। যদিও বছরের শেষ দিকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এই অনিশ্চয়তা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতার সঙ্গে দিয়েছে, যার কারণে বিনিয়োগ কমে গেছে। তবে আশার কথা, চলতি এপ্রিলে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) ও বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (বেজা) যৌথভাবে 'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৫' আয়োজন করে। আয়োজনটি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় বিনিয়োগকারীদের কাছে নেতিবাচক বার্তা দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। এখনো স্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে অনেক বিনিয়োগকারীরা। রাজনৈতিক সরকার এলে তখন স্থিতিশীলতা আসবে। তার জন্য আগামী দিনে বিনিয়োগ পেতে প্রস্তুতি এখনই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত হবে না। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির কোনো বিকল্প নেই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বার্ষিক বিবেচনায়ও বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। ২০২৪ সালে দেশে মোট নিট এফডিআই এসেছে ১.২৭ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩.২৫ শতাংশ কম। এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার কমেছে এফডিআই। জানা যায়, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে খুব বেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসেনি। এরপর জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর আগস্টে সরকার পতন ঘটে

রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমত্য সৃষ্টি হওয়া জরুরি

কবে হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন? এই প্রশ্নের এখনো স্পষ্ট কোনো উত্তর নেই। জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক বিধিবিধানের মধ্য দিয়ে দেশকে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করানো। জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দনীয় সরকার গঠন করতে পারবে, এটাই সবার প্রত্যাশা এবং মূল আকাঙ্ক্ষা। এখানে কোনো ধরনের ছলচাতুরীর সুযোগ নেই। সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটা সুবিধা সংস্কার প্রশ্নে। পরবর্তীকালে তা সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের মূল উপজীব্য ছিল গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র। বিএনপি ও তাদের মিত্র দলগুলোর বাইরে নতুন এবং ছোট দলগুলো মনে করছে, দ্রুত নির্বাচন তাদের জন্য সুবিধাজনক হবে না। আর বিএনপি ও তাদের মিত্র দলগুলো মনে করছে, তাদের ক্ষতি এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্যই নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব করা হচ্ছে। তাদের মতে কোনো কোনো মহল থেকে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিতকরণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পাঁচ বছরের ক্ষমতায় রাখা, জাতীয় সরকার গঠন ইত্যাদি যে-সব ইস্যু উত্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো আসলে দেশকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এভাবে কখনোই রাজনৈতিক সংকট সমাধান করা যাবে না। সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে এত ছলচাতুরী, কলাকৌশল করার কিছু নেই। এতে বরং সংকট আরো ঘনীভূত হবে। এসব কূটচাল দিয়ে কোনো কাজ হবে না। বরং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ফিরে যাওয়া। এই মুহূর্তে নির্বাচিত সরকার আসা খুবই প্রয়োজন। কারণ একটি নিয়মিত সরকার ছাড়া বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাচিত সরকারের কোনো বিকল্প নেই। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ এসব বিষয় অনেকটাই নির্ভর করছে নির্বাচিত সরকারের ওপর। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিয়মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। দেশের মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতিনিয়তই দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। নির্বাচিত সরকার ছাড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি-দখলদারিত্ব হচ্ছে। চাঁদাবাজদের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি। সার্বিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন নিয়ে জনমনে এক ধরনের সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সংস্কার ও নির্বাচন করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐকমত্যে আসতে হবে।

কোনো কোনো মহল থেকে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিতকরণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পাঁচ বছরের ক্ষমতায় রাখা, জাতীয় সরকার গঠন ইত্যাদি যে-সব ইস্যু উত্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো আসলে দেশকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এভাবে কখনোই রাজনৈতিক সংকট সমাধান করা যাবে না। সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে এত ছলচাতুরী, কলাকৌশল করার কিছু নেই। এতে বরং সংকট আরো ঘনীভূত হবে। এসব কূটচাল দিয়ে কোনো কাজ হবে না

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির এক যুগ

ওয়াহিদুল ইসলাম ডিফেন্স

২৪ এপ্রিল ২০১৩। সকালে সাভারে রানা প্লাজা নামের একটি ভবন ধসে পড়ে, মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের মুখচ্ছবি। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন। সাভারের রানা প্লাজা নামের একটি অপরিকল্পিত বহুতল ভবন ধসে পড়েছিল সেদিন। ১,১৩৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু, হাজারো আহত, অসংখ্য পরিবার চিরতরে ভেঙে পড়েছিল। এটি শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়, এটি ছিল একটি পদ্ধতিগত ব্যর্থতা, দায়িত্বহীনতা ও লোভের নির্মম পরিণতি। আজ এক যুগ পার হয়ে গেলেও রানা প্লাজার সেই স্মৃতি এখনও আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই দশ বছরে আমরা কি প্রকৃতই কোনো শিক্ষা নিয়েছি? শ্রমিকদের নিরাপত্তা, ভবন নির্মাণের মান ও শিল্প খাতের দায়বদ্ধতা কতটুকু উন্নত হয়েছে? এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছিল, সেগুলোর উত্তর এখনও পুরোপুরি মেলেনি। আমরা কতটা বদলাতে পেরেছি? শ্রমিকের জীবন এখন কতটা নিরাপদ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, কিছু অগ্রগতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন ও মানসিকতায় বদল এখনও অনেকটা বাকি। রানা প্লাজা কেন ধসেছিল? রানা প্লাজা ছিল একটি নয় তলা বাণিজ্যিক ভবন, যার নিচের তলাগুলোতে বিভিন্ন দোকান ও উপরের তলাগুলোতে পাঁচটি গার্মেন্টস কারখানা ছিল। ভবনটির নির্মাণে ছিল মারাত্মক ত্রুটি: অবৈধভাবে অতিরিক্ত তলা নির্মাণ: মূল ডিজাইনে ভবনটি ছিল পাঁচ তলা, কিন্তু পরে অবৈধভাবে আরও চার তলা তোলা হয়। নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী: দুর্বল কংক্রিট ও রড ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ভবনের কাঠামোগত অখ-তা নষ্ট করেছিল। সতর্কতা উপেক্ষা: ধসের আগের দিনই ভবনে বড় ধরনের ফাটল দেখা দেয়, কিন্তু মালিকপক্ষ শ্রমিকদের কারখানায় ঢুকতে বাধ্য করেছিল। ফলে এর এক দিন পরেই ধসে পড়ে পুরো ভবন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং অবহেলা, লোভ, এবং মানবজীবনের প্রতি চরম অবজ্ঞার ফল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ঘটনার দায় এখনো পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি। মূল অভিযুক্ত সোহেল রানা এবং প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হলেও বিচার প্রক্রিয়া চলছে দীর্ঘসূত্রতায়। এত বড় একটি ঘটনা যেখানে হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, সেখানে এক যুগ পরও বিচার অসমাপ্ত থাকা আমাদের বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থায় বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। রানা প্লাজার ঘটনার পর আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর ফলে গঠিত হয় 'অ্যাকর্ড' এবং 'অ্যালায়েন্স' নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে দেশের শত শত কারখানায় নিরাপত্তা পরিদর্শন, সংস্কার ও বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ও উদ্যোক্তারা অবশ্যই কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। শিল্প পুলিশ গঠন, শ্রম আইন সংশোধন, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল প্রবর্তন– এসব পদক্ষেপ ইতিবাচক। তবে অধিকাংশ উদ্যোগই এসেছে বিদেশি চাপের মুখে, নিজের দায়বদ্ধতা থেকে নয়। দেশের অনেক উদ্যোক্তা এখনও শ্রমিক নিরাপত্তাকে ব্যয় হিসেবে দেখেন, বিনিয়োগ হিসেবে নয়। আজও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি যথেষ্ট নয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অতিরিক্ত কাজের চাপ, বকেয়া বেতন, ছুটি না পাওয়া, মাতৃত্বকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া– এসব সমস্যা এখনও অনেক কারখানায় বিদ্যমান। অনেক জায়গায় শ্রমিকরা এখনও ইউনিয়ন গঠনের অধিকার চর্চা করতে পারেন না। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অবস্থান অত্যন্ত নাজুক। তারা যেমন উৎপাদনে বড় ভূমিকা রাখেন, তেমনি যৌন হয়রানি, কাজের অনিরাপত্তা ও পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন দ্বিগুণ হারে। এই বাস্তবতা আমাদের শ্রম নীতিকে নারীবান্ধব ও সুরক্ষিত করতে আরও উদ্যোগী হতে বাধ্য করে। রানা প্লাজার ঘটনায় একটি বিষয় খুব নজরে আসে; তা হলো– মিডিয়া ও নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ওই ঘটনায়। দুর্ঘটনার সময় রক্তদান, উদ্ধারকাজে স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণ, প্রতিবাদ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ– এসব ছিল জাতীয় একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই সক্রিয়তা কি ধরে রাখা গেছে? স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ নয়, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের নাগরিক সমাজ ও মিডিয়ার অনেক ক্ষেত্রেই এই ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত। রানা প্লাজার শিক্ষা যদি আমরা সত্যিই আত্মস্থ করতে চাই, তাহলে কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। দ্রুত ও কার্যকর বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা- এক যুগেও বিচার অসম্পূর্ণ থাকা অগ্রহণযোগ্য। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা শুধু আইনগত দায়িত্ব নয়, এটি একটি মানবিক দায়ও। কারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করা- নিয়মিত ও নিরপেক্ষ পরিদর্শন ছাড়া শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব। শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার নিশ্চিত করা- ইউনিয়ন গঠন ও অধিকার আদায়ের সুযোগ থাকা মানেই শ্রমিকের কণ্ঠস্বর থাকা। ন্যায্য মজুরি এবং জীবনমান উন্নয়ন- শ্রমিকের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হবে মজুরি কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে। নারীবান্ধব ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা- নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা জরুরি। রানা প্লাজার এক যুগ পেরিয়ে আমরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত– এত প্রাণের বিনিময়ে আমরা আসলে কী শিখেছি? যদি সত্যিই শিখে থাকি, তবে তা কেবল স্মরণে নয়, কর্মে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি গার্মেন্টস খাত। অথচ এই শিল্পের মূল চালক শ্রমিকরা বছরের পর বছর নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। আমরা যদি সত্যিই আর কোনো রানা প্লাজা দেখতে না চাই, তবে তার জন্য চাই আন্তরিকতা, নীতি ও দায়িত্বশীলতা– শুধু আন্তর্জাতিক চাপ নয়, বরং নিজের বিবেকবোধ থেকেই। রানা প্লাজা যেন স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে না যায়, বরং এটি হয়ে উঠুক একটি জাতির জেগে ওঠার প্রতীক। ট্র্যাজেডির পর ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের দাবি উঠলেও, অনেক পরিবার আজও পূর্ণ সুবিচার পায়নি। বিভিন্ন সংগঠন আজ স্মরণসভা ও মানববন্ধনের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। ১২ বছর পরও রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। আজও এই দিনে বেদনা ধ্বনিত হয় শত শত পরিবারের হৃদয়ে, যারা প্রতিদিন হারানোর ব্যথা নিয়ে বেঁচে আছে। তাদের যেন শেষ হয় না প্রেম, শেষ হয় না ভালোবাসা-শুধু অপেক্ষা দীর্ঘ হয়।

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, ফুলবাড়ী প্রেসক্লাব, দিনাজপুর]

জনদুর্ভোগের নতুন সংযোজন ব্যাটারিচালিত রিকশা

ইয়াহিয়া নয়ন

ব্যাটারিচালিত যান এখন সড়ক-মহাসড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এতে সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছে। ঈদের ছুটির চার দিনে ৩২ দশমিক ১০ শতাংশ মানুষ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। নগরীর মূল সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছুটে চলার জন্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। একটু সুযোগ পেলেই মহাসড়কে উঠে যাচ্ছে। চলছে নিশ্চিন্তে। কেউ যেনো দেখার নেই। প্রতিদিনই ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। বেপরোয়া এই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে যাত্রীবাহী বাস গিয়ে পড়ছে সড়কের পাশের খাদে। প্রতিদিন মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে। ব্যাটারিচালিত রিকশা পুরোপুরি বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। ফলে বিদ্যুৎ অপচয় বাড়বে। শুধু অপচয় নয়, অধিকাংশ স্থানে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। এরা সংঘবদ্ধ, কেউ কিছু বলার সাহস পায়না। মহল্লার ছিঁচকে মাস্তানরা এদের নিয়ন্ত্রণের নামে দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা সড়ক-মহাসড়কের বিষফোড়া। এসব যানবাহনের চালকরা কোনো নিয়মকানুন মানেন না। যানবাহনের কাঠামো যে-রকম সে অনুযায়ী গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। ফাঁকা রাস্তায় অনেক চালক এমন বেপরোয়াভাবে যানটি চালান যে, রাস্তায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। সবগুলো মহানগরীতে সাধারণ শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, টালি, ঘড়ি ও চশমা মিস্ত্রি এবং দিনমজুররা পেশা পাল্টে অটোরিকশা চালক হয়েছেন। কারণ, আগের পেশায় বেতন কম, অনিশ্চয়তা এবং কাজ ছিল অনিয়মিত। এখন তাদের সেই সংকট কেটে গেছে। এইসব অদক্ষ অটোরিকশা চালকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। বেপরোয়া গতির কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা। হচ্ছে শব্দদূষণ ও যানজট। দিন দিন রাজধানীর মূল সড়কও গ্রাস করে নিচ্ছে ব্যাটারিচালিত রিকশা। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মহাসড়কের ইঞ্জিন চালিত গণপরিবহনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে রীতিমতো। এতে দুর্ভোগের নগরী হয়ে উঠেছে আরও ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবৈধ এ বাহনটি কোনোভাবেই মূল সড়কে চলার যোগ্য নয়। এসব অটোরিকশাকে দ্রুতই নীতিমালার মধ্যে আনতে না পারলে যানজটে পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়বে রাজধানী।

রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দেখা যায়, কোনো পাড়া মহল্লা বা অলিগলির নয়, রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে তিন চাকার রিকশায় মোটর আর ব্যাটারি লাগিয়ে বানানো অটোরিকশা। যা রীতিমতো প্রতিযোগিতা করছে মূল সড়কের ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের সঙ্গে। যদিও এ বাহনটি এখনও কাগজে-কলমে অবৈধ। শুধু গতির ঝড় ছাড়া মূল সড়কের দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে চলার মতো কোনো উপকরণই নেই বাহনটিতে। এতে হরহামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা। ২০১০ সালের পর চীন থেকে আমদানি করা ইজিবাইকের অনুকরণে রিকশায় মোটর ও ব্যাটারি যুক্ত করা শুরু হয়। তবে ঢাকার মূল সড়কে এসব যান প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। ফলে সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়েনি। ২০১১ সালের দিকে ঢাকাবাসী প্রথম এ ধরনের (মোটর ও ব্যাটারিযুক্ত তিন চাকার যান) যান দেখতে পান। রিকশায় মোটর ও ব্যাটারি যুক্ত করা হয়েছে সম্পূর্ণ স্থানীয় মিস্ত্রিদের দ্বারা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশি কার্যক্রম ঢিলেঢালা হয়ে পড়ার সুযোগে রাজধানীর সব সড়কে চলাচল শুরু করে এই রিকশা। এমন পরিস্থিতিতে গত বছরের ১৯ নভেম্বর হাইকোর্ট ঢাকা মহানগর এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের আদেশ দেন। এরপর কয়েক দিন ঢাকায় বিক্ষোভ করে ঢাকা অনেকটা অচল করে রাখেন রিকশাচালকেরা। পরে রাষ্ট্রপক্ষ হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে। ওই বছর ২৫ নভেম্বর আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধ বা চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই বিষয়বস্তুর ওপর এক মাসের জন্য স্থিতাবস্থা দেন। ফলে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের সুযোগ তৈরি হয়। রাজধানীতে নিবন্ধিত সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশার দাম যেখানে ২০ লাখ টাকার বেশি,

গেছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ব্যাটারিচালিত তিন চাকার রিকশাকে 'সাধারণ যানবাহন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ব্যাটারিচালিত রিকশার লাইসেন্স প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. এম শামসুল হক গণমাধ্যমে বলেছেন, এটি হবে গণপরিবহন-সংক্রান্ত একটি অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ট্রান্সপোর্টেশন সম্পর্কে তারা কোনো ধারণা রাখেন কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এমনিতেই দেশে আয়তন অনুযায়ী রাস্তা কম। ছোট গাড়ি চলাচলের স্বীকৃতি দিয়ে রাস্তার জটিলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিটি করপোরেশন ৮০ হাজার প্যাডেলচালিত রিকশার অনুমতি দিলেও বর্তমানে কয়েক লাখ রিকশা রাজধানীতে চলাচল করছে। কর্তৃপক্ষ এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এখন এই রিকশাকে অনুমতি দিয়ে আরেকটি অরাজকতা তৈরির পাঁয়তারা হচ্ছে। এমনিতে ঢাকা দূষিত নগরী ও বসবাস যোগ্যতায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তলানিতে অবস্থান করছে বলে অভিযোগ রয়েছে

সেখানে ব্যাটারিচালিত রিকশার খরচ ৮০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা। উল্লেখ্য, সিএনজিচালিত অটোরিকশার দাম ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা। নিবন্ধিত হলেই সেটার দাম ২০ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। ২০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় দৈনিক জমা হিসেবে পাওয়া যায় ১ হাজার টাকার মতো। বিপরীতে ৮০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের দৈনিক জমা পাওয়া যায় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা।এখন ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার কেন্দ্রের ব্যবসাও লাভজনক। এককে দফা রিকশার ব্যাটারি চার্জ দিতে ১২০ থেকে ১৩০ টাকা নেওয়া হয়। ব্যাটারিচালিত রিকশার বিদ্যুৎ সরবরাহ আগে অবৈধ থাকলেও এখন সেটার বৈধতা নিশ্চিত করছে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানির আওতায় বর্তমানে বৈধ চার্জিং স্টেশনের সংখ্যা ২ হাজার ১৪৯। ডেসকোর তথ্য অনুযায়ী, তাদের আওতায় বৈধ চার্জিং স্টেশন আছে ২ হাজার ২৬৩টি। প্রতিটি স্টেশনে প্রতিদিন ৩০ থেকে ২০০টি রিকশা চার্জ হয়। পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্ঘটনা, যানজট, দূষণ কমাতে চাইলে ছোট গাড়ি নিরুৎসাহিত করে বড় গাড়ি দিয়ে কম সময়ে বেশি যাত্রী পরিবহনে সক্ষম যানবাহন যুক্ত করতে হবে। তা না হলে যানজট ও দুর্ঘটনাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হবে। শহরকে বসবাস উপযোগী করতে হলে ছোট গাড়ি বাদ দিয়ে বড় গাড়িকে প্রাধান্য দিতে হবে; উৎসাহিত করতে হবে। ছোট গাড়িকে বড় গাড়ির প্রতিযোগী নয়, সহযোগী বানাতে হবে। এদিকে এই যানকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেন, ব্যাটারিচালিত তিন চাকার রিকশাকে বৈধতা দিয়ে এই যানবাহনগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। সিটি করপোরেশন এলাকার মূল সড়কে যাতে চলাচল করতে না পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা থাকতে হবে। জেলাগুলোতে মূল সড়কে এই যানগুলো যাতে দাপিয়ে বেড়াতে না পারে, সে জন্য প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করতে হবে। তথ্যমতে, রাস্তায় ২০ লক্ষাধিক ব্যাটারিচালিত রিকশা রয়েছে। খোদ রাজধানীতে আছে প্রায় ২ লাখ। ব্যাটারিচালিত তিন চাকার রিকশার লাইসেন্স বা চলাচলের অনুমতি দেবে সরকার। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেহেতু বর্তমানে সংসদ বহাল নেই, তাই অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এই সংশোধনী করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ব্যাটারিচালিত তিন চাকার রিকশাকে 'সাধারণ যানবাহন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ব্যাটারিচালিত রিকশার লাইসেন্স প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. এম শামসুল হক গণমাধ্যমে বলেছেন, এটি হবে গণপরিবহন-সংক্রান্ত একটি অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ট্রান্সপোর্টেশন সম্পর্কে তারা কোনো ধারণা রাখেন কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এমনিতেই দেশে আয়তন অনুযায়ী রাস্তা কম। ছোট গাড়ি চলাচলের স্বীকৃতি দিয়ে রাস্তার জটিলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিটি করপোরেশন ৮০ হাজার প্যাডেলচালিত রিকশার অনুমতি দিলেও বর্তমানে কয়েক লাখ রিকশা রাজধানীতে চলাচল করছে। কর্তৃপক্ষ এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এখন এই রিকশাকে অনুমতি দিয়ে আরেকটি অরাজকতা তৈরির পাঁয়তারা হচ্ছে। এমনিতে ঢাকা দূষিত নগরী ও বসবাস যোগ্যতায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তলানিতে অবস্থান করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা নগরীতে ব্যাটারিচালিত যানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু এ যানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক নীতিমালা মানতে দেখা যাচ্ছে না। প্রধান সড়কগুলোতে এটি মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে। কারণ এর বেপরোয়া গতি বড় ধরনের দুর্ঘটনা সৃষ্টি করছে। তাই সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকরী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রধান সড়কগুলোতে যাতে এ যান চলাচল করতে না পারে, সে জন্য একটু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। চালকদের নীতিমালা অনুসরণ করে এই যানটি চালাতে হবে। সড়কে বিশৃঙ্খলা রোধ করতে হলে এই যানটির নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি।

লেখক : সাংবাদিক।

স্নায়ুরোগ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি

শুভাশিস ব্যানার্জি শুভ

মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো চিকিৎসা। কিন্তু এই মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে রয়েছে হরেক রকম প্রতিবন্ধকতা। ভুল চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকদের ব্যর্থতা, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে রোগীদের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে বিরাজ করছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। পত্র-পত্রিকায় এসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি হয়। চিকিৎসাসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। কিন্তু অদৃশ্য কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকার হয় না। আমরা প্রতি নিয়ত চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নানাভাবে আক্রান্ত এবং অবধারিত ক্ষতিগ্রস্ত! যেসব রোগ নির্ণয়ে বাংলাদেশি চিকিৎসকদের ভুল হয়, সেগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে স্নায়বিক রোগ। স্নায়বিক রোগগুলো একটি জটিল চিকিৎসা অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতাকে মৌলিকভাবে ব্যাহত করে। এই রোগগুলো মানুষের মস্তিষ্ক, মেরুদ- এবং স্নায়ু নেটওয়ার্কগুলোকে প্রভাবিত করে। অনন্য নির্ণয়, চিকিৎসা এবং রোগীর যত্নের চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর নির্ভর করে রোগীর সুস্থতা। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ১৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক এফএনডি (কার্যকরী নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার) সচেতনতা দিবস পালিত হয়। এই দিবসটির লক্ষ্য হচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করা, এফএনডি প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য গবেষণার অগ্রগতি করা। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে স্নায়বিক রোগ সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান নেই। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের খবরের আলোকে জানা যায়, দেশে বয়স্ক মানুষের স্নায়বিক রোগ, পারকিনসন্সের মতো মস্তিষ্ক ক্ষয়জনিত রোগ বা বিভিন্ন ধরনের ডিমেনসিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। স্নায়বিক রোগেই এখন দেশে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হচ্ছে। এসব রোগের চিকিৎসায় দেশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জনবল ও যন্ত্রপাতির মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন স্নায়বিক রোগের মধ্যে রয়েছে– আলঝেইমার, মাইগ্রেন, এপিলেপসি, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পারকিনসন, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, অ্যাফেসিয়া, ডিসারথ্রিয়া। এসব মস্তিষ্কের স্নায়বিক রোগ। এছাড়া মেরুদ-ের কিছু স্নায়বিক রোগ রয়েছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, ডাইসঅটোনোমিয়া, মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রোফি, অ্যামিওট্রফিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস প্রভৃতি। ওয়ার্ল্ড হেলথ জার্নালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে জানা গেছে, বিশ্বের প্রধান স্নায়বিক রোগের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে পারকিনসন্স। বিশ্বব্যাপী ১০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। রোগটির ভয়াবহতার কথা আলোচনায় আনার জন্য ১১ এপ্রিল বিশ্ব পারকিনসন্স দিবস পালন করা হয়। যদিও আমাদের দেশে এই দিবসটির আনুষ্ঠানিক কোন স্বীকৃতি নেই! চিকিৎসকদের অনেকেই এই রোগটি সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা রাখেন না। এমনকি অনেক নিউরো বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেও ধারণা না রাখার বিষয়টি প্রযোজ্য। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মস্তিষ্কের রোগসম্পর্কিত বিভিন্ন অধ্যায় ঘেটে জানা গেছে, পারকিনসন্স মূলত একটি মস্তিষ্কের রোগ। কোনো কারণে মস্তিষ্কের সাবস্ট্যান্টিয়া নিগ্রা নামক অংশের স্নায়ু কোষের ক্ষতির কারণে ডোপামিনের উৎপাদন কমে গেলে বা সমস্যা হলে এই রোগ হয়। আসলে, মস্তিষ্কের এই অংশে ডোপামিন তৈরি হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে ধীরগতি অনুভব করতে শুরু করে এবং তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অভাব এবং ভারসাম্যসম্পর্কিত সমস্যা অনুভব করে। সেই সঙ্গে মাংসপেশিতে শক্ত হওয়া বা এর পাশাপাশি শরীর

গবেষকরা জানাচ্ছেন, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩০ বছরের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই ৩১ বছরের সময়কালে ১৮ শতাংশ বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুজনিত রোগের হার। পাশাপাশি কমেছে মানুষের আয়ুও। আগে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ৩৭৫ মিলিয়ন বছর আয়ু কমত। বর্তমানে তা ৪৪৩ মিলিয়ন বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আগের তুলনায় আরও কমছে মানুষের আয়ু। গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ, ইনজুরিস অ্যান্ড রিস্ক ফ্যাক্টর স্টাডিজ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে জনসংখ্যার মধ্যে বেশি বয়সের মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যার ফলে মোট আয়ুও কমতির পথে। স্নায়বিক স্বাস্থ্যহানির পেছনে বেশ কিছু রোগের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে জানান গবেষকরা। চিকিৎসা সেবাদান অত্যন্ত মানবিক পেশা। কিন্তু অবকাঠামোর অভাব, সংশ্লিষ্টদের অদক্ষতা, দায়িত্ববোধের ঘাটতির পাশাপাশি অব্যবস্থার দায় সরকার এড়াতে পারে না। চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপর্যয় রোধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার বিকল্প নেই। কী করে চিকিৎসাকেন্দ্রের নামে এতো 'বাণিজ্যকেন্দ্র' গড়ে উঠছে, যা চরম জীবনঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে– এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার দায়ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এড়াতে পারে না। চিকিৎসাকেন্দ্রে অনুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি চিকিৎসায় অবহেলাজনিত কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ের দৃষ্টান্তযোগ্য প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যদি যথাযথ সংস্কার অবিলম্বে না করা হয় তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি অধরাই রয়ে যাবে

কাঁপানো, হাঁটা, কথা বলা, ঘ্রাণ ও ঘুমের সমস্যা এবং পায়ে কোষ্ঠকাঠিন্য ও অস্থিরতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। পারকিনসন্স রোগের লক্ষণগুলো প্রায়শই শরীরের একপাশে বা একটি অঙ্গ থেকে শুরু হয়। কিন্তু এই রোগের প্রভাব যত বাড়তে থাকে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও এর প্রভাব পড়তে থাকে। পারকিনসন্সের উন্নত পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে যেহেতু এসব রোগ সম্পর্কে কোন গবেষণা নেই, সে কারণে পারকিনসন্স রোগীর কোন পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট কেউ বলতে পারে না। তবে চিকিৎসকদের মতে, এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ল্যানসেট নিউরোলজি জার্নালে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সারা বিশ্বে ৩.৪ বিলিয়ন মানুষ নিউরোলজিকাল ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ স্নায়ুজনিত রোগে ভুগছিলেন তারা। সেই রোগেই মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল বেশি। নিউরোলজিকাল ডিসঅর্ডারগুলোর মধ্যে উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশে জনসংখ্যার পাশাপাশি বেড়েছে পরিবেশের দূষণ, জীবনযাপনের নানা সমস্যা। গবেষকরা জানাচ্ছেন, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩০ বছরের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই ৩১ বছরের সময়কালে ১৮ শতাংশ বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুজনিত রোগের হার। পাশাপাশি কমেছে মানুষের আয়ুও। আগে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ৩৭৫ মিলিয়ন বছর আয়ু কমত। বর্তমানে তা ৪৪৩ মিলিয়ন বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আগের তুলনায় আরও কমছে মানুষের আয়ু। গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ, ইনজুরিস অ্যান্ড রিস্ক ফ্যাক্টর স্টাডিজ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে জনসংখ্যার মধ্যে বেশি বয়সের মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যার ফলে মোট আয়ুও কমতির পথে। স্নায়বিক স্বাস্থ্যহানির পেছনে বেশ কিছু রোগের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে জানান গবেষকরা। চিকিৎসা সেবাদান অত্যন্ত মানবিক পেশা। কিন্তু অবকাঠামোর অভাব, সংশ্লিষ্টদের অদক্ষতা, দায়িত্ববোধের ঘাটতির পাশাপাশি অব্যবস্থার দায় সরকার এড়াতে পারে না। চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপর্যয় রোধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার বিকল্প নেই। কী করে চিকিৎসাকেন্দ্রের নামে এতো 'বাণিজ্যকেন্দ্র' গড়ে উঠছে, যা চরম জীবনঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে– এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার দায়ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এড়াতে পারে না। চিকিৎসাকেন্দ্রে অনুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি চিকিৎসায় অবহেলাজনিত কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ের দৃষ্টান্তযোগ্য প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যদি যথাযথ সংস্কার অবিলম্বে না করা হয় তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি অধরাই রয়ে যাবে। নিত্য নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সংখ্যা না বাড়িয়ে আধুনিক কারিকুলামের সঙ্গে যুক্ত, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষক ও দক্ষ ল্যাব পরিচালনাকারী বাড়াতে হবে। যেহেতু এটা টেকনিক্যাল শিক্ষানির্ভর ব্যবস্থা তাই মেডিকেল কলেজগুলোয় বাড়াতে হবে ল্যাবরেটরির সংখ্যা। এছাড়া আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ শুধু বই মুখস্থ করে, যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়াই নাম-মাত্র চিকিৎসক না হন। চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণায় আরো জোর দিতে হবে, বাড়াতে হবে প্রণোদনা। এই কাজগুলো যদি দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে হয়তো আমরা আমাদের প্রিয়জনদের আরও কিছুদিন ধরে রাখতে পারব। যাপিত জীবনে অসুস্থতা না থাকলে সেটির প্রভাব পরিবার থেকে শুরু করে দেশের জন্যও মঙ্গলকর হবে। সুতরাং সকলের সুস্থ জীবন কাম্য।

[লেখক : সংবাদকর্মী]

কানাডায় স্ট্রিট ফেস্টিভালে গাড়ি নিয়ে হামলা, নিহত বেশ কয়েকজন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রিটিশ কলাম্বিয়া রাজ্যের রাজধানী ভ্যাঙ্কুভারে উৎসবরত জনতার ওপর গাড়ি নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ফিলিপাইনের জনপ্রিয় লাপু লাপু স্ট্রিট ফেস্টিভালে অংশ নেওয়া লোকজনের ভিড়ে এক ব্যক্তি সজোরে গাড়ি উঠিয়ে দিলে বেশ কয়েকজন লোক নিহত ও আরও অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হামলায় জড়িত গাড়িচালককে আটক করা হয়েছে তবে তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। খবর আলজাজিরার। কানাডার সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের একদিন আগে ভ্যাঙ্কুভারের ফরটি ফার্স্ট ইস্ট অ্যাভিনিউয়ে স্থানীয় সময় রাত ৮টায় হামলার এই ঘটনা ঘটে। ফিলিপাইনের লাপু লাপু দিনকে স্মরণ করে লোকজন এখানে জমায়েত হয়েছিল উৎসবে অংশ নিতে। ঘটনার পরপরই কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে গভীর দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন, আজ সন্ধ্যায় ভ্যাঙ্কুভারের লাপু লাপু উৎসবে ভয়ঙ্কর এই ঘটনার কথা শুনতে পেয়ে আমি ভীষণভাবে মর্মাহত। তবে এই ঘটনাকে সন্ত্রাসী কাজ হিসেবে বর্ণনা করছে না দেশটির পুলিশ বিভাগ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক ক্ষুদে বার্তায় পুলিশ বলে, আমরা নিশ্চিত যে এই ঘটনা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। এদিকে, উৎসবে অংশ নেওয়া লোকজনের সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের অন্যতম নামকরা দৈনিক দি ভ্যাঙ্কুভার সান বেশ কয়েকজনের মন্তব্য তুলে ধরেছে। এদের মধ্যে বাও বানস কোম্পানির ইয়োসেব ভার্দে নামের এক ট্রাক মালিক বলেন, আমি গাড়ির চালককে দেখতে পাইনি। যা শুনেছি তা ছিল কেবল ইঞ্জিনের শব্দ। আমি আমার খাবারের ট্রাক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, বেরিয়ে দেখেছি চার দিকে বেশকিছু মৃতদেহ পড়ে আছে। পুরো ব্লকজুড়ে ওই চালক তার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা ছিলাম মাঝখানে। ইয়োসেব ভার্দে আরও বলেন, আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, তারা যা ঘটেছে তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেখানে পড়েছিল কারো মা, কারো সন্তান বা কারো স্ত্রী। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন পুরো ঘটনা যেখানে ঘটে সেটি মূলত ছিল অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। ক্রিস পাংলিনান নামে টরোন্টো ভিত্তিক এক সাংবাদিক গণমাধ্যমকে বলেন, অনুষ্ঠানের আয়োজকরা যখন রাস্তা থেকে ব্যারিকেড তুলে নিতে শুরু করে ঠিক তখনি একটি গাড়ি জটলা থেকে সজোরে জনতার ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকশ লোকের এই জমায়েতে চালকের গাড়ি নিয়ে আঘাত করার পরিস্থিতিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। পরে পুলিশ ওই চালককে আটক করে। তবে তার নাম প্রকাশ করেনি তারা।

আরব সাগরে যুদ্ধজাহাজ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে আরব সাগরে একাধিক অ্যান্টি-শিপ (জাহাজ বিধ্বংসী) ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনী। ভারতীয় নৌবাহিনী বলছে, এ সফলতা দেশের সমুদ্র নিরাপত্তা ও যুদ্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। গতকাল রোববার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আরব সাগরে মোতায়েন ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ থেকে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রসহ ভূমি বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের নিক্ষেপের একাধিক দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছে নৌবাহিনী। ভারতীয় নৌবাহিনী এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে জানায়, 'দীর্ঘ পাল্লার নির্ভুল হামলার সক্ষমতা যাচাই ও প্রদর্শনের অংশ হিসেবে প্ল্যাটফর্ম, সিস্টেম ও ক্রুদের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে একাধিক সফল অ্যান্টি-শিপ মিসাইল পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

ভারতীয় নৌবাহিনী দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, বিশ্বাসযোগ্য ও ভবিষ্যতমুখী।' এনডিটিভি জানিয়েছে, এই পরীক্ষাগুলো এমন এক সময় পরিচালিত হয়েছে, যখন জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ২২ এপ্রিল এক হামলায় অন্তত ২৬ জন নিহত হয়। ওই ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। পাকিস্তান নৌবাহিনীর নির্ধারিত সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল পরীক্ষার আগে ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কাশ্মীরে হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিতের পদক্ষেপ। অন্যদিকে, পাকিস্তান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, সিন্ধু নদের পানি বন্ধ করা হলে তা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল হবে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যেই পরপর তিন রাত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলওসি) ভারত ও পাকিস্তান সেনাদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে।

চীনের ঐতিহ্যবাহী চা অঞ্চল এখন কফির স্বাদেও মাতোয়ারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের পাহাড়ঘেরা এক ক্যাফেতে লিয়াও শিহাও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কফি বিন দিয়ে তৈরি করছেন গরম কফি। এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পানীয়ের মাঝে এটি এখন এক আধুনিক সংযোজন। চীনের পু'এর থেকে এএফপি জানায়, শত শত বছর ধরে ইউনান প্রদেশের পু'এর অঞ্চল তার সমৃদ্ধ ফারমেন্টেড চায়ের জন্য বিখ্যাত, যাকে কখনো কখনো 'পু-এহ' চা হিসেবেও ডাকা হয়। এই চা পূর্ব এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিত। কিন্তু এখন যখন তরুণ চীনারা তীব্র এসপ্রেসো, ফেনাযুক্ত লাটে ও ফ্ল্যাট হোয়াইটের স্বাদে আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন অনেক চাষি ঐতিহ্যবাহী চায়ের পাশাপাশি কফি উৎপাদনের দিকেও ঝুঁকছেন। 'মানুষ এখন আমাদের হাতে তৈরি ড্রিপ কফি চেখে দেখতে আসছেন এবং এর স্বাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিতে পারছেন,' এএফপিকে বলেন ২৫ বছর বয়সী লিয়াও। 'আগে তারা বেশিরভাগই বাণিজ্যিক কফির দিকেই ঝুঁকতেন, হাতে তৈরি শিল্পকর্মের মতো কফিতে আগ্রহ দেখাতেন না,' যোগ করেন তিনি। লিয়াওর পরিবার তিন প্রজন্ম ধরে 'শিয়াওওয়াজি' নামে পরিচিত কফি খামার পরিচালনা করছে। ছায়াঘেরা একটি উপত্যকায় অবস্থিত এই খামারে খাড়া পাহাড়ের ঢালে সারি সারি চিকন কফি গাছের সমাহার। গাছের চেরির মতো ফল কাঠের পাটাতনে শুকানো হয়। এ মাসে এএফপি যখন খামারটি পরিদর্শন করে, তখন দেখা যায়, বেশ কিছু পর্যটক সবুজ ঢালের দিকে মুখ করে ক্যাফেতে বসে বিশেষ ধাঁচের কফি উপভোগ করছেন। 'খুবই ভালো,' বললেন ২১ বছর বয়সী কাই শুউয়েন, যিনি বার স্টুলে বসে একের পর এক নমুনা কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন। 'যদিও কিছু বিন আমার ধারণার চেয়ে একটু টক লাগছে, আবার কিছু তো আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

কফির সাফল্যের গল্প সরকারি তথ্যমতে, প্রতি বছর পু'এর অঞ্চলের খামারগুলো চীনের বড় বড় শহরে হাজার হাজার টন কফি বিক্রি করে। বেইজিং ও সাংহাইয়ের মতো মহানগরগুলোতে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমৃদ্ধ ক্যাফে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। কফি রোস্টিং ও বারিস্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লিয়াও মনে করেন, তার নিজের অঞ্চলের কফি 'ক্রিমের মতো স্বাদযুক্ত এবং পেলব, আঁঠালো মুখভরা অনুভূতি' দেয়।

ইরানের বন্দরে বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ২৫, আহত সাত শতাধিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর আব্বাস বন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ জন। আহত হয়েছেন সাত শতাধিক মানুষ। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের জিও নিউজ। জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত শনিবার ওমানে ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় দফা পারমাণবিক আলোচনা শুরু হওয়ার সময় ইরানের আব্বাস বন্দরের শহীদ রাজাই অংশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে, তবে দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। ইরানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র হোসেইন জাফরি শহীদ রাজাইতে বিস্ফোরণের জন্য রাসায়নিকের দুর্বল মজুতকে দায়ী করেছেন। ইরানের আইএলএনএ সংবাদ সংস্থাকে তিনি বলেন, "কন্টেইনারের ভেতরে থাকা রাসায়নিকই ছিল বিস্ফোরণের কারণ।"জাফরি বলেন, "এর আগে, সংকট ব্যবস্থাপনার মহাপরিচালক বন্দর পরিদর্শনের সময় এখানে সতর্কতা দিয়েছিলেন এবং বিপদের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিলেন।"ইরান সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, "রাসায়নিক পদার্থের কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, যদিও সঠিক কারণ নির্ধারণ করা এখনও সম্ভব হয়নি।" ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন। ইরানের সরকারি সংবাদ চ্যানেলগুলো বিস্ফোরণের পর বন্দরের উপরে কালো ও কমলা রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ে যাওয়ার এবং একটি অফিস ভবনের দরজা উড়ে যাওয়ার এবং কাগজপত্র ও ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ার ফুটেজ প্রচার করেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মতে, কৌশলগত হরমুজ প্রণালীর কাছে অবস্থিত শহীদ রাজাই বন্দরটি ইরানের বৃহত্তম কন্টেইনার হাব, যা দেশের বেশিরভাগ কন্টেইনার পণ্য পরিবহন করে।

ফ্রান্সে মসজিদে ঢুকে নামাজরত ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফ্রান্সের দক্ষিণে গার্ড অঞ্চলের লা গ্র্যান্ড-কম্ব গ্রামে গত শুক্রবার মসজিদে হামলা চালিয়ে নামাজরত এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতের পর চিৎকার করে ইসলামের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্যও করে এবং নিজের মোবাইল ফোনে ঘটনার ভিডিও ধারণ করে। গত শনিবার ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বেরু এ ঘটনার নিন্দা করেছেন। পুলিশ খুনিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্স-পোস্ট বেরু লিখেছেন, 'গতকাল একজন নামাজীকে হত্যা করা হয়েছে।' 'এক ভিডিওতে ইসলামবিদ্বেষী নৃশংসতা প্রদর্শিত হয়েছে।' ফরাসি প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন 'আমরা ভুক্তভোগীর প্রিয়জনদের ও শোকার্তদের পাশে আছি। খুনিকে গ্রেপ্তার ও তার শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাজে লাগানো হচ্ছে।

সার্বিয়ায় অনলাইন ক্লাসের বিরুদ্ধে রাস্তায় শিক্ষার্থীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অনলাইন ক্লাসের প্রতিবাদে সার্বিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী নভি সাদে শনিবার হাজারো নাগরিক, বিশেষ করে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে এসেছে। চলমান দুর্নীতিবিরোধী- আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় অবরোধকে পাশ কাটাতে সরকার অনলাইন ক্লাস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা

অভিযোগ করেছে। সার্বিয়ার নভি সাদ থেকে এএফপি জানায়, নভি সাদে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ কয়েক মাস ধরে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলনের সর্বশেষ ধাপ। নগরীর একটি রেলস্টেশনের ছাদ ধসে ১৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় যে ক্ষোভের সূত্রপাত, তা-ই মূলত এই আন্দোলনের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অনেকের মতে, দুর্ঘটনাটি সরকারি দুর্নীতির নগ্ন প্রমাণ। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সার্বিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পায়ে হেঁটে ও সাইকেল চালিয়ে নভি সাদে পৌঁছায়। গত শনিবার সকালে তারা ১৬ মিনিটের নীরবতা পালন করে দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলে বড় আকারের প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের পর সার্বিয়ায় এটি সবচেয়ে বড় গণআন্দোলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় অবরোধকে 'অবৈধ' ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি মাসে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কর্মীদের ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, ক্লাসগুলো অনলাইনে নেয়া হবে। গত শনিবারের প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'অনলাইন ক্লাস কোনো সমাধান নয় এবং এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।' বেলগ্রেডের এক উচ্চবিদ্যালয়ের ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থী মাতেয়া ফেইন্দোভিচ, যিনি হেঁটে নভি সাদে এসেছেন, বলেন, 'অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে বিদ্যালয় অবরোধ থামানো যাবে না। আমরা অনলাইন ক্লাসে অংশ নেব না। এই শিক্ষাবর্ষ চালিয়ে যাওয়ারও কোনো মানে নেই, কারণ আমরা ইতিমধ্যে পাঁচ মাস ধরে ধর্মঘটে আছি।' সঙ্গীত পরিবেশন ও শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিবাদ সমাবেশ রাত গভীর পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে। ইউনিয়নগুলোর দাবি, বিদ্যালয় অবরোধে অংশ নেয়ায় কিংবা কাজ না করায় প্রায় ২০ হাজার শিক্ষককে বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় বড় বড় শহরগুলোতে শত শত হাজার মানুষ আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে। প্রতিবাদকারীদের চাপের মুখে জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং সরকার ভেঙে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী প্রেসিডেন্ট আলেকসান্ডার ভুচিচ কখনো সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন, আবার কখনো শিক্ষার্থীদের 'রাষ্ট্রের জন্য হুমকি' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বিনোদন

কানে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বিভাগে লড়বে 'আলী'

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৮তম আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িয়ে গেল বাংলাদেশের নাম। উৎসবের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বিভাগে লড়তে যাচ্ছে দেশের সিনেমা 'আলী'। কানের অফিসিয়াল সিলেকশনের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বিভাগে দেশের কোনো সিনেমার তালিকাবদ্ধ হওয়া এটাই প্রথম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সিনেমার সঙ্গে 'আলী' লড়বে পাম দি'অর বা স্বর্ণপামের জন্য। স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন আদনান আল রাজীব। এর প্রযোজনায় আছেন দেশের তানভীর হোসেন এবং ফিলিপাইনের ক্রিস্টিন ডি লিওন। সিনেমাটির লাইন প্রোডাকশন কোম্পানি 'রানআউট ফিল্মস'। এমন একটি ঘটনা দেশের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের তো আনন্দিত করবেই, তরুণদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করেন প্রযোজক তানভীর হোসেন। তিনি বলেন, স্বল্পৈদর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে তো আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেই না। কিন্তু এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই একজন তরুণ-নবীণ বড়-অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। আমাদের সিনেমা কানের মূল প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নেওয়াটা একটা ইন্সপায়ারিং ঘটনা বলেই মনে করি। এই জায়গা করে নেওয়ার মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, আমরাও বিশ্ব মানের কাজ করি। নিয়মের কারণে 'আলী' সিনেমাটি নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারলেন না নির্মাতা আদনান আল রাজীব। জানালেন ২০২৪ এর নভেম্বরে সিলেটে হয়েছে এর দৃশ্যধারণ। গল্পের সামান্য ধারণা দিয়ে আদনান বলেন, ব্যক্তিজীবনের ভেতর দিয়ে আমরা একটা অনিবার্য সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। সহজ-সরল-সুন্দর ঢংয়েই কাজটি করার চেষ্টা ছিল আমাদের। নির্মাতা আদনান ও প্রযোজক তানভীরের এবারের কান যাত্রা এখানেই শেষ নয়। 'আলী' সিনেমাটির মূল প্রোডাকশন কোম্পানি 'ক্যাটালগ'। প্রতিষ্ঠানটি মূলত আদনান আল রাজীব, তানভীর হোসেন, ক্রিস্টিন ডি লিওন ও আরভিন বেলারমিনোর নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাণে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল ক্যাটালগ।

অস্ট্রেলিয়াতে 'বরবাদ'- এর টিকিট নিয়ে চলছে কাড়াকাড়ি

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে সাড়া জাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালির পর এবার অস্ট্রেলিয়াতে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খান অভিনীত সিনেমা 'বরবাদ'। অস্ট্রেলিয়াতেও হাউজফুল যাচ্ছে সিনেমাটি। জানা গেছে, গত শনিবার প্রথমদিনে সিডনির ব্যাংকস টাউনে দুটি শো রাখা হয়েছিল। কিন্তু সিনেমাহলে গিয়ে অনেকেই টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় 'বরবাদ' মুক্তি দিয়েছে ঈগল এন্টারটেইনমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর সাব্বির চৌধুরী সম্প্রতি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, যারা অগ্রিম টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন তারাই সিনেমাটি দেখতে পাচ্ছেন। অনেকে অন্য সিনেমা দেখতে এসে পরে 'বরবাদ' দেখতে চাইছেন, কিন্তু টিকিট পাচ্ছেন না। তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে। কারণ টিকেট আগেই সোল্ডআউট। শুরুটা দারুণভাবে হচ্ছে। সামনের দিনগুলো অনেক ভালো যাবে। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত 'বরবাদ'-এ শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী ইধিকা পাল। আরও আছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, যীশু সেনগুপ্ত, শ্যাম ভট্টাচার্য, মানব সাচদেভ প্রমুখ। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া, কুইনসল্যান্ড, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটোরি, নর্দার্ন টেরিটোরি এবং নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড এবং তাউরাঙ্গা শহরগুলোতে চলছে 'বরবাদ'। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও নিউজিল্যান্ডেও চলছে সিনেমাটি।

কাশ্মিরের ঘটনা নিয়ে যা বললেন শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক :" কাশ্মিরের প্যাহেলগাঁওয়ে স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় প্রাণ হারায় বহু পর্যটক। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৬ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি ভারতীয় গণমাধ্যমের। আর এতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ সারা ভারতবর্ষ। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বলিউডের তাবড় তারকারা; ইন্ডাস্ট্রির কিং শাহরুখ খানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিং খান সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় লিখেছিলেন, 'প্যাহেলগাঁওয়ে যে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে, তাতে শোকপ্রকাশের কোনো ভাষা নেই। এই সময়ে শুধু বিধাতার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনও কিছুই করার থাকে না। এ ঘটনার ন্যায়বিচার চাইছি'। তবে কাশ্মিরে হামলার এই ঘটনায় ধর্মীয় বিষয় উঠে আসছে, আসছে মৌলবাদের বিষয়টিও; একই ধারায় ইসলাম ধর্মের দিকেও আঙুল তোলা হচ্ছে। এমন আবহে শাহরুখ খানের একটি পুরোনো ভিডিও ভাইরাল; যেখানে শাহরুখ খান ইসলামের 'জিহাদ' কথাটির ব্যাখ্যা দেন। ভাইরাল সেই ভিডিওতে শাহরুখকে বলতে শোনায়, 'আমি মুসলিম, আমাদের ধর্মে একটা শব্দ রয়েছে, চিরকাল যার অপব্যবহার হয়ে আসছে, সেটা হল জিহাদ।

যে শব্দের আসল অর্থ হল, আমাদের খারাপ চিন্তাভাবনা দূর করা কিংবা ভেতরের খারাপ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা-এটাকেই বলে জিহাদ। জিহাদের মানে যেখানে সেখানে মানুষ খুন করে বেড়ানো নয়।' বলিউড বাদশা কখনও তার সিনেমার মাধ্যমে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছেন। আবার কখনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলে সকল ধর্ম নির্বিশেষে দেশের দুস্থদের সাহায্যও করেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী তিনি। শুধু তাই নয়, নিজের তিন সন্তানকে কোনো ধর্মের আদর্শে বড় না করে শুধু ভারতীয় পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঠ দিয়েছেন তিনি।

ভারতে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের রহস্যজনক মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক : ২৪ বছর বয়সেই মারা গেলেন ভারতের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর মিশা আগারওয়াল। তার পরিবার জানিয়েছে। এরপর ২৫ এপ্রিল মিশার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি বিবৃতির মাধ্যমে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তার প্রয়াণের খবর প্রকাশ হতেই এমন আচমকা শোকস্তব্ধ অনুসারীরা। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, সামাজিক মাধ্যমে মিশার জনপ্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। ইনস্টাগ্রামে তার ফলোয়ারের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখেরও বেশি। মূলত কমেডি ভিডিও নির্মাণের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন মিশা। তার প্রায় প্রতিটি ভিডিওই ভাইরাল হয়ে উঠত মুহূর্তের মধ্যে। ২৬ এপ্রিল ছিল মিশার জন্মদিন। বেঁচে থাকলে ২৫ বছরে পা দিতেন তিনি। তার আগেই, জীবনের পথচলা থেমে গেল এই তরুণ প্রতিভার। মিশার বাবা-মা একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে তার মৃত্যুর খবর জানান। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে তারা লেখেন, 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, আপনাদের প্রিয় মিশা আগারওয়াল আর আমাদের মধ্যে নেই। আপনারা যেভাবে মিশাকে ভালোবেসেছেন ও সমর্থন করেছেন, তার জন্য আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ। বাবা-মা হিসেবে আমরা মিশার জন্য গর্বিত।

নতুন রেকর্ড গড়ল 'জংলি'

বিনোদন ডেস্ক : ঈদুল ফিতরে অল্প কিছু হলে কমসংখ্যক শো নিয়ে মুক্তি পায় সিয়াম আহমেদের 'জংলি'। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই ছবিটির বেশির ভাগ শো হাউসফুল ছিল। অনেকে সিনেপ্লেক্সে এসে টিকিট না পেয়ে ফিরেও গেছেন। দর্শকচাপে সিনেপ্লেক্সে শো বাড়তে থাকে। শুধু তাই নয়, সিঙ্গেল স্ক্রিনেও সিনেমাটি দর্শকেরা পছন্দ করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় ২৬তম দিনে এসে সিনেমাটি গড়েছে এক রেকর্ড। এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ গ্রস আয়ের রেকর্ড করেছে 'জংলি'। এদিন বিশ্বব্যাপী 'জংলি' আয় করে ৩৫ লাখ ১১ হাজার টাকা; যা এখন পর্যন্ত এক দিনে সিনেমাটির সর্বোচ্চ গ্রস আয়। খবরটি জানিয়ে এক ফেসবুক পোস্টে অভিনেতা সিয়াম আহমেদ লিখেছেন, 'আট বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা- সবাই যখন একটা সিনেমাকে আপন করে নেয়, তখন এ রকম ম্যাজিক্যাল কিছুই ঘটতে বাধ্য। মুক্তির ২৬তম দিনে সব মিলিয়ে 'জংলি'র গ্রস কালেকশন প্রায় ৩৫.১১ লাখ টাকা!'

নার্নিয়ায় জাদুকরী দুনিয়ায় যোগ দিলেন এমা ম্যাকি

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী এমা ম্যাকি আবারও ফ্যান্টাসির জগতে ফিরে আসছেন। তবে এবার বার্বি ল্যান্ড ছেড়ে পা রাখছেন জাদুময় নার্নিয়ায়। সেক্স এডুকেশন এবং বার্বি খ্যাত অভিনেত্রী এমা ম্যাকি সম্প্রতি গ্রেটা গারউইগ পরিচালিত নেটফ্লিক্সের আসন্ন 'দ্য ক্রনিকলস অব নার্নিয়া' সিনেমায় 'হোয়াইট উইচ' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চূড়ান্ত হয়েছেন। এই চলচ্চিত্রটি ম্যাকি এবং গারউইগের জন্য একটি পুনর্মিলনও বটে, কারণ তারা এর আগে ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার 'বার্বি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। পরিচালক গারউইগ নিজেই আসন্ন এ সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং নতুন এই চলচ্চিত্র পরিচালনাও করবেন তিনি। মার্কিন এক গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সিনেমাটি সি এস লুইসের ফ্যান্টাসি সিরিজের ছয় নম্বর উপন্যাস 'দ্য ম্যাজিশিয়ান'স নেফিউ' এর অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে। এই প্রিক্যুয়েল গল্পে জাদিস নামে পরিচিত 'দ্য হোয়াইট উইচ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর আগে ২০০৫ সালে দ্য লায়ন, দ্য উইচ অ্যান্ড দ্য ওয়ারড্রোব চলচ্চিত্রে টিল্ডা সুইন্টন এই চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছিলেন। নতুন এই অভিযোজনে ম্যাকির পাশাপাশি রয়েছেন মেরিল স্ট্রিপ, যিনি নাকি নার্নিয়ার কেন্দ্রীয় রক্ষক চরিত্র আসলানের কণ্ঠ দান করার জন্য আলোচনায় রয়েছেন। সিনেমাটি ২০২৬ সালের থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে আইম্যাক্সে বিশেষ দুই সপ্তাহের জন্য মুক্তি পাবে এবং এরপর বড়দিনের সময় নেটফ্লিক্সে ছবিটির স্ট্রিমিং শুরু হবে। এমার পাশাপাশি এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন জর্জি হেনলি, স্ক্যান্ডার কেইনস, টিল্ডা সুইন্টনসহ আরও অনেকে। এদিকে এমা ম্যাকি যখন শক্তিশালী হোয়াইট উইচের চরিত্রে এবং গ্রেটা গারউইগ যখন পরিচালকের আসনে, তখন নেটফ্লিক্সের 'নার্নিয়া' ফের এক নতুন সিনেম্যাটিক রূপে সি এস লুইসের জাদুর জগতকে ফুটিয়ে তুলবে বলে মনে করছেন সিনে বিশ্লেষকরা।

বাষট্টিতেও যেভাবে সৌন্দর্য ধরে রেখেছেন ডেমি মুর

বিনোদন ডেস্ক : ৬২ বছর বয়সেও কীভাবে একজন নারী এতটা সুন্দর থাকতে পারেন এবং চমৎকারভাবে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মার্কিন অভিনেত্রী ডেমি মুর। শুধুমাত্র এ কারণেও তিনি অনেক নারীর আদর্শ। চল্লিশ, পঞ্চাশ, এমনকি ষাট বছর বয়স পেরিয়েও জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগ করেন তিনি। মুর বিশ্বাস করেন যে, অতীতের তুলনায় আজ পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা।

এখন বার্ধক্য কাজকে আটকে রাখতে পারে না। এই অভিনেত্রীর মতে, একটা বয়স পর্যন্ত কাজের সুযোগ আসলে থেকেই যায়। তিনি মনে করেন, বার্ধক্য এবং বৃদ্ধ হওয়া এক জিনিস নয়। অভিনেত্রী বলেন, আমি সম্প্রতি এই ধারণাটি নিয়েও ভেবেছি যে, বার্ধক্য এবং বৃদ্ধ হওয়া একই জিনিস নয়। কোনভাবে আমরা এটিকে এক করে ফেলছি এবং বিভ্রান্তি তৈরি করছি। বার্ধক্য আসলে একটি অসাধারণ উপহার।' মুর এমন বার্তাও দেন যে, বার্ধ্যকেও কাজ করার অনেক সুযোগ আছে এবং এখনও তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।

খেতে বোরো ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষক দম্পতি সেলিম মিয়া ও নাজমা বেগম। সুখীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

‘তরুণ মেধাবীরাই আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে’

রাজশাহী প্রতিনিধি : ‘শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সৃজনশীল নৃত্য নৈপুণ্যে মানুষের প্রধান আরাধ্য হলো সৃজিত সম্পদ। মেধাবীদের যোগ্য মূল্যায়নে দেশ আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হচ্ছে তরুণ। তরুণ মেধাবীরাই আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। তরুণ মেধাবীদের হাত ধরে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে তাই ‘মেধা পাক তার যোগ্য প্রাপ্য’ এটাই প্রত্যাশা’- এমনটাই বলেছেন লোকজ সংস্কৃতি চর্চাকারী সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ভঙ্গী নৃত্য শিল্পালয়’ আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহনকারী বক্তারা। সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের সাংস্কৃতিক চর্চায় সমতা আনার লক্ষ্যে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ও আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ‘সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক চর্চায় সৃষ্টিশীল মেধা ও প্রতিভার বিকাশ হোক সর্বত্র’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত শনিবার সকালে রাজশাহীর তানোর পৌর শহরের উপজেলা মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘সুস্থ ধারার সংস্কৃতিক চর্চা করি, অপসংস্কৃতি মুক্ত সমাজ গড়ি’ এ প্রত্যয়ে বিগত ২০১৪ সাল থেকে এগিয়ে চলা রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতি চর্চাকারী সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ভঙ্গী নৃত্য শিল্পালয়’। এতে সহযাত্রী হিসেবে অংশগ্রহণ করে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী (তানোর, রাজশাহী), স্বপ্নচারী যুব উন্নয়ন সংস্থা ও ইয়ুথ এ্যাকশন ফর সোস্যাল চেঞ্জ - ইয়্যাস। আলোচনা সভার পূর্বে বর্ণাঢ্য র?্যালী বের করা হয়। র?্যালীটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলা কমপ্লেক্স চত্বর প্রদক্ষিন করে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকে এসে শেষ হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, স্বপ্নচারী যুব উন্নয়ন সংস্থা’র সভাপতি মো. রুবেল হোসেন মিন্টু। সভাটি সঞ্চালনা করেন, ভঙ্গী নৃত্য শিল্পালয়ের নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক ইসমত আরা মমি এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ফায়সাল চৌধুরী। পরিচালনা করেন, ভঙ্গী নৃত্য শিল্পালয়ের সাধারণ সম্পাদক মো. রবিন শেখ। সভায় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ও আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস এর গুরুত্ব ও ইতিহাস সম্বলিত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ভঙ্গী নৃত্য শিল্পালয় ও ইয়ুথ এ্যাকশন ফর সোস্যাল চেঞ্জ-ইয়্যাস’র সভাপতি লেখক ও উন্নয়নকর্মী মো. শামীউল আলীম শাওন। আলোচনায় অংশ নেন, তানোর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষক মো. আইয়ুব আলী, সাতপুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) মো. মনিরুজ্জামান প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, ‘প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল ‘বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস’ পালন করা হয়।

কাহারোলে ঢেপা নদীতে আবাদ হচ্ছে বোরো ধান

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক কান্তজীউ মন্দিরের পূর্ব পাশ্বে দিয়ে বয়ে যায়ো ঢেপা নদী। কিন্তু কালের বিবর্তনে ভরাট হয়ে ঢেপা নদীর প্রাণ বিলিনের পথে। নাব্য সংকটে নদীর বুকে আবাদ হচ্ছে নানা ধরনের ফসল। অস্থিত হয়ে পড়ে এই নদী এক সময়ের খরো স্রোতা নদীর বুকে দেখা দিয়েছে সবুজ ফসলের মাঠ। শুকনো মৌসমে পানি নেই বর্ষা মৌসমে এই নদী আবার দুই কুল ছাপিয়ে দুরদশার কার হয়। বর্ষার পানি ধারন ক্ষমতা নেই এত করে মৌসুমে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদীটি খননের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়রা জানান, ঢেপা নদী এক সময় অনেক স্রোত ছিল। দূর-দুরান্ত থেকে বড় বড় নৌকা, টলার ও নৌ-যান চলাচল করতো। কিন্তু সময়ের বির্বতনে হারিয়ে গেছে এগুলো। নদীতে পানি দেখা যায় না। বর্ষা কালে যতটুক পানি আসে সেটা অল্পদিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়। বর্তমানে নদীতে আবাদ হচ্ছে রোরো ধান, ভূট্রা সহ বিভিন্ন ফসল। নদীর পাড়ে জেলে পল্লী যখন নদীতে পানি ছিল জেলেরা দিন রাত নদীতে মাছ ধরতো। জেলে পল্লীর রতন জানান, আগে আমাদের গ্রামের লোকজন নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নিরবাহ করতো। এখন নদীতে পানি নেই মাছ ও নেই। আমরা পেশা বদল করেছি। সুন্দরপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ নাসিরুল বলেন, আগে নদীতে সরার বছর পানি থাকত এখন শুকিয়ে গেছে। নদীতে আবাদ হচ্ছে বিভিন্ন ফসল। এব্যাপারে দিনাজপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ফারুক আহমেদড় জানান, ঢেপা নদীর খনন কাজ চলছে। ইতি মধ্যে নদীর দুই পাড় বালু উঠানো হয়েছে।

রাজারহাটে বিশ্ব নবীর কটুক্তিকারীকে গ্রেফতার

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের রাজারহাটে বিশ্ব নবীকে কটুক্তিকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের সোমবারু (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। গ্রেফতারকৃত যুবককে আদালতে পাঠিয়ে ৫দিনের রিমান্ড আবেদন করেছেন কুড়িগ্রাম সদর থানা পুলিশ। বিশ্বনবীর কটুক্তিকারী সাধন চন্দ্র বর্মন ওরফে সোমবারু (৫০) রাজারহাট উপজেলা সদরের ছাটমল্লিকবেগ বোতলারপাড় গ্রামের মৃত-রামকান্ত বর্মনের পুত্র। জানা গেছে, গত শুক্রবার দুপুরে কুড়িগ্রাম সদরের কাঠালবাড়িহাটে বিশ্বনবীকে নিয়ে কটুক্তি মূলক ও আপত্তিকর মন্তব্য করে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষানলে পড়েন সাধন চন্দ্র বর্মন ওরফে সোমবারু। এসময় সে কৌশলে পালিয়ে বাঁচলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সন্ধ্যার মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়। ওইদিন রাতে সোমবারুর বাড়ির এলাকায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন মুসলিম জনতা।

ফকিরহাটে হিংস্র হয়ে উঠেছে রাস্তার কুকুর, জনমনে আতঙ্ক

ফকিরহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহটের ফকিরহাটে হিংস্র হয়ে উঠেছে রাস্তায় থাকা মালিক বিহীন পথ কুকুর। এদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে আহত হচ্ছে মানুষ, গরু, মহিষ সহ বিভিন্ন গবাদীপশু। টেনে হিঁছড়ে খেয়ে ফেলছে ছাগল, ভেড়া, খরগোস, হাঁস-মুরগীর মত ছোট ছোট প্রাণি। এসব দলবদ্ধ কুকুর এখন ফকিরহাট জনপদে মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্য মতে, গত ১৫ দিনে কুকুর ও বিড়ালের আক্রমনে আহত হয়ে ১০২ জন ব্যক্তি জলাতঙ্কের সরকারি (র‍্যাবিস ভ্যাকসিন) টিকা নিয়েছেন। সরকারি এই হাসাপাতলে গড়ে প্রতিদিন ৭ জন আহত ব্যক্তি র?্যাবিস ভ্যাকসিন নিতে আসেন। গত দেড় বছরে এখান থেকে ২ হাজার ৫৯ জন আহত ব্যক্তি ৬ হাজার ১৭৭ ডোজ সরকারি র‍্যাবিস টিকা গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) মো. কামাল হোসেন। তবে উপজেলায় কুকুর ও বিড়াল দ্বারা আক্রান্ত আহত ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়গনিষ্টিক সেন্টারে ধনী ব্যক্তিরা টিকা কিনে ব্যবহার করেন। এছাড়া আক্রান্তের একটি বড় অংশ টিকা না নিয়ে গ্রাম্য ফকিরদের দিয়ে টোটকা চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক করাচ্ছেন। মানুষের বাইরেও প্রতিদিন বিরাট সংখ্যক গবাদী পশু কুকুরের কামড়ে আহত হচ্ছে। অনেকে আক্রান্ত পশু টিকা দিতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে নিয়ে যাচ্ছেন। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও উপজেলায় আনুমানিক ৮ থেকে ১০ হাজার কুকুর আছে বলে ধারণা করছেন স্থানীয় মানুষজন।

যন্ত্র নিয়ে গ্রামে-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ধান ভানার কাজ করেন বিদ্যুৎ বিশ্বাস। প্রতি মণ ধান ভানতে নেন ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকা। আমবাড়িয়া, দিঘলিয়া, খুলনা।

অগ্নিকান্ডে বসতঘর ভস্মিভূত তিনজন আহত

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার গৌরনদী উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের পশ্চিম বাউরগাতি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে একটি বসতঘর সম্পূর্ন ও অপর আরেকটি আংশিক ভস্মিভূত হয়েছে। আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ারকর্মী মেহেদী হাসানসহ তিনজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক রিফাত আরা মৌরি। এসময় তিনি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সাধ্য অনুযায়ী সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন জানিয়েছেন, গত শনিবার দিবাগত রাতে ওই গ্রামের আব্দুল মন্নান মিয়ার বসতঘরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারনে অগ্নিকান্ডের সুত্রপাত ঘটে। মুহুর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পরলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় ঘন্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে আব্দুল মন্নান মিয়ার বসত ঘর সম্পূর্ন এবং পার্শ্ববর্তী রফিকুল ইসলামের দালানের আংশিক ভস্মিভূত হয়। অগ্নিকান্ডে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মতলব উত্তরে ম্যাগাজিনসহ বিদেশি পিস্তল উদ্ধার

মতলব উত্তর, চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ম্যাগজিনসহ ১টি সক্রিয় বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। মতলব উত্তর থানা পুলিশ এ ম্যাগাজিন ও বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করেন। জানা যায়, মতলব উত্তর থানায় এসআই(নিঃ) মোঃ জাফর আহমেদ, এএসআই(নিঃ) মোঃ রবিউল হোসেন সংগীয় ফোর্সসহ রাত্রীকালিন টহল ডিউটির সময় করাকালীন রাত আড়াইটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার সাদুল্লাহপুর ইউপির বেড়িবাধ সড়ক সংলগ্ন নয়াকান্দি ব্রীজের গোড়ায় ঝোপঝাড়ের ভিতরে প্লাস্টিকের ব্যাগে রক্ষিত ম্যাগজিনসহ ১টি সক্রিয় বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করে।

ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন ভান্ডারের ফ্যাক্টরির বর্জ্য পানির দুর্গন্ধে মানুষ অতিষ্ট

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : পাটকেলঘাটায় ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন ভান্ডারের ফ্যাক্টরির বর্জ্য পানির দুর্গন্ধে সাধারণ মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। সরেজমিনে দেখা যায় ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন ভান্ডারের ফ্যাক্টরির বর্জ্যপানির দুর্গন্ধ এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। বছরের পর বছর এই মিষ্টির কারখানার পানি অপরিকল্পিতভাবে পার করছে। এই পানির দুর্গন্ধে এলাকার মানুষের বিভিন্ন রোগবালাই লেগেই থাকে। সর্বশেষ স্থানে পানি পৌঁছায় সেখানে একটি হাইস্কুল রয়েছে এই দুর্গন্ধের কারণে ছেলেমেয়েরা ঠিকমত ইস্কুলে যায় না। আশেপাশে যেসব ঘরবাড়ি- দোকানপাট রয়েছে তাদের অনেকেই বলে আপনাদের মত অনেক লোক আসে ভিডিও করে চলে যায় কিন্তু আমাদের কোন প্রতিকার হয় না। হারুনা রশিদ কলেজের প্রভাষক মোঃ সুজায়ে আলী বলেন আমরা অনেক অভিযোগ করেছি কিন্তু কোন সমাধান পাইনি। এই পানির দুর্গন্ধে আমরা বাসায় ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া চলাফেরা করতে পারিনা। মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন আমার মেয়ে গর্ভবতী ছিল শুধু দুর্গন্ধের কারণে আমার বাসায় রাখতে পারি নাই। আমার বাড়ির আশেপাশে যেসব বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে তারা কোন না কোন রোগে ভুগতে থাকে। পাটকেলঘাটা হারুনার রশিদর ডিগ্রী কলেজের ইংরেজি প্রভাষক নাজমুল হক বলেন, বলফিন মোরে আমার পপুলার ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে রোগীরাও এই দুর্গন্ধে এখানে থাকতে চায়না। নাম বলতে অনিচ্ছু অনেক দোকানদার বলেন আমাদের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারিনা। ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক শিবু ঘোষ আমাদের পাশের দোকানদার কিন্তু দুর্গন্ধের কোন প্রতিকার করে না। এ ব্যাপারে শিবু ঘোষের কাছে জানতে চাইলে বলেন আমি এই পানি গাড়িতে করে বাইরে নিয়ে ফেলা যায় তার পরিকল্পনা করছি। শিবু ঘোষের ছেলে আশিক ঘোষ উত্তেজিত হয়ে বলেন আপনারা এখানে ভিডিও করার সাহস কোথায় পেলেন। তালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ রাসেল বলেন আমি পাটকেলঘাটা আমিরুন্নেছা স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম সেখানেও দুর্গন্ধ পেয়েছি আমি প্রাথমিক নোটিশ করে দিচ্ছি।

ইসলামপুরে দায়িত্ব অবহেলায় ৫ শিক্ষকসহ ৪ পরীক্ষার্থী বহিস্কার

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের ইসলামপুরে চলমান এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বে অবহেলার দায়ে পাঁচজন শিক্ষক এবং অসাদুপায় অবলম্বনের দায়ে চার পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হয়েছে। উপজেলার ৪নং চর উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে আচারণ বিধি না মেনে দায়িত্ব অবহেলার দায়ে ওই শিক্ষকদের এবং অসাদুপায় অবলম্বনে ৪ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার হয়। বহিস্কৃত সহকারী শিক্ষক ডিগ্রীর চর উচ্চ বিদ্যালয়ের নাছিমা বেগম, বেনুয়ার চর এম এইচ উচ্চ বিদ্যালয়ের আলম ওয়ালিউল্লাহ, শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শাহজাহান কবির, ৪নং চর হাই স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ রহুল আমিন ও পোড়ার চর আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের রাসেল সরদার। কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, বহিস্কৃত শিক্ষকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কক্ষ ছেড়ে অন্য কক্ষে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরে সহযোগিতায় আচারণ বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ত থাকার দায়ে তাদেরকে বহিস্কার করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা জানান, এ উপজেলায় মাধ্যমিকে ২হাজার ৭শ ৭৪জন, দাখিল ৯শ ৫জন, ভোকেশনালে ৫শ ৪৮ জনসহ মোট ৪হাজার ২শ২৭জন পরিক্ষার্থী ১০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ তৌহিদুর রহমান বলেন, দায়িত্বে অবহেলার দায়ে ৫ জন শিক্ষক ও অসাদুপায় অবলম্বনে তাদের ৪ পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হয়েছে। চলমান পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে উপজেলা প্রশাসন তৎপর রয়েছে।

ডিপ্লোমা নার্সদের স্নাতক পাশ সমমান করার দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ

বরগুনা প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সকে স্নাতক সমমান (ডিগ্রি পাস কোর্স) করার ১ দফা দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছেন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট নার্সেস ইউনিয়ন (বিডিএসএনইউ) বরগুনা জেলা শাখা। বরগুনা প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বলেন, তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সকে স্নাতক পাস এর সমমান করতে হবে। কারন আমরা কোর্সের পাশাপাশি কর্মরত নার্সদের পাশাপাশি আমরা শিক্ষার্থীরা জনসাধারণকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। তার বিনিময়ে আমরা কিছুই পাচ্ছিনা। যতক্ষণে আমাদের এই এক দফা দাবি আদায় না হচ্ছে ততক্ষণে আমরা হাসপাতালে রোগীদের সেবায় যাচ্ছি না।

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য শুকনা ভুট্টাগাছ নিয়ে যাচ্ছেন একজন। চকক্যাতুলী, গাবতলী, বগুড়া।

রামুতে ফাঁস দিয়ে যুবকরে আত্মহত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি : রামু উপজেলা কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড উখিয়ারঘোনা বড়ুয়া পাড়ার মিথুন বড়ুয়ার ছেলে নয়ন নামের এক বড়ুয়া যুবক নিজে গলায় ফাঁস আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে নিজ বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। উখিয়ারঘোনা জ্যোতবন বুদ্ধ বিহারের সাধারণ সম্পাদক ইমন বড়ুয়া এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, নয়ন বড়ুয়া রাত ৩ ঘটিকা পর্যন্ত সজাগ ছিলেন। বাড়িতে নয়ন বড়ুয়ার ছোট বোন ছিল। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য বাড়িতে ছিলেন না। ভোরে ঝুলন্ত অবস্থায় নয়ন বড়ুয়ার মরদেহ নিজের রুমে ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায়। রামু থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে।

মহেশখালীতে বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধ নিয়ে ঝুঁকিতে ৮০ হাজার বাসিন্দা

কক্সবাজার প্রতিনিধি : বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধ নিয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীর প্রায় ৮০ হাজার বাসিন্দা। বঙ্গোপসাগরে উত্তাল ঢেউয়ের প্রকোপে যেকোন সময় বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানি প্রবেশে ধূলিসাৎ হতে পারে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপকূলীয় সাগর আর নদী ঘেরা মহেশখালী মাতারবাড়ীর পশ্চিমে বিধ্বস্ত ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ নিয়ে শঙ্কিত বসবাসকারীরা। তাদের দিনাতিপাত যেন সাগরের সাথে যুদ্ধ করে। নিশিরাতও নির্ঘুমে কাটা হয় সেখানকার বসবাসকারীদের। সমুদ্রের জোয়ারের পানি কখন তলিয়ে নিয়ে যায় এমন শঙ্কায় বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকাসহ সর্বসাধারণ। তারা অনুদানের আর্তনাদ বা করুণা চাচ্ছেনা, তাদের একমাত্র প্রত্যেশা দ্রুত টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ। এমনকি উপজেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মাতারবাড়ী-ধলঘাটার মাতারবাড়ীতে নির্মিত হয়েছে সরকারের মেগা প্রকল্প কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্রস্তাবিত হয়েছে গভীর সমুদ্র বন্দর। এতদাঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জনতা বিনাদ্বিধায় দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আবাধি ফলসি জায়গা-জমি তথা মাথাগোঁজা ঠাই বাড়ী ভিটার জায়গা দিয়ে নিঃস্ব হয়েও শান্তি পাবে পশ্চিমের বেড়িবাঁধটি পেলে। এদিকে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ এর লবণাক্ত পানি থেকে মাতারবাড়ীর ৮০ হাজার জনগোষ্ঠীকে রক্ষার টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণে প্রাণের দাবী তোলেন। স্থানীয়দের ভাষ্য উন্নয়নের সোয়া লাগুক! তবে দ্বীপের প্রাণপ্রাচুর্য রক্ষা নিশ্চিত করে। তাই টেকসই বেড়িবাঁধ সম্মেলিত প্রাণের দাবী মাতারবাড়ী-ধলঘাটাসহ পুরো মহেশখালী বাসী। মাতারবাড়ী ৭নং এর জনপ্রতিনিধি সরওয়ার কামালসহ সচেতনমহলের দাবী দ্রুত বেড়িবাঁধটি সংস্কার না করলে এখানকার বসবাসকারীদের জানমাল রক্ষা করা অসম্ভব। তারা আরো জানিয়েছেন বেড়িবাঁধ পরিদর্শণে বিগত সরকারের সচিবও আসছিলো। তবে আশার বাণী শুনিয়ে ওইস্থান ত্যাগ করার পর কোন খবর থাকে না। সম্প্রতি তারা মাতারবাড়ী রক্ষার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবর একটি লিখিত আবেদন করেন। তা যথাযত বিবেচনা রেখে দ্রুত প্রাণের দাবীটি আমলে নিয়ে বসবাসের উপযোগী করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রত্যেশা করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড কক্সবাজারের কর্মকর্তা রিফাত ইবনে রশিদ জানান, জনবসতি রক্ষার্থে শীঘ্রই বেড়িবাঁধ সংস্কার করা হবে।

শৈলকুপায় মিলছেনা শিশুদের টিকাদানের কার্ড: নেই মাঠকর্মীদের ব্যাগ

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ইপি আই টিকা দেয়ার পর মিলছে না কার্ড। অবশ্য কোথায় কোথায় টাকা দিলে তা পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে সরকারি ভাবে কার্ড না থাকায় এই বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে ভুক্তভোগীদের। সরকারিভাবে টিকা দানের কার্ড বরাদ্দ না থাকায় মাঠ কর্মীদের নিজস্ব টাকায় ঠিকাদারের কার্ড ছাপিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে হচ্ছে। কোথায় কোথায় বিনিময়ে আবার কোথায়ও ৩০-৫০ টাকা দিলে এই কার্ড মেলে। এছাড়া সেবা দেওয়ার জন্য মাঠকর্মীদের ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে কয়েক বছর কিন্তু তারা চাহিদা মতো সে পাচ্ছে না বলে জানা গেছে। জানা গেছে ইপিআই টিকা কার্ড না পেলে, জন্ম নিবন্ধন হচ্ছে না। যেকোনো শিশুর পরিচয়ের দালিলিক প্রমাণ হলো ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি) টিকাকেন্দ্র থেকে পাওয়া ছোট আকারের হলুদ কার্ড।

পীরগাছায় ইটভাটার বিষাক্ত ধোয়ায় ঝলসে গেছে ১৭ একর জমি ধান খেত

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগাছায় ইটভাটার বিষাক্ত ধোয়া পুড়ে চিটা হয়ে গেছে কৃষকের সোনালী স্বপ্ন। এমএসবি ব্রিকস নামের একটি ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ায় ৩০ জন কৃষকের প্রায় ১৭ একর জমির ধানের ক্ষেত ঝলছে গেছে। সদ্য বের হওয়া ধানের শীষগুলো ঝলসে চিটা হয়ে গেছে এবং অন্য জমির ধান গাছগুলো জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে শুকিয়ে গেছে। এতে করে ধানের জমির আইলে বসে বিলাপ করছেন কৃষক বাদশা মিয়া। কেউ বা বাকি ধানগুলো রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে রংপুর জেলা প্রশাসক ও পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রংপুরের পীরগাছা উপজেলার অন্নদানগর ইউনিয়নের বামন সর্দার গ্রামের এমএসবি ব্রিকস নামের ইটভাটার উত্তর পাশের জমিগুলোতে ঝলসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে করে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছেন ওই এলাকার কৃষকরা। এছাড়াও ইটভাটার কারণে গত ৫ বছর ধরে ওই এলাকার গাছপালায় কোন ফল ধরছে না বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। গত শনিবার দুপুরে ওই এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, কিছু কিছু ধানের ক্ষেত সোনালী রং ধারন করেছে। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন পাকা ধানের ক্ষেত। অথচ কাছে গেলেই দেখা যায়, সব ঝলছে চিটায় পরিনত হয়েছে। যে জমিগুলোর ধান এখনো বের হয়নি সেগুলোও পুড়ে বিবর্ন রুপ ধারন করেছে। ধানের ক্ষেতের মাঝখানে এসময় কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে বিচার দিচ্ছেন কৃষক বাদশা মিয়া (৫৫)। তার বক্তব্য, গত তিন বছর ধরে ঘরের ধানের ভাত খেতে পারেন না। ইটভাটার বিষাক্ত ধোয়ায় সব শেষ হয়ে গেছে। ধানের শীষ বের হলেই ইটভাটা মালিক ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে তাদের ক্ষতি করছে। এত যত্নে করা ফসল নষ্ট হওয়ায় তারা এখন দিশেহারা। এ বছর কি খাবেন, কিভাবে চলবেন সেই চিন্তায় গোটা পরিবার। এসময় একে একে আসতে থাকেন ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা।

ভারতে তিন বছর কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলেন ৭ যুবক

বেনাপোল, যশোর প্রতিনীধ : ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তিন বছর কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফিরেছেন ৭ বাংলাদেশি যুবক। এর মধ্যে একজন পরোয়ানাভুক্ত আসামি। ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হস্তান-র করে। ফেরত আসারা হলেন- রবিউল ইসলাম (২৮), ফয়সাল (৩০), মিন্টু বারাই (৩২), আয়নাল মাতব্বর (৩৫), রিপন খোলিফা (৩৫), শাহিদুল শেখ (৩৩) ও আলামিন হোসেন (২৬)। তারা- যশোর, নড়াইল, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বরিশাল জেলার বাসিন্দা। রিপন খোলিফা জানান, ভালো কাজের আশায় দালালচক্রের মাধ্যমে তারা সাড়ে তিন বছর আগে ভারতের কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখানে কাজ করার সময় তারা ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হন। এরপর অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে সে দেশের আদালত তাদের তিন বছর সাজা দিয়ে দমদম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠায়। কারাভোগ শেষে ভারতের একটি মানবাধিকার সংস্থা তাদের দায়িত্ব নিয়ে শেল্টার হোমে রাখে। পরে উভয় দেশের দূতাবাসের সহযোগিতায় এবং ভারত সরকারের বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তারা দেশে ফিরেছেন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহিম আহম্মেদ জানান, ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ভারত ফেরত ৭ বাংলাদেশি যুবককে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান-র করা হয়েছে। এরমধ্যে ফয়সাল নামের একজন পরোয়ান-ভুক্ত পলাতক আসামি। তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীননগর থানায় অস্ত্র মামলা রয়েছে। তাকে গতকাল রোববার যশোর আদালতে সোর্পদ করবে পোর্ট থানা পুলিশ। বাকি ৬ জনকে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের নামে একটি এনজিও সংস্থা তাদের দায়িত্ব নিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান-র করবে। যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের সিনিয়র প্রোগ্রামার অফিসার মুহিত হোসেন জানান, ফেরত আসাদের মধ্যে ৬ জনকে বেনাপোল পোর্ট থানা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান-র করা হবে।

বাড়ন্ত ঢ্যাঁড়সখেতে নিড়ানি দিচ্ছেন এক কৃষক। চকক্যাতুলী, গাবতলী, বগুড়া।

সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করলো আল নাসর

স্পোর্টস ডেস্ক : জাপানি ক্লাব ইয়োকোহামা এফ. মারিনোসকে ৪-১ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে আল-নাসর। সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটির হয়ে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, জন ডুরান ও সাদিও মানে। গত শনিবার রাতে প্রিন্স আবদুল্লাহ আল ফয়সাল স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধের প্রায় আধঘণ্টার সময় গোল করে আল-নাসরকে এগিয়ে দেন ডুরান। এর মাত্র চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাদিও মানে। মূলত আল নাসরের ১২ মিনিটের ঝড়েই লন্ডভন্ড হয়ে যায় ইয়োকোহামা। যে ঝড়ে শেষ ধাক্কাটা দেন রোনালদো। ৩৮ মিনিটে গোল করেন পর্তুগিজ তারকা। মার্সেলো ব্রোজোভিচের শট ইয়োকোহামার গোলরক্ষকের বাধায় ফেরত এলে পাল্টা শটে গোল করেন সিআরসেভেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডুরান আবার গোল করে ব্যবধান ৪-০ করে দেন। এরপর ৫৩ মিনিটে ইয়োকোহামার কোটা ওয়াতানাবে একটি গোল শোধ করেন। তবে ওয়াতানাবের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ম্যাচের মাঝপথে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখে তাকে মাঠ ছাড়তে হয়। রোনালদো এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই (মোট ৭টি) গোল করেছেন। যা এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচে টানা গোল করার রেকর্ড পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকার। রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে আছেন কেবল আবদাররাজাক হামদাল্লাহ। আল-নাসরের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২০১৯ সালের আগস্ট থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা ৮ ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনি। আল-নাসর এখন তৃতীয়বারের মতো এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে উঠেছে, এর আগে ২০২০ ও ২০২১ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল দলটি।

তানজিমের উপর ভরসা রাখছেন সিমন্স

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সাদা বলে বাংলাদেশ দলে এখন নিয়মিত মুখ তানজিম হাসান সাকিব। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলেছেন তানজিম। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও বাংলাদেশের স্কোয়াডে ছিলেন তানজিম সাকিব। এবার ডাক পেয়েছেন লাল বলের টেস্ট স্কোয়াডে। জিম্বাবুয়ে সিরিজেই প্রথমবারের মত টেস্টে ডাক পেলেন তানজিম। এর আগে সাদা বলে নিয়মিত খেললেও লাল বলে অতটা নিয়মিত ছিলেন না তিনি। খেলেছেন চার দিনের ম্যাচ, 'এ' দলের কিছু ম্যাচে। জিম্বাবুয়ে সিরিজের স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম ম্যাচে একাদশে ছিলেন না তিনি। তবে তানজিমকে নিয়ে বেশ আশাবাদী প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। চট্টগ্রামের টেস্টের আগে সংবাদ সম্মেলনে তানজিম সাকিবকে নিয়ে সিমন্স জানিয়েছেন, 'আমার মনে হয় সে যেকোনো ফরম্যাটেই ভালো করতে পারবে। যে লেন্থে সে বল করে, দারুণ পেসও আছে। সাদা বলে স্টাম্পে হিট করে। কট বিহাইন্ড করে প্রায়ই। আশা করি সে ভালো করতে পারবে। (সাকিব ব্যাটিং ডেপথ এনে দিবে) এটা সবসময়ই ভালো ব্যাপার দলের জন্য।' এছাড়া ম্যাচের আগে পেস আক্রমণ নিয়ে সিমন্স বলেছেন, 'আমাদের স্কিলে ফোকাস করতে হবে। হাসান (মাহমুদ) ৫ উইকেট নিয়েছে পাকিস্তানে, সেখানে বেশি একটা পার্থক্য নয় এখান থেকে। সাকিব তরুণ এখনও। আমার মনে হয় এখানেও আমাদের ভালো পেসার রয়েছে।' আজ সোমবার চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়ের মধ্যকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে জিম্বাবুয়ে।

চ্যাম্পিয়নের মুকুট পড়লো বার্সেলোনা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : 'ইউরোপের সব ক্লাবের আতঙ্ক হলো রিয়াল মাদ্রিদ, আর রিয়ালের আতঙ্কা বার্সেলোনা'- ২০২২ সালে এই কথাটি বলেছিলেন ফ্রান্সের সাবেক ফুটবলার কোচ ও ধারাভাষ্যকার থিয়েরে হেনরি। সেই জুজুর ভয় ৩ বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারলো না রিয়াল।

গত শনিবার রাতে স্প্যানিশ কোপা দেল ব্রের ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে গিয়ে বার্সেলোনার কাছে হেরে গেছে রিয়াল। কার্লো আনচেলত্তির দলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে রেকর্ড ৩২ বারের মতো শিরোপা জিতেছে বার্সা। গত শনিবার রাতে সেভিয়ার লা কার্তুজা স্টেডিয়ামে খেলার মূল সময় শেষ হয় ২-২ সমতায়। ফল বের করতে আনতে অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট সময় দেন রেফারি। ১২০ মিনিটের শ্বাসরুদ্বকর লড়াইয়ে শেষ হাসি ফোটে বার্সার মুখেই। ১১৬ মিনিটে রিয়ালের সমর্থকদের স্তব্ধ করে দেন বার্সা তারকা জুলেস কুন্দে। অর্থাৎ শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় অবিশ্বাস্য এক জয় পায় বার্সা। প্রথমার্ধে বার্সেলোনা দারুণ আধিপত্য দেখিয়ে খেলে। ২৮ মিনিটে পেদ্রি দুর্দান্ত এক বাঁকানো শটে পোস্টে বল জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরে রিয়াল। ইনজুরি থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা কিলিয়ান এমবাপে বেঞ্চ থেকে নেমে ৭০ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে সমতাসূচক গোল করেন। এমবাপের গোলের ৭ মিনিট পর অরেলিয়ান চুয়োমেনি কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেডারে রিয়ালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। তবে লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি লস বাঙ্কসরা। ৮৪ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে ফেরান তোরেস গোল করে বার্সাকে সমতায় ফেরান এবং ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যান। যখন মনে হচ্ছিল খেলা টাইব্রেকারে গড়াবে, তখনই কুন্দে গোল করে বার্সার শিরোপা নিশ্চিত করেন। ব্রাহিম দিয়াজের পাস পেয়ে ২৫ গজ দূর থেকে থুবো কুর্তোয়ার জালে নিচু কোণ দিয়ে বল পাঠান ফরাসি ডিফেন্ডার কুন্দে। তবে ম্যাচের শেষটা রিয়ালের জন্য হতাশাজনক ছিল। কারণ বেঞ্চে থাকা আন্তোনিও রুডিগার এবং লুকাস ভাসকেজ রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচ শেষে জুড বেলিংহ্যামকেও অস্পোর্টসম্যানশিপের জন্য লাল কার্ড দেখানো হয়। এ জয়ে ট্রেবল শিরোপার প্রথমটি নিশ্চিত করে নিলো বার্সা। অন্যদিকে চলতি মৌসুমে শিরোপা জয়ের আর কোনো আশা নেই বললেই চলে রিয়ালের। চলতি মৌসুমে তিনটি ক্লাসিকোতেই বার্সার কাছে হেরেছে রিয়াল।

আবারও চার ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন তাওহিদ হৃদয়

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নতুন করে চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি পেয়েছেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডানের অধিনায়ক তাওহিদ হৃদয়। সিসিডিএমের পক্ষ থেকে মোহামেডানে ক্লাবের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তাওহিদ হৃদয়ের এই শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গত শনিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে ম্যাচে তাওহিদ হৃদয় ৩৭ রান করে আউট হন। আউট হওয়ার পর তিনি আম্পায়ারকে উদ্দেশ্য করে বাজে অঙ্গভঙ্গি করেন, সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে কিছুক্ষণ উইকেটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাওহিদ হৃদয়ের এসব কাজ খেলোয়াড় আচরণবিধি পরিপন্থি। আম্পায়ারদের রিপোর্টে বিষয়গুলো উঠে আসার পর শনিবারই আম্পায়ার্স রুমে এ নিয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ওই শুনানিতে তাওহিদ হৃদয়কে ডাকা হলেও তিনি আসেননি। আচরণ বিধি লঙ্ঘণের দায়ে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১ থেকে ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট দেয়ার নিয়ম। ম্যাচ রেফারি আখতার আহমেদ আচরণ বিধির লেভেল-১ লঙ্ঘণের দায়ে তাওহিদ হৃদয়কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করার পাশাপাশি ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট শাস্তি ঘোষণা করে। সিসিডিএম থেকে মোহামেডান ক্লাবের কাছে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহিদ হৃদয়ের আমলনামায় আগে থেকেই ৭টি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত ছিল। নতুন একটি পয়েন্ট যুক্ত হওয়ায় মোট ৮ পয়েন্ট হয়ে গেলো। খেলোয়াড়দের জন্য প্রণীত বিসিবি আচরণবিধির ৭.৫ ধারা অনুসারে ৮ থেকে ১১ ডিমেরিট পয়েন্ট হলে অটোমেটিক চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হবেন সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার। সে হিসেবে তাওহিদ হৃদয়কে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তাওহিদ হৃদয়ের নিষেধাজ্ঞার নাটক যেন থামছেই না। আম্পায়ারের সঙ্গে অসদাচরনের দায়ে প্রথমে ২ ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয় তাকে। এরপর শাস্তি এক ম্যাচ কমিয়ে আনা হলে আম্পায়ারদের সঙ্গে বিসিবির ঝামেলা তৈরি হয়। পূনরায় তাওহি হৃদয়ের শাস্তি ২ ম্যাচ করা হলে ক্রিকেটাররা একাট্টা হয়ে বিসিবি সভাপতির সঙ্গে দেখা করে।

ফলে বিসিবি অভিনব একটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। নতুন সিদ্ধান্ত হিসেবে তাওহিদ হৃদয় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করবেন আগামী মৌসুমে। অথ্যাৎ, লিগে বাকি থাকা দুটি ম্যাচই খেলতে পারবেন তিনি। কিন্তু গত শনিবার গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে আবারও আম্পায়ারের সঙ্গে অসদাচরণ করলেন হৃদয়। যার ফলে পেলেন একটি ডিমেরিট পয়েন্টস। আগেরগুলোসহ তার মোট আটটি ডিমেরিট হয়ে গেলো এবং অটোমেটিক আট ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে গেলেন জাতীয় দলের এই ব্যাটার। অর্থ্যাৎ, আগামীকাল মঙ্গলবার আবাহনীর বিপক্ষে লিগের শেষ ম্যাচটিও খেলা হবে না তার। যে ম্যাচটি হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ।

বড়ো ধরণের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় রুডিগার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : গত শনিবার রাতে কোপা দেল রে ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে ৩-২ গোলে হেরে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ। চরম উত্তেজনাকর এই ম্যাচে এমন কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন রিয়ালের ফুটবলাররা, যার জেরে তিনজনকে দেখতে হয়েছে লাল কার্ড। এই তিনজন হলেন- লুকাস ভাসকেস, অ্যান্টোনিও রুডিগার ও জুড বেলিংহ্যাম। এর মধ্যে রুডিগারের অপরাধ গুরুতর বলে ধরা হচ্ছে। রিয়ালের এই ডিফেন্ডারের বিপক্ষে অভিযোগ, উত্তেজিত পরিস্থিতিতে রেফারির দিকে বরফ ছুড়ে মেরেছেন তিনি। এমনকি লাল কার্ড দেখানোর পর রেফারির দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারেন জার্মান ডিফেন্ডার রুডিগার। সেভিয়ায় ১২০ মিনিটের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে ১১৬ মিনিটে জুলেস কুন্দের গোলে জয় পায় বার্সা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে রিয়ালের বেঞ্চে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ক্ষুব্ধ রুডিগার রেফারি রিকার্দো দে বুরগোস বেঙ্গোএচিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। লুকাস ভাসকেস ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র মাঠে দৌড়ে এসে হাত নাড়িয়ে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। এরপর টাচলাইনের কাছ থেকে একটি বরফের টুকরো ছুঁড়ে মারেন রেফারির দিকে। ওই সময় রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রেফারি দে বুরগোস টাচলাইনের কাছে এসে ভাসকেস এবং রুডিগারকে লাল কার্ড দেখান। রুডিগার তখন রেফারির দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। রিয়ালের কোচিং স্টাফ ও কয়েকজন খেলোয়াড়; যেমন, ফেরলান্ড মেন্ডি ও হেসুস ভাল্লেজো রুডিগারকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

তিনি তখন তার ডান হাঁটু থেকে বড়সড় বরফের প্যাকেট সরিয়ে ফেলেন। টেকনিক্যাল এরিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হলেও রুডিগার আবার ফিরে এসে মাঠের মাঝখানে রেফারির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে রিয়ালের গোলকিপার কোচ লুইস লোপিস ও গোলকিপার আন্দ্রেই লুনিন তাকে বুঝিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে দেন। এরপর আর রুডিগারকে দেখা যায়নি। বার্সেলোনার সম্মান প্রদর্শন কিংবা ট্রফি উদযাপনের সময়ও রুডিগার ছিলেন না। রেফারি দে বুরগোস স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের কাছে জমা দেওয়া অফিসিয়াল রিপোর্টে উল্লেখ করেন, 'রুডিগার একটি বস্তু ছুড়েছিলেন যা কাছাকাছি এসে পড়েছিল, তবে আমার গায়ে লাগেনি।' রিয়ালকে হারিয়ে ট্রেবল জয়ের লক্ষ্যে ছুটতে থাকা বার্সার একটি শিরোপা নিশ্চিত হয়ে গেল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগামী বুধবার ইন্টার মিলানের বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মুখোমুখি হবে কাতালানরা।

লাইফস্টাইল

এসি ছাড়াই ঘর ঠান্ডা রাখার টেকনিক

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রচণ্ড গরমে এসির শীতল পরশ অনেকের জন্য স্বস্তির হয়। কিন্তু সব সময় এসি কেনা বা চালানো সম্ভব হয় না। একদিকে যেমন রয়েছে আর্থিক ব্যয়, অন্যদিকে আছে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাবের চিন্তাও। তাই প্রশ্ন হলো, এসি ছাড়াই কীভাবে ঘর ঠান্ডা রাখা যায়? ভালো খবর হলো, কিছু সহজ এবং কার্যকরী উপায় অনুসরণ করলেই আপনি গরমের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক সহজ সেই উপায়গুলো- **সঠিকভাবে সিলিং ফ্যান ব্যবহার করুন** অনেকেই জানেন না সিলিং ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলালেও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গ্রীষ্মকালে ফ্যানের ঘূর্ণন যেন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে হয়, তা নিশ্চিত করুন। এতে ঠাণ্ডা বাতাস নিচের দিকে চলে আসে এবং ঘরের পরিবেশ অনেকটাই আরামদায়ক হয়। **রাতের ঠাণ্ডা বাতাস কাজে লাগান** দিনের প্রচণ্ড রোদে জানালা বন্ধ রাখুন। কিন্তু রাতে যখন বাইরের তাপমাত্রা কমে আসে, তখন জানালা খুলে দিন। শীতল বাতাস ঘরে ঢুকতে দিন এবং গরম বাতাস বেরিয়ে যেতে দিন। পরদিন সকাল পর্যন্ত জানালা বন্ধ রাখলে ঘরের ভেতরের ঠাণ্ডা পরিবেশ বেশিক্ষণ টিকে থাকবে। **বরফ আর ভেজা কাপড়ের ব্যবহার** বরফের সাহায্যে ঘর ঠাণ্ডা রাখার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো ফ্যানের সামনে বরফের বাটি রাখা। বরফ গলতে গলতে ঠাণ্ডা বাতাস তৈরি করে, যা ফ্যানের মাধ্যমে পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। চাইলে জানালায় ভেজা তোয়ালে বা চট ঝুলিয়ে দিয়েও একই ধরনের শীতল প্রভাব পাওয়া যায়। **গাছ দিয়ে ঘর রাখুন ঠান্ডা** ঘরের ভেতরে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের গাছ রাখলে তা প্রাকৃতিকভাবেই তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। অ্যালোভেরা, মানি প্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্টের মতো গাছ ঘরের বাতাস শুদ্ধ করে এবং পরিবেশ শীতল রাখতে ভূমিকা রাখে। এগুলোর পরিচর্যা করাও সহজ। **জানালায় হিট-প্রটেক্টিং ফিল্ম লাগান** জানালা দিয়েই বেশি তাপ ঘরে প্রবেশ করে। তাই জানালায় হিট-প্রটেক্টিং ফিল্ম লাগালে সূর্যের তাপের প্রবেশ অনেকটাই কমে যায়। এতে ঘরের ভেতর তাপমাত্রা বেশ নিয়ন্ত্রিত থাকে, আর এসি ছাড়াই তুলনামূলক শীতল পরিবেশ পাওয়া সম্ভব হয়। **মোটা ও হালকা রঙের পর্দার ব্যবহার** গাঢ় রঙের মোটা পর্দা রোদ আটকাতে কার্যকর হলেও, বেশি গরম জায়গায় হালকা রঙের মোটা পর্দা ব্যবহার করাই ভালো। কারণ হালকা রঙ সূর্যের তাপ প্রতিফলিত করে দেয়, ফলে ঘর অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা থাকে। সুতরাং পর্দা বাছাইয়ের সময় শুধু রং নয়, কাপড়ের গুণও খেয়াল রাখুন। **অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখুন** কম্পিউটার, টেলিভিশন, ওভেনের মতো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করলে তা শুধু কাজই করে না, বরং বাড়তি তাপও উৎপন্ন করে। তাই যেসব ডিভাইসের প্রয়োজন নেই, সেগুলো বন্ধ রাখুন। এতে ঘরের গরমভাব অনেকটাই কমানো সম্ভব। **বরফের অতিরিক্ত ব্যবহার** বরফের আরেকটি উপায় হলো বড় পাত্রে বরফ রেখে তা ঘরের মাঝখানে রাখা। পাত্রের উপর দিয়ে ফ্যানের বাতাস চালালে ঘরের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাণ্ডা বাতাস ছড়িয়ে যায়। বিশেষ করে দুপুরের তীব্র গরমে এটি বেশ কার্যকর। **প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে দিন দিন গরম বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় শুধু এসি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। বরং প্রাকৃতিক ও টেকসই পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা সহজ ও স্বস্তিদায়ক করে তুলতেই হবে। এসি ছাড়াই ঘর ঠাণ্ডা রাখার এই সহজ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে আপনি নিজের এবং পরিবেশের উভয়ের উপকার করতে পারবেন।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে পানির গুরুত্ব

লাইফস্টাইল ডেস্ক : এক বোতল পানির মূল্য আমরা বুঝি তখনই, যখন শরীর ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত, কিংবা ত্বক তার স্বাভাবিক জৌলুশ হারাতে শুরু করে। অথচ আমাদের প্রতিদিনের এই অমূল্য উপাদানটি ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখে, তা অনেকেই জানি না বা গুরুত্ব দিই না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ত্বকের যত্নে বাহ্যিক যত্নের যতটা গুরুত্ব রয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে শরীরের ভেতরের পরিচর্যা। আর এই ভেতরের পরিচর্যায় পানির ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খেলে শরীর যেমন সুস্থ থাকে, তেমনি ত্বকও পায় প্রাণ। চলুন জেনে নেওয়া যাক, ত্বক ভালো রাখতে পানি পানের কিছু চমৎকার উপকারিতা সম্পর্কে- **ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়** নিয়মিত পানি পান করলে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়, যা ত্বকের ভেতর থেকে এক ধরণের দীপ্তি নিয়ে আসে। বাহ্যিক কসমেটিক্সে যতই যত্ন নেওয়া হোক না কেন, প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আসে ভেতরের যত্ন থেকেই। **ত্বককে রাখে আর্দ্র ও কোমল** পানি শরীরের কোষগুলোকে হাইড্রেট রাখে। এর ফলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া বা খসখসে হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। পানির অভাবে ত্বকে টান লাগা, চুলকানি কিংবা রুক্ষতা দেখা দিতে পারে, যা নিয়মিত পানি পানের মাধ্যমে সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। **ব্রণ ও ফুসকুড়ি প্রতিরোধে সহায়ক** দেহের ভেতরের টক্সিন বা বিষাক্ত উপাদানগুলো যদি ঠিকভাবে বের না হয়, তাহলে তা ত্বকে প্রভাব ফেলে। ব্রণ, ফুসকুড়ি বা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

রঙিন চুলে সজীবতা ফেরানোর সহজ টিপস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : নিয়মিত না হলেও শখ করে কখনো না কখনো চুলে রং করেছেন অনেকেই। একবার করে অনেকের শখ পূরণ হয়ে গেছে, অনেকে হয়তো তারপর থেকে নিয়মিত হয়ে গেছেন। কেউ হয়তো ভাবছেন রং করলে যে চুলের ক্ষতি হবে তা ম্যানেজ করবেন কীভাবে। নিয়মিত চুল স্টাইলিং ও রং করলে চুলের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া খুব অল্প সময়ই চুল রুক্ষ হয়ে যাবে। পড়েও যেতে পারে। তাই জেনে নিন রং করা চুলের যত্ন কীভাবে নেবেন- ১. সাধারণত রঙে থাকা রাসায়নিক উপাদানগুলো কম-বেশি প্রভাব পড়ে চুলে। তার ওপর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের প্রয়োগে স্টাইলিং করলে, চুল রুক্ষ হতে শুরু করে। তাই হেয়ার স্টাইলিস্টদের পরামর্শ অনুয়ায়ী রং করার পর চুলে সালফেট ফ্রি শ্যাম্পু ব্যবহার করা জরুরি। এ ধরনের শ্যাম্পু রং বিবর্ণ না করে চুলের ময়লা পরিষ্কার করে। ২. সঠিক শ্যাম্পুর সঙ্গে সঠিক কন্ডিশনার বেছে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কন্ডিশনার চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং চুল নরম রাখতে সাহায্য করে। ৩. স্টাইলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন তাপ যেমন চুলের ক্ষতি করে, তেমনই সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মিও চুলের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য আপনি টুপি, স্কার্ফ, ওড়না ও ছাতা ব্যবহার করতে পারেন। ৪. ভারতে রূপচর্চার জগতে পরিচিত নাম আশিস চৌধুরী বলেন, রং করা চুলের যত্নে শিয়া বাটার যুক্ত কন্ডিশনার ব্যবহার করতে। তিনি প্রাকৃতিক উপকরণে চুলের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রুক্ষ চুলের যত্নে পাকা কলার মাস্ক ও কোঁকড়া চুলের পরিচর্যায় জামাইকান ব্ল্যাক ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করতে বলেন আশিস। ৫. সেই সঙ্গে চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে পর্যাপ্ত পানি, প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। চুল স্বাস্থ্যকর করার জন্য প্রথম শর্ত হলো আপনার শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। চুল পুষ্টি নেবে আপনার শরীর থেকেই। তাই পুষ্টিকর খাবার খান ও যথেষ্ট পানি পান করুন। সেই সঙ্গে আপনার রঙিন চুলের জন্য ব্যবহার করুন কালার-ফ্রেন্ডলি পণ্য।

মন ভালো রাখতে চাইলে বইকে বানান সঙ্গী

লাইফস্টাইল ডেস্ক : যারা বই ভালোবাসেন, তারা জানেন - একটি ভালো বই কতটা শক্তিশালী হতে পারে। এটি হতে পারে একাকিত্বের সঙ্গী, মানসিক শান্তির উৎস, জ্ঞানের দরজা খোলার চাবিকাঠি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন অনেকেই পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়তেই চান না। বিশেষ করে তরুণ সমাজের অনেকেই মনে করেন পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই পড়া সময়ের অপচয়। সামাজিক মাধ্যমের আসক্তি, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং পড়ার প্রতি আগ্রহের অভাবে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। অথচ বই পড়ার উপকারিতা কেবল একাডেমিক সুফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের চিন্তাভাবনা, আচরণ, আবেগ এবং মননশীলতা গঠনে অমূল্য ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে প্রতিটি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আছ বই পড়ার চমৎকার প্রকাব। চলুন জেনে নিই বই পড়ার কয়েকটি উপকারিতা - **১. মানসিক চাপ কমানোর সবচেয়ে সহজ পথ - একটি বই** মানসিক চাপ বা স্ট্রেস - এই শব্দটি আজ আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়াশোনার চাপ, পারিবারিক দায়িত্ব, চাকরির প্রতিযোগিতা কিংবা সম্পর্কের টানাপোড়েন - সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মনে জমে ওঠে এক অদৃশ্য ভার। এই ভার হালকা করতে অনেকে বেছে নেন প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদন, আবার কেউ কেউ আশ্রয় নেন বইয়ের মধ্যে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বই পড়া মানসিক চাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্সের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ৬ মিনিট বই পড়লে ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত স্ট্রেস কমে যেতে পারে। এটি গান শোনা, হাঁটাহাঁটি করা কিংবা গেম খেলার চেয়েও বেশি কার্যকর। **কেন এমন হয়?** বই পড়ার সময় আমরা অন্য এক জগতে প্রবেশ করি। বাস্তব জীবনের চাপ ও দায়িত্ব কিছু সময়ের জন্য ভুলে গিয়ে আমরা ডুবে যাই গল্পের চরিত্র, পরিবেশ ও আবেগের মধ্যে। এই 'মেন্টাল এস্কেপ' আমাদের মনকে প্রশান্ত করে, চিন্তাকে হালকা করে, এবং এক ধরনের মানসিক মুক্তি দেয়। বিশেষ করে গল্প, আত্মজীবনী, কবিতা বা অনুপ্রেরণামূলক বই মানসিকভাবে আমাদের সহানুভূতিশীল, শান্ত ও ইতিবাচক করে তোলে। বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা শব্দেরা আমাদের আবেগকে আলতোভাবে ছুঁয়ে যায়, এবং অজান্তেই আমরা হালকা অনুভব করি। **২. মনোযোগ ও ধৈর্য বাড়ায় বই** বর্তমান যুগে আমাদের মন বারবার ছুটে যায় বিভিন্ন দিকে। বই পড়া আমাদের এক জায়গায় মনোযোগ ধরে রাখতে শেখায়, যা পড়ালেখায় দীর্ঘমেয়াদে ফোকাস বাড়াতে সহায়তা করে। **৩. কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ করে** গল্প পড়ার সময় আমরা চরিত্র, স্থান ও সময় কল্পনা করি। এতে আমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল ভাবনার প্রসার ঘটে। পড়তে পড়তে অনেকে লিখতেও পটু হয়ে ওঠেন। বাস্তাব জীবনে লেখার এই দক্ষতার মূল্য আপনি কর্মক্ষেত্রেও পাবেন। **৪. একাকিত্ব ও বিষণ্নতা কমায়** একটি বই কখনো আমাদের একা থাকতে দেয় না। একাকিত্বের মুহূর্তে এটি হয়ে ওঠে একজন সাথী, একজন বোঝাপড়ার বন্ধু। **মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি বই পড়ার আরও কিছু উপকারিতা আছে।**

অকালে চুল পাকা আটকাতে মেনে চলুন সহজ কিছু অভ্যাস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুস্থ, ঘন ও দীপ্তিময় চুল শুধু সৌন্দর্যের নয়, সুস্থতারও প্রতীক। কিন্তু আজকের ব্যস্ত জীবনে চুল পড়া, পাতলা হয়ে যাওয়া কিংবা অকালপক্বতা অনেকের জন্য সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এক রাতেই ম্যাজিকের মতো পরিবর্তন সম্ভব নয়, কিছু কার্যকরী অভ্যাস আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। চলুন জেনে নিই এমন কিছু সহজ কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়– ১. ভেতর থেকে চুলের যত্ন নিন সুস্থ চুলের শুরু শরীরের ভেতর থেকেই। আমাদের চুলের ফলিকল শক্তি এবং রঙ ধরে রাখে শরীরের বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলের ওপর নির্ভর করে। বিশেষ করে ভিটামিন বি১২, কপার এবং ফোলেটের ঘাটতি থাকলে চুল পাকা সহজেই শুরু হয়। চুলের জন্য জরুরি কিছু পুষ্টি উপাদান- ভিটামিন বি১২: ফলিকলের কার্যক্ষমতা বজায় রাখে এবং পাকা চুলের গতি কমায়। কপার:

চুলের স্বাভাবিক রঙ ধরে রাখতে সহায়তা করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: বেরি, বাদাম ও শাকসবজিতে থাকে, যা চুলের কোষগুলোকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে। একই সঙ্গে দিনে অন্তত ৮-১০ গ্লাস পানি পান করলে চুলের গোঁড়া মজবুত ও হাইড্রেটেড থাকবে। ২. মানসিক চাপ সামলান অকালে চুল পেকে যাওয়ার বড় কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো অতিরিক্ত মানসিক চাপ। দীর্ঘমেয়াদে চাপ মেলানিন উৎপাদনকারী কোষের ওপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে চুল ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যেতে পারে। চাপ কমানোর উপায়- প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট ধ্যান বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। নিয়মিত হাঁটা বা যোগাসন। ঘুমের পরিমাণ বাড়ানো এবং মানসিক বিশ্রাম নিশ্চিত করা। শুধু চুলের রং নয়, সার্বিক সুস্থতার জন্যও চাপ কমানো জরুরি। ৩. প্রাকৃতিক তেল দিয়ে নিয়মিত ম্যাসাজ চুলের গোঁড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এবং রঙ ধরে রাখতে নিয়মিত স্ক্যাল্প ম্যাসাজ অত্যন্ত কার্যকর।